সাগর দোলায় ঢেউ

শ্রীনবগোপাল দাস

জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ
চৈত্র, ১৩৫২
মূল্য তিন টাকা

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সাত বৎসর পূর্ব্বে এই উপন্যাসের যে উপসংহার আমি লিখিয়াছিলাম পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়াছি। বস্তুতঃ বর্ত্তমান সংস্করণটিকে একটি সম্পূর্ণ নূতন উপন্যাস বলিলেও চলে। কিন্তু চরিত্র-গুলি একই রহিয়াছে, সেইজন্য উপন্যাসের নাম ও অপরিবর্ত্তিত রহিল।

—লেখক

এই লেখকেরই

= উপন্যাস =

নিঃসহ যৌবন	৩৲
অনবগুণ্ঠিতা (২য় সংস্করণ)	৩৲
চল্‌তি পথের বাঁশী	২॥০
হে আত্মবিস্মৃত	১॥০

= ছোটগল্প =

তারা দু'জন (২য় সংস্করণ)	২॥০
ছিন্ন পাপড়ী	১॥০
অসমাপ্ত	১॥০

দূরে ডাঙার অস্তায়মান রেখাটুকু পর্য্যন্ত যখন সমুদ্রের কল্লোলের সঙ্গে মিশিয়া গেল তখন মোহিত ছোট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ষ্টীমারের রেলিংটা ছাড়িয়া ডেকের ভিতরে তাহার চেয়ারটির অনুসন্ধানে আসিল।

সমুদ্রের সঙ্গে পরিচয় তাহার এই প্রথম—দেশের মাটির নিকট হইতে বিদায় নেওয়ার প্রয়োজন ইহার আগে হয় নাই। এই যে যাত্রার সুরু হইল ইহার শেষ কবে হইবে?........বারবার মোহিতের মনে শুধু এই কথাটাই জাগিতেছিল।

ডেক্ তখন যাত্রীদের ভীড়ে ভরিয়া গিয়াছে। সেকেণ্ড ক্লাশের ডেক—খুব বড়ও নয়। মোহিত কিছুতেই তাহার ক্যাবিন নম্বরের অনুযায়ী চেয়ারটি খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

তাহাকে উৎসুক ভাবে তাকাইতে দেখিয়া একটি ছেলে ইংরেজীতে বলিয়া উঠিল, আপনি কি আপনার চেয়ারটি খুঁজ্ছেন?

মোহিত একটু লজ্জায়, একটু কৃতজ্ঞভাবে, বলিল, হ্যাঁ, আমার নম্বর হচ্ছে ৪৭৬....এদিকে কোথাও হ'বে হয়ত....

ছেলেটি হেলান দিয়া শুইয়া রৌদ্র উপভোগ করিতেছিল। একটুখানি উঠিয়া বসিয়া পিছনকার চেয়ারের উপরের কার্ডটার দিকে তাকাইয়া বলিল, আমারই অন্যায় হ'য়ে গেছে—আপনার চেয়ারটি

যে আমিই অধিকার 'ক'রে বসে আছি!....তাহার মুখে একটু অপ্রস্তুতভাব।

মোহিত তাহাকে উঠিতে দেখিয়া লজ্জিত বোধ করিল। আহা, বেচারী বেশ আরামে শুইয়া সমুদ্রের জলের উপর সূর্য্যরশ্মির খেলা দেখিতেছিল! তাহাকে বেদখল করিতে তাহার যেন বেশ খানিকটা দ্বিধা বোধ হইতেছিল।

ছেলেটি কিন্তু খুবই সপ্রতিভ। সে এক মুহূর্ত্তে মোহিতের মনের দ্বন্দ্ব বুঝিয়া নিয়া বলিল, আপনি বসুন, আমি আপনার পায়ের কাছে এই পা'দানটার উপর বস্‌ব—আপনার আপত্তি হ'বে না ত?

আপত্তি?—সমস্যার এমন একটা সহজ অথচ সুষ্ঠু সমাধান হইয়া গেল বলিয়া মোহিত ছেলেটির কাছে ভয়ানকভাবে কৃতজ্ঞ বোধ করিতেছিল। সে হাসিয়া জবাব দিল, মোটেই নয়—আপনার সাথে গল্প কর্‌তে পারলে সময়টা কাট্‌বে ভাল!

—তাহ'লে পরিচয় সুরু হোক্‌, কী বলেন?

মোহিত স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িল।

—আমার নাম হচ্ছে যোশী....বম্বের লোক তা বোধ হয় নাম থেকেই বুঝ্‌তে পাচ্ছেন। দেশে এসেছিলাম গরমের ছুটিটাতে বেড়াতে, আবার ফিরে চলেছি।

মোহিত একটু সম্ভ্রমভরা চোখে যোশীর দিকে তাকাইল। সে যে দেশের মণিমুক্তা সংগ্রহ করিতে যাইতেছে যোশীর কাছে তাহা একেবারে পুরাতন!....গল্প শুনিবার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল।

বলিল, আমার নাম মোহিত সেন। আমি অবিশ্যি এই প্রথম যাচ্ছি বিলেতে—দেশটা সম্বন্ধে ধারণা আমার কিছুই নেই, দু'তিনটে ভ্রমণ-কাহিনী পড়ে আমার কল্পনাটাও যেন অনেকখানি গুলিয়ে

গেছে !....আপনার সাথে আলাপ হ'য়ে বেশ ভালোই হ'লো—অনেক কিছু শোনা যাবে।

যোশী হাসিয়া বলিল, কিন্তু আমার কথাগুলো আপনার কল্পনাকে হয়ত একটুও সাহায্য করবে না, বাস্তব যা' তার ছবিও হয়ত আমি ঠিক ফুটিয়ে তুল্‌তে পার্‌ব না।....কাজেই এসব নিয়ে গল্প না করাই ভালো!

মোহিত বুঝিল যোশী তাহার অনুরোধটা এড়াইয়া গেল। তাহার এই ভদ্র প্রত্যাখ্যান মোহিতের কাছে যেন অত্যন্ত গর্ব্বোদ্ধত বলিয়া ঠেকিল। সে মর্ম্মাহত হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

যোশী তাহার নীরবতা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন—লণ্ডন না কেম্ব্রিজ?

মোহিত সংক্ষেপে জবাব দিল, কেম্ব্রিজ—

যোশী উৎসাহসূচক সুরে বলিল, আপনি ভয়ানক ভাগ্যবান্ যা'হোক—কেম্ব্রিজে সীট পেয়েছেন!—আমি ত দু'বছর চেষ্টা ক'রেও সেখানে সীট পেলুম না!—আমার না আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণাঙ্কিত ছাপ, না আছে আভিজাত্যের গৌরব!

মোহিত বলিল, আমি আমার প্রোফেসারদের অনুগ্রহেই সীট পেয়েছি বল্‌তে হবে!—আপনি কি লণ্ডনেই পড়ছেন?

—হ্যাঁ, বছর দুই হ'লো, আস্‌ছে জুনেই পরীক্ষাও দিতে হবে—সেই কথা মনে হ'লেই গায়ে জ্বর আসে!

মোহিত কিছু বলিল না।

যোশী বলিতে লাগিল, লণ্ডনে ব'সে কি আর পড়াশুনা চলে? সেখানে চিত্তবিক্ষেপকারী জিনিষের অভাব ত' নেই—সীনেমা, থিয়েটার আর সপ্তাহান্তে পার্টি ত লেগেই আছে, তার ওপর বন্ধুদের আব্‌দার

শুন্‌তে শুন্‌তেই সময় আর উৎসাহ চলে যায়!—আপনি কেম্ব্রিজে গিয়ে ভালোই করলেন, তবু কটা মাস একটু মন দিয়ে পড়াশুনা কর্‌তে পার্‌বেন।

মোহিত যোশীর কথার তাৎপর্য্য ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিল না। সে বিস্মিতভাবে বলিল, কিন্তু লণ্ডনে থেকে ত কত ছেলে পড়াশুনা করছে, নয় কি?

একটুখানি মুচকি হাসিয়া তাচ্ছিল্যের সুরে যোশী জবাব দিল, যারা কর্‌ছে তারা একেবারে গ্রন্থকীট—জীবনে পড়া ছাড়া তারা আর কিছুই জানে না!—লাইফ্‌ ব'লে যে মস্ত বড় জগৎ পড়াশুনার গণ্ডীর বাইরে পড়ে রয়েছে তার খবর কি তারা রাখে?—আপনার কাছে আজ এসব কথা ভয়ানকভাবে বেসুরো ঠেক্‌ছে, কিন্তু আপনিও মাস ছয়েক পরে আমার সাথে একমত হবেন, অবশ্য যদি গ্রন্থকীটদের দলে না ভীড়ে যান!

মোহিত দুই একজন বন্ধুর কাছে এই বিশাল "জগৎ"টার কথা একটু-আধটু শুনিয়াছিল, মনে মনে খানিকটা কল্পনাও করিয়া নিয়াছিল সে, আর খুব দৃঢ়ভাবে মনের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে এই "জগৎ"এর ঘূর্ণিপাকে সে পড়িবে না, পড়িলেও হাবুডুবু খাইবে না। ····কাজেই যোশীর কথায় সে একটুখানি সন্দিগ্ধ-হাসি হাসিল মাত্র।

চায়ের ঘণ্টা পড়িল। সমুদ্রের দোলানি তখনও বিশেষ আরম্ভ হয় নাই, যাত্রীরা বেশ সুস্থভাবেই চায়ের টেবিলে আসিয়া বসিল।

ডেকের উপরই চায়ের টেবিলগুলি সাজানো হইয়াছিল। আর যাত্রার সুরু বলিয়াই বোধ হয় অর্কেষ্ট্রা বাজিতেছিল····

যোশী আর মোহিত ঠিক রেলিঙএর ধারে একটি টেবিল অধিকার করিয়া বসিল। যোশী তখনও বেশ বিজ্ঞতামাখা-স্বরে একটু মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গীতে মোহিতের সঙ্গে গল্প করিতেছিল, আর মোহিত তাহার প্রথম কৌতূহল, অজ্ঞতা এবং অস্পষ্ট অভিজ্ঞতা নিয়া শুনিতেছিল।

সমুদ্রের জলের উচ্ছ্বাস আসিয়া জাহাজের গায়ে লাগিতেছিল আর জাহাজটি মাঝে মাঝে একটু দুলিয়া উঠিতেছিল। এই নূতন অনুভূতিটুকু মোহিতের কাছে কিন্তু খুবই প্রীতিকর বলিয়া মনে হইতেছিল—শীকর-কণার শীতল স্পর্শ তাহাকে তাহার মায়ের স্নেহস্পর্শের কথাই মনে করাইয়া দিতেছিল।

মায়ের কথা মনের কোণে আসিয়া উঠিতেই তাহার চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়া চোখ মুছিল। যোশী একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কী হ'ল?

নিজের ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় একটু লজ্জিত হইয়া মোহিত জবাব দিল, কিছু নয়।....হঠাৎ কি জানি কেন চোখ দিয়ে জল এসে পড়ল।

যোশী সহানুভূতিমাখা স্বরে বলিল, বাড়ীর কথা মনে হচ্ছে বুঝি?

ছুরী দিয়া টোষ্টের উপর মাখন মাখাইতে মাখাইতে মোহিত জবাব দিল, হ্যাঁ।

—তুমি বুঝি এর আগে বেশীদিন বাড়ীছাড়া হওনি'?

—না, বাড়ীতেই থেকে আমি পড়তুম কি না!

যোশী তাহার অন্যমনস্ক ভাবটা দূর করিয়া দিবার প্রয়াস করিয়া বলিল, অর্কেষ্ট্রায় কি বাজাচ্ছে জানো?

—না....আমি ত এর আগে ইংরেজী গান বিশেষ শুনিনি'....

—ওরা Blue Danube বাজাচ্ছে।....শোন, কী সুন্দর ওর সঙ্গীত-

ঝঙ্কার....সুরের মূর্চ্ছনার মধ্যে যেন ড্যানিয়ুব্-এর নীল জলের স্বচ্ছ প্রবাহ ভেসে আস্‌ছে!

মোহিত মন দিয়া সঙ্গীতের মাধুর্য্য উপভোগ করিবার চেষ্টা করিল। ভায়োলিনের মধুর তালে তালে ড্যানিয়ুব্এর চঞ্চল অথচ নির্ম্মল স্রোতের কল্লোল যেন জীবন্ত হইয়া উঠিতেছিল। যদিও তাহার অনভ্যস্ত কানে সঙ্গীতের সব পদগুলো ঠিক ফুটিয়া উঠিতেছিল না তবু তাহার মাদকতা তাহার মনকে আবিষ্ট করিয়া তুলিতেছিল। আর তাহার মনে আসিতেছিল বাংলা একটা গানের সুর—যেন কেহ "গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ" বাজাইতেছে....

চায়ের পেয়ালা শেষ করিতে করিতে যোশী বলিল, তুমি আমার উপর রাগ করো নি' ত, মোহিত?

মোহিত বিস্ময়পূর্ণ চোখে প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, না—রাগ কর্‌ব কেন?

যোশী বলিল, একটু আগেই তুমি বিলেতের গল্প শুন্‌তে চেয়েছিলে, আমি তার কিছুই বলিনি' ব'লে!

মোহিত যোশীর কথার আন্তরিকতায় আর্দ্র হইয়া বলিল, কী ছেলে-মানুষ তুমি, যোশী....এর জন্য আমি রাগ কর্‌তে যাব কেন? তুমি ঠিকই বলেছ হয়ত, আমার কল্পনাকে বাস্তবের নগ্নতা দিয়ে এত শীগ্‌গীরই ভেঙে দিতে চাওনি'....সে ত' তোমার সহানুভূতির পরিচায়ক, বন্ধু...

যোশী হাসিয়া বলিল, ঠিক সহানুভূতির ভাব থেকে যে আমি তোমাকে বল্‌তে চাইনি' তা' নয়। চোখের সাম্‌নে ওদেশের কতকগুলো জিনিষ দেখে আমার শ্রদ্ধা অনেকখানি কমে গিয়েছে ব'লেই আমি সে সব আঙুল দিয়ে তোমাকে দেখাতে চাইনি'। কল্পনার চোখে যদি

তুমি দেখ তাহ'লে যা' সাধারণ তা'ও সুন্দর এবং মধুর ঠেক্‌বে…শুধু শুধু এই কল্পনার অনুভূতিকে নষ্ট ক'রে ত লাভ নেই!

মোহিত হাসিয়া বলিল, একেই ত সাধুভাষায় বলে, সহানুভূতি….

যোশী আন্‌মনাভাবে বলিল, হ'বে…

তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। সমুদ্রের দোলানি অল্প অল্প আরম্ভ হইয়াছে, দুইটি ছোট ছেলে রেলিংএর কাছে দাঁড়াইয়া অস্বস্তি-সূচক মুখভঙ্গী করিতেছিল, আর একটি মহিলা, হয়ত বা তাহাদের মা হইবেন, কাছে রুমাল নিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়াও বেশ বোঝা যাইতেছিল ·যে অনতিকালবিলম্বে তিনিও আক্রান্ত হইয়া পড়িবেন।

যোশী এই দৃশ্য হইতে চোখ এড়াইয়া নিয়া মোহিতকে বলিল, এখানকার বাতাসটা বড্ড বদ্ধ হ'য়ে গেছে যেন। চলো, ফার্ষ্টক্লাশের ডেকে একটু বেড়িয়ে আসি।

মোহিত একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিল, আমাদের কোনরকম প্রশ্ন করবে না ত?

হাসিয়া যোশী বলিল, পাগল নাকি!…আমরা ত' আর সেখানে আস্তানা গাড়্‌তে যাচ্ছি না—সেখানে যাচ্ছি শুধু দু'একজন বন্ধু-বান্ধবের খোঁজ কর্‌তে।

—তোমার জানাশুনো কেউ আছে নাকি?

—ঠিক জানিনে, তবে শ' দুই যাত্রীর মধ্যে কি দু'একজন মিল্‌বে না?….না হয় যেচে ভাব ক'রে নেব…

মোহিত শ্রদ্ধার সহিত যোশীর দিকে তাকাইল। তাহার

সাহসিকতা, তাহার খোলাখুলি উক্তির কাছে তাহার মনের নমস্কার জানাইল।

এদিক ওদিক ঘুরিয়া মোহিত আর যোশী ফার্ষ্টক্লাশের প্রশস্ত ডেকের উপর যাইয়া হাজির হইল। ডেকের উপর সবাই হয় শুইয়া আছে, নয় পায়চারী করিতেছে। স্বাস্থ্যকামীর দল একটি সন্ধ্যাও কামাই করিতে রাজী নয়, তাহারা খাকী শর্টস্ এবং মোজা পরিয়া বীরবিক্রমে ডেকের উপর পরিক্রমণ করিতেছে; কাহারও মুখে পাইপ, কাহারও হাতে বেতের ছড়ি।

যোশী একটু হাসিয়া বলিল, এই যে সব বীরপুরুষদের দেখ্‌ছ এরাই জাহাজের সজীবতা বজায় রাখে! এদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আর নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখ্‌লে মনে হয় নেপোলিয়নও বোধ হয় এদের কাছে হাঁটু গেড়ে নিজের অক্ষমতা এবং দৈন্য জানাতেন!

মোহিত একটু হাসিল।

যোশী বলিল, ঐ যে বিস্‌মার্কের মত শাদা গোঁফওয়ালা বুড়োটাকে দেখ্‌ছ ও বোধ হয় একটা কর্ণেল গোছের কিছু হবে। আমি শপথ ক'রে বল্‌তে পারি বুড়ো অন্ততঃ একশ'টিবার জাহাজের এমাথা থেকে ওমাথা পর্য্যন্ত পায়চারী কর্‌তে না পার্‌লে শান্তি পাবে না....তার এই পাদচারণের সমাপ্তি হ'বে দু'পেগ হুইস্কী এবং সোডায়!

মদের নামঁ উল্লেখ হইতেই মোহিত ভয়ানক বিতৃষ্ণায় বলিয়া উঠিল, এরা কি সবাই মদের পিপে?

যোশী হাসিয়া বলিল, এই সব ভবঘুরে সৈনিকদলই হচ্ছে এ বিষয়ে সব চেয়ে বড় ওস্তাদ্! কিন্তু এদের বাদ দিলেও তুমি এমন

আর একটি লোক বার কর্‌তে পার্‌বে না যিনি এই স্বচ্ছ তরল পদার্থটির মধুতে আসক্ত নন্!

মোহিত একটু তীব্রস্বরে বলিল, অথচ এরাই আবার সভ্যতার শ্রেষ্ঠতার দাবী করে!

যোশী মোহিতের এই রাগে একটু আমোদ বোধ করিয়া বলিল, এতে সভ্যতার আদর্শের কী ক্ষতি হ'ল মোহিত?....তুমি যেটাকে এত বিতৃষ্ণার চোখে দেখ্‌ছ সেটা যে এদের কাছে নিতান্ত সাধারণ একটা পানীয়!....এদের মাপকাঠি দিয়ে এদের বিচার ক'রো।

তবু প্রতিবাদের সুরে মোহিত বলিল, কিন্তু সত্যের একটা মাপকাঠি আছে ত! মদ খাওয়াটাকে আমি মোটেই কোন নীতিসম্মত ব'লে মান্‌তে পারি না!

যোশী ইহার জবাব অনায়াসেই দিতে পারিত, কিন্তু মোহিতের উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া একটা রূঢ় আঘাত দিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না।

মোহিত পাদচারিণী একটি মেয়ের দিকে তাকাইয়া বলিল, আর ওদের মেয়েদের এই পোষাকটা আমার মোটেই বরদাস্ত হয় না... এর মধ্যে না আছে শ্রী, না আছে হ্রী; এ যেন একটা বিরাট্ নগ্নতাকে জোর ক'রে গর্ব্বভরে লোকের চোখের সাম্‌নে তুলে দেওয়া হচ্ছে!

এবার যোশী প্রতিবাদ করিল, বলিল, তোমার এই অতিশয়োক্তি আমি মোটেই মান্‌তে রাজী নই, মোহিত। তোমার নতুন চোখে অনভ্যস্ত জিনিষটা হয়তো একটু দৃষ্টিকটু দেখাতে পারে, কিন্তু তাই বলে এদের পোষাককে শ্রী বা হ্রীহীন বল্‌তে আমি রাজী নই। এদের সাধারণ মেয়েরা বেশভূষার মধ্যে সৌন্দর্য্যের যে চর্চ্চা কর্‌তে জানে আমাদের সংস্কারভরা গরীব দেশে অনেক বড় বড় লোকেরাও তা' জানে না!

মোহিত একটুও না হঠিয়া বলিল, কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের শাড়ীর মত সুন্দর ও কোমল আর কিছু আছে কি যোশী ?

যোশী বলিল, এরকম তুলনামূলক সমালোচনা বড্ড অন্যায়, মোহিত। আমাদের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের মধ্যে শাড়ীটি মেয়েদের অঙ্গে যেমন মানায় এদের জীবনযাত্রার মধ্যে এদের স্কার্ট, ফ্রক বা গাউন্‌ও তেম্‌নি মানায়....

মোহিত ইহার কোন জবাব দিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া দুইজনে সমুদ্রের উপর সূর্য্যাস্তের শোভা দেখিতেছিল। যেন লাল একটা অগ্নিগোলক ধীরে ধীরে সমুদ্রের শীতল জলের স্পর্শ পাইবার লোভে তাহার মধ্যে মিশিয়া গেল, আর তাহার চারিদিকে মেঘের কোলে পথটা আবীর-রাঙা হইয়া উঠিল।

মুগ্ধনেত্রে মোহিত এই অপূর্ব্ব দৃশ্যটি দেখিতেছিল, হঠাৎ কানের কাছে একটি সম্বোধনের স্বরে সে স্বপ্নোত্থিতের মত ফিরিয়া তাকাইল।

—হ্যাল্লো, যোশী....

দেখিল, চাঁপা রঙংএর ফ্রক পরিহিত সুন্দরী একটি মেয়ে যোশীর দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়াছে....মুখে তাহার মৃদু হাসি।

যোশী আচম্‌কা এই সম্ভাষণে একটুখানি বিস্মিত হইয়া ঘুরিয়া তাকাইল। তাহার পর পরিচিত স্বরে হাসিমুখে বলিল, হ্যাল্লো, মিস্ রজার্স....তুমিও কি অবশেষে এই জাহাজে চলেছ ?

হাসিয়া মিস্ রজার্স জবাব দিল, তাই ত দেখ্‌ছি....এখন জাহাজ না ডুবলেই বাঁচি।

যোশী উচ্চহাসির কল্লোলে ফোর্-ডেক্‌টা মুখরিত করিয়া বলিল, তাহ'লে এমি জন্‌সনের মত উড়ে পালালে না কেন?

তেমনই হাসিমুখে মিস্ রজার্স জবাব দিল, পাখাও ত' ভেঙ্গে যেতে পার্‌ত!

যোশী তখন মোহিতকে ডাকিয়া মিস্ রজার্সএর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। বলিল, এটি আমার কয়েক ঘণ্টার বন্ধু, মিস্ রজার্স, কাজেই লম্বা সার্টিফিকেট দিতে ভরসা হচ্ছে না....তবে ইনি এখনও বিদেশের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা, একটা তীব্রতার ভাব কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেন নি।

মোহিত যোশীর এই গায়েপড়া গোছের বক্তৃতায় বিরক্তি বোধ করিতেছিল। সে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

মিস্ রজার্স অভিবাদনসূচক একটা ভঙ্গী করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বুঝি এই প্রথম দেশছাড়া?

মোহিত সংক্ষেপে জবাব দিল, হ্যাঁ।....কী-জানি-কেন মিস্ রজার্স এবং যোশীর উচ্চহাসি আর কৌতুক বিনিময় তাহার চোখে কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকিতেছিল।

মেয়েটি নাছোড়বান্দা। আবার প্রশ্ন করিল, আপনার নিশ্চয়ই ভয়ানক মন খারাপ লাগ্‌ছে, নয় কি?

মোহিত অনন্যোপায় হইয়া উত্তর দিল, একটু-আধটু লাগ্‌ছে বৈকি।

সহানুভূতির সুরে মিস্ রজার্স বলিল, দুদিন ওরকম লাগ্‌বে, তারপর সেরে যাবে!....তা' ছাড়া সমুদ্রের হাওয়ার গুণ যাবে কোথায়?

মোহিত ইহার কোন জবাব দিল না।

যোশী চুপ করিয়া ইহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল। সে প্রতিবাদের সুরে বলিল, আমার সরল বন্ধুটির কাছে সমুদ্রের হাওয়ার

গুণব্যাখ্যান কর্‌তে হ'বে না এখন! তোমরা মেয়েরা হচ্ছ অগ্নিশিখার প্রতীক, নতুন কাউকে দেখ্‌লেই তোমাদের স্বভাবগত বৃত্তিগুলো জেগে ওঠে, তাকে তোমাদের আবেষ্টনীর মধ্যে টেনে আন্‌তে না পার্‌লে তোমাদের তৃপ্তি হয় না।

মিস্ রজার্স বলিল, এ তোমার বড্ড অন্যায়, যোশী। আমাদের স্বভাবগত বৃত্তিগুলো খুবই সহজ এবং ঋজু। তোমরা পুরুষেরাই সব জিনিষের একটা বঙ্কিম ব্যাখ্যা ক'রে প্রমাণ করতে চাও যে তোমরা যা করো তার পেছনে থাকে একটা মহানুভবতা, একটা গভীর অনুবেদনা। কিন্তু ওরকম কৃত্রিমতার মুখোস পরে তা নিয়ে দাঢ্য প্রকাশ করতে আমাদের সুরুচিতে বাধে।

মোহিত একমনে ইহাদের আলোচনা শুনিতেছিল। মিস রজার্স'এর হাস্যচপল লীলাভঙ্গী তাহার কাছে প্রীতিকর না ঠেকিলেও তাহার কথাগুলি শুনিয়া তাহার মন বেশ একটু আকৃষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এইসব মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা তাহার জুরিসডিক্‌শনের বাহিরে, কাজেই নীরব শ্রোতা হইয়াই সে আনন্দ পাইতেছিল বেশী।

যোশী মিস্ রজার্স এর শ্লেষসূচক সুরে একটু অস্বস্তি বোধ করিয়া বলিল, কিন্তু তোমার এরকম একতরফা বিচার কি উচিত হচ্ছে মিস রজার্স?

মিস্ রজার্স হাসিয়া জবাব দিল, একতরফা বিচার নয় যোশী, আমাদের সমর্থনে একটুখানি ওকালতী করছি মাত্র। তোমাদের কৃত্রিমতার ব্যতিক্রম যে দেখতে পাওয়া যায় না এমন কথা বল্‌ছি না। তবে ব্যতিক্রম আছে ব'লেই জোরগলায় বল্‌তে পারি তোমরা সর্ব্বদা মহানুভব নও।

যোশী চুপ করিয়া রহিল।

মিস্ রজার্স এবার মোহিতের মৌনতা ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিল, আপনি নিশ্চয়ই এসব তর্ক শুনে মনে মনে হাস্‌ছেন, না ?

মোহিত ইহার কী জবাব দিবে বুঝিতে পারিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে লজ্জাবিনম্রস্বরে বলিল, আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম, তাই এসব মনস্তত্ত্বের সমস্যা সমাধান করবার আস্পর্দ্ধা আমার মনের কোণে স্থানই পায় না।

মুখে সুন্দর একটি হাসি ফুটাইয়া মিস্ রজার্স বলিল, আপনি দেখছি ভয়ানক সীরিয়স লোক ! আমরাই বা কী আর জানি ? শুধু তর্কের খাতিরে, গল্প করবার অজুহাতে আর সময় কাটাবার অছিলায় এসব দার্শনিক আলোচনা পেড়ে বসি, নয় কি যোশী ?

যোশী সায় দিয়া বলিল, সত্যি। তাহারপর মোহিতের দিকে তাকাইয়া বলিল, ওদেশে গিয়ে তুমি দেখবে, মোহিত, কলেজের কমনরূমটা হচ্ছে এ সব গভীর দার্শনিক আলোচনার একটা প্রকাণ্ড আড্ডা। ছেলেমেয়েরা যে কী গভীর উৎসাহ নিয়ে নব্য জার্ম্মাণীর সমস্যা বা রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিক প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করতে থাকে তা দেখে তুমি সত্যি অবাক হ'য়ে যাবে—তোমার মনে হবে যেন সমস্ত জার্ম্মাণী বা রাশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কমনরূমের ঐ গবেষণাটুকুর ফলাফলের ওপর।

মিস্ রজার্স তাহার হাতের ঘড়িটার দিকে একবার তাকাইল, তাহার পর বলিল, আমায় এখন নড়তে হচ্ছে....সময়মত পোষাক পরে যদি তৈরী না হই তা হ'লে অভিভাবিকাটীর কান্নার সুরে আমি পাগল হ'য়ে যাব !

যোশী বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, তুমি আবার অভিভাবিকার সাথে এসেছ নাকি ? অবাক করলে যা হোক !

লজ্জিত হইয়া মিস রজার্স বলিল, আমার স্বাধীন ইচ্ছামত কাজ করবার অনুমতি এখনও পাইনি, তাই এসব অত্যাচার সহ্য করতেই হয়। আমার বাবা তোমাদের দেশের উপর কী হাড়ে হাড়ে চটা তা তো জান না। ভাবেন, তোমরা সবাই বঝি জংলী দেশের মানুষ, তাই আমাকে একা ছেড়ে দিয়ে তিনি মনের স্বস্তি হারিয়ে বসেন!

মোহিত মিস রজার্সএর এই কথায় ভয়ানক ভাবে রুষ্ট হইয়া বলিল, আপনি তাহ'লে আমাদের মত জংলীদের সাথে কথাবার্ত্তা ব'লে আপনার অপমানের বোঝা না বাড়ালেই পারেন।

মিস রজার্স আহতস্বরে বলিল, আপনাদের সৌজন্য আর উদারতার মর্য্যাদা যদি আমি না বুঝতাম তা হলে কি যেচে আপনাদের সাথে আলাপ করবার জন্য এত উন্মুখ হতাম মিঃ সেন?

বলিয়া আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ক্ষুদ্র একটি অভিবাদন করিয়া সে দ্রুতগতিতে প্রস্থান করিল।

যোশী তাহার গতিশীল মূর্ত্তিটির দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, তুমি মিস রজার্সকে ভয়ানক চটিয়ে দিলে, মোহিত।

তাচ্ছিল্যপূর্ণ কণ্ঠে মোহিত জবাব দিল, বেশ করেছি। ওরকম দেমাকভরা কথা আমার মোটেই সহ্য হয় না।

তাহারপর যোশীর উপর যেন প্রতিশোধ নিবার উদ্দেশ্যেই একটু তীব্রস্বরে বলিল, তুমি ওদেশের আদবকায়দা ভাল ভাবে জান, যোশী, ওদের মিষ্টি হাসি, লীলায়িত ভঙ্গী আর মিহি সুর তোমার কাছে উর্ব্বশীতিলোত্তমাসম্ভব ব'লে মনে হতে পারে, কিন্তু আমার চোখে ওদের হাসির পেছনে লুকানো অহমিকার ছবিটাই ফুটে ওঠে স্পষ্টভাবে।

যোশী একটু হাসিয়া মোহিতের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, তুমি আজ যে মন্তব্য প্রকাশ করলে, মোহিত, এর জন্যে দুদিন পরে নিজেই

অনুতাপ বোধ করবে, কাজেই এসম্বন্ধে বেশী আর কিছু বলব না। তবে এটুকু বলতেই হবে যে তুমি মিস রজার্সকে মোটেই চেননি। যেদিন চিনতে পারবে সেদিন দেখবে ওর মিষ্টি হাসি লীলায়িত ভঙ্গী আর মিহি সুরের পেছনে শুধু অহমিকাই লুকিয়ে নেই, তার পেছনে একটা সরল উদার মনও উঁকিঝুঁকি মারছে।

মোহিত ইহার কোন জবাব দিল না, শুধু অবিশ্বাসের হাসি হাসিল।

তখন বেশ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। যোশী আর মোহিত ডিনারের জন্য তৈরী হইবার উদ্দেশ্যে তাহাদের নিজেদের ক্যাবিন অভিমুখে যাত্রা করিল।

সারাটি দিন মোহিত তাহার ঘরের ভিতর যায় নাই। যোশীর সঙ্গে পরিচয় হইবার পর আজ তাহার সময়টা যে কখন কী ভাবে কাটিয়া গিয়াছে সে টেরই পায় নাই। জাহাজের দোলানির সঙ্গে নিজের দেহটার ভারসাম্য রক্ষা করিতে করিতে সে অপ্রশস্ত করিডর্ দিয়া যখন নিজের কামরায় ঢুকিল তখন সেখানকার বদ্ধ হাওয়ায় তাহার মেজাজের তীব্রতা আরও বাড়িয়া উঠিল।

ঘরে ঢুকিয়া সুইচটা জ্বালাইতেই দেখিল তাহার সহযাত্রী একটি মাদ্রাজী ভদ্রলোক নীচের বার্থ্এ শুইয়া আছে।

আলোটা চোখে পড়ায় সে একটু পাশ ফিরিয়া তাকাইয়া বলিল, গুড্ ঈভনিং....

মোহিত বলিল, গুড্ ঈভনিং—আপনি কী ভয়ানক কাতর বোধ করছেন ?

ছেলেটী—তাহার নাম চিদম্বরম্—একটুখানি মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, আর বলবেন না, যাত্রার সুরুতেই যা আরম্ভ হ'ল তাতে আর ভরসা হচ্ছে না।

মোহিত তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া আর্দ্রস্বরে বলিল, এ কালই সেরে যাবে আপনার। যা কিছু দুর্ভোগ আছে আগে শেষ হ'য়ে গেলেই ত ভালো!....তারপর দিব্যি চাঙা হ'য়ে বসে সমুদ্রের হাওয়া খেতে পাবেন।

কাতরভাবে চিদম্বরম্ বলিল, দুর্ভোগের শেষ হওয়া পর্য্যন্ত উপভোগের ক্ষমতাটুকু বেঁচে থাকলেই নিয়তিকে ধন্যবাদ দেব....

মোহিত একটু হাসিয়া তাহার চুল কয়টা ঠিক করিয়া নিল, তাহার পর চিদম্বরম্‌কে আর একবার গোটাকয়েক সান্ত্বনাসূচক কথা বলিয়া সুইচ্‌টা টিপিয়া বাহির হইয়া গেল।

*

*   *

ভোরবেলা মোহিতের যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখনও ভালভাবে ফর্সা হয় নাই। পোর্টহোল্‌টা খোলা ছিল, আর তাহার ভিতর দিয়া সমুদ্রের ফেনিল জলোচ্ছ্বাস চঞ্চল কিশোরীর মত ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহার ছোট দুইটি হাতে কিছুতেই যেন নাগাল পাইতেছিল না। মোহিত বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া পোর্টহোল্‌টার মধ্য দিয়া সমুদ্রের জলটা একবার দেখিবার চেষ্টা করিল।

তাহার চোখ তখনও ঘুমে ভারাক্রান্ত। খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে তাহার চোখ যখন আবার ঘুমের আবেশে মুদিয়া আসিল তখন সে বালিশটা টানিয়া নিয়া শুইয়া পড়িল।

ঘুম যখন ভাঙ্গিল তখন অনেকখানি বেলা হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যোদয় দেখিবার তাহার ইচ্ছা ছিল তীক্ষ্ণ, সেটা নিজের অলসতার জন্য মাটি হইয়া গেল! সে কোন ক্রমেই নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া সিঁড়ি বাহিয়া সে মেঝেতে নামিল।

চিদম্বরম্ তখন অঘোরে ঘুমাইতেছে—তাহার মুখে শ্রান্তির রেখা। মোহিত কোন-রকমে ড্রেসিংগাউনটা গায়ের উপর চাপাইয়া দিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে চলিয়া গেল।

পিছনের ডেকে তখন লোকের ভীড় কমিয়া গিয়াছে। সূর্য্যের নীলিমা কখন আকাশে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার কিরণের প্রখরতা ক্রমশঃ

বাড়িয়াই চলিয়াছে !....ছোট ছোট দলে যাত্রীরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিল।

যোশী ছায়ার নীচে এক কোণে দাঁড়াইয়াছিল। মোহিতকে উঠিয়া আসিতে দেখিয়া বলিল, এতক্ষণে বুঝি তোমার স্বর্য্যোদয় দেখবার সময় হ'লো!

মোহিত লজ্জিতভাবে বলিল, আমি উঠেছিলাম অনেক আগেই, আবার হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরবেলার ঘুমটা এত মিষ্টি লাগে!

যোশী বলিল, একটা জিনিষ দেখ্‌তে পেলে না কিন্তু!

—কী?

—মিস্‌ রজার্স তার আধ ঘুমন্ত চোখ আর ঝাঁকৃড়া ঝাঁকৃড়া এলো চুল নিয়ে স্বর্য্যোদয় দেখ্‌তে এখানে এসেছিল, ভারী চমৎকার দেখাচ্ছিল তাকে!

মোহিত একটা বিরক্তিস্থচক মুখভঙ্গী করিল।

যোশী তাহা উপেক্ষা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, শুধু তাই নয়, তোমার খোঁজ কর্‌ছিল!

মোহিত বিশ্বাস না করিয়া বলিল, কেন?

—কেন আমি কী ক'রে বল্‌ব? মেয়েদের অন্তরের রহস্য বোঝ্‌বার মত ক্ষমতা ত' আমার নেই!....কালকে এমন খোঁচা দিলে তুমি, অথচ আজ ভোরবেলা প্রথম প্রশ্নটি আমাকে "তোমার সেই বন্ধুটি কোথায়?"

মোহিত এবার হাসিয়া বলিল, তোমার মন বড্ড খারাপ, যোশী, সাধারণ ভদ্রতাস্থচক একটা প্রশ্নের মধ্যে তুমি গভীর অর্থ খুঁজবার চেষ্টা কর্‌ছ!

কাঁধটা বিচিত্রভঙ্গীতে নাড়াইয়া যোশী জবাব দিল, গভীর অর্থ খুঁজ্‌বার

চেষ্টা কর্‌তুম না যদি তার পরই দ্বিতীয় প্রশ্নটি না হ'ত, "উনি কি আমার উপর ভয়ানক রাগ করেছেন ?"

মোহিত একটু কুপিত হইয়া বলিল, তাঁকে বলো তিনি এমন কিছু রাশভারি লোক নন্ যে তাঁকে নিয়ে সারাদিন আমার মাথাব্যথা হ'বে !

যোশী মোহিতের কথায় আশ্চর্য্যান্বিত ও রুষ্ট হইয়া বলিল, ও রকম বর্ব্বরের মত ব্যবহার কর্‌লে তুমি নিশ্চয়ই পরে অনুতপ্ত বোধ কর্‌বে মোহিত !

এবার শান্ত হইয়া মোহিত জবাব দিল, কিন্তু আমাকে নিয়ে এরকম মাথাব্যথা কেন তাঁর ?

—কেন তা' যদি জান্‌তে পার্‌তুম তা হ'লে কি এম্‌নি অলসভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌তুম ? তা হ'লে এতক্ষণে যবনিকা ভেদ ক'রে নেপথ্যের দৃশ্যটিকে সম্মুখে টেনে নিয়ে আস্‌তুম !

যোশীর রূপকভরা কথা শুনিয়া মোহিত আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। বলিল, বিলেত প্রবাসের ফলে বুঝি তোমার কল্পনাশক্তি এমন অদ্ভুতভাবে বেড়ে উঠেছে ?

তাহার কল্পনাশক্তি বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে সেটা সে যেন নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না, এই প্রকার একটা ভঙ্গীতে মাথাটি আন্দোলন করিয়া যোশী জবাব দিল, এ ত কল্পনাশক্তির খেয়াল নয়, মোহিত, এ যে ভয়ানক সত্য কথা !....হেসো না মোহিত, আমার ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে যে মিস্ রজার্স তোমাকে একটুখানি পছন্দ কর্‌তে আরম্ভ করেছেন। অবশ্য, এর মধ্যে বিস্মিত হবার কিছুই নেই !

মোহিত যোশীর মুখের গম্ভীরতা হাসির এক ঝলকে উড়াইয়া দিয়া বলিল, তোমার এই গবেষণার জন্য তোমাকে নোবেল প্রাইজ্ আমি দিতুম যোশী, কিন্তু আপাততঃ খিদেয় নাড়ী চুইয়ে যাচ্ছে, কাজেই আমি

প্রস্তাব করছি এখন বাস্তব জগতে ফিরে এসে ব্রেক্‌ফাষ্ট্‌ খাবার বন্দোবস্ত করা যাক্‌।

ব্রেক্‌ফাষ্ট্‌ সারিয়া মোহিত আর যোশী যখন আবার ডেকের উপর আসিল তখন হাট বসিয়া গিয়াছে। সমুদ্র অনেকখানি শান্ত হইয়া আসিয়াছে—দোলানিটা নাড়ীভূঁড়িকে কোন রকম পীড়া না দিয়া ঘুমপাড়ানি গান গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

চিদম্বরম্‌ উঠিয়া বসিয়াছিল। মোহিত আসিতেই সে হাত নাড়িয়া তাহাকে ডাকিল। মোহিত যোশীর নিকট বিদায় নিয়া চিদম্বরম্‌-এর কাছে অগ্রসর হইয়া আসিল।

চিদম্বরম্‌ তাহাকে পাশের ডেক্‌চেয়ারটায় বসিতে বলিয়া তাহার কানের কাছে মুখটা নিয়া আসিয়া খুব চুপি চুপি বলিল, আপনার সাহায্য নিতান্ত দরকার মিঃ সেন, একটু আগে একজন স্প্যানিয়ার্ড পাদ্রি ভয়ানকভাবে তর্ক আরম্ভ করেছিলেন খৃষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য নিয়ে। এই মাত্র নীচে তাঁর ক্যাবিনে চলে গেছেন কী একটা বই আন্‌তে...আমি ত' ওঁর সাথে এঁটে উঠতে পারছি না....আপনি বসুন এখানে, এলেন ব'লে!

মোহিত ত' এই চায়! সে ভয়ানক উৎসাহের সুরে বলিল, ওর ধর্ম্মান্ধতা যদি খানিকটা ঘোচাতে পারি তা হ'লে আমি ভয়ানক আনন্দ-লাভ কর্‌ব, মিঃ চিদম্বরম্‌।

ততক্ষণে তাঁহার আভূমি বেশভূষা লুটাইতে লুটাইতে ফাদার মাদারিয়াগা একখানা বই হাতে করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যেন মস্ত একটা জেহাদ্‌এ নামিতেছেন এমন সুরে হাতের বইখানা চিদম্বরম্‌-এর চোখের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, এই দেখুন....

চিদম্বরম্ নিতান্ত অসহায় শিশুর মত মোহিতের দিকে তাকাইল। মোহিত বলিল, আমি দেখ্‌তে পারি কি ?

চশমার ফাঁক দিয়া মোহিতের দিকে একটিবার তাকাইয়া অবজ্ঞার সুরে ফাদার জবাব দিলেন, সমস্ত পৃথিবীর সাম্‌নে আমি এই সত্য প্রচার কর্‌তে পারি জোর গলায়....

মোহিত হাসিয়া বলিল, আমি সেই পৃথিবীরই এক কোণে আছি ব'লে আমার ধারণা !

বইটা হইতেছে এক পাদ্রীর লেখা, তাহার প্রথম সংস্করণ হইবে অন্ততঃ কুড়ি বৎসর আগে। বইখানার কাট্‌তি এমন যে তাহার পর প্রত্যেক এক বছর দুই বছর অন্তর নূতন মুদ্রণ হইয়াছে, এবং সংশোধন বা পরিবর্ত্তন না করাতেও তাহার পাঠকপাঠিকার সংখ্যা কমে নাই।

মোহিত ফাদারের নির্দ্দিষ্ট পৃষ্ঠাটার উপর একবার চোখ বুলাইয়া উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করিল, দেখ্‌লাম....এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে কী ?

জোর গলায় ফাদার মাদারিয়াগা বলিলেন, প্রমাণ হচ্ছে এই যে তোমাদের দেশে যে এম্‌নি ধারা বাল্যবিবাহ আর শিশুমৃত্যু চল্‌ছে তার মূলে হচ্ছে তোমাদের ধর্ম্মনীতির অন্ধতা। তোমরা একটা স্থবির নীতিহীন—শুধু নীতিহীন কেন, দুর্নীতিপ্রশ্রয়ক—সংস্কৃতির মধ্যে ডুবে আছে বলেই আজ তোমাদের এমন দুর্দ্দশা !

ব্যঙ্গপূর্ণ সুরে মোহিত প্রশ্ন করিল, তা হ'লে আপনি কি বল্‌তে চান যে আমাদের এই দুর্নীতিপ্রশ্রয়ক ধর্ম্মটা ছেড়ে দিয়ে আপনাদের সুনীতি এবং সুরুচিসম্পন্ন ধর্ম্মটা মেনে নিলেই আমাদের সব দুঃখ-দারিদ্র্যের অবসান হবে ?

জোর গলায় ফাদার বলিলেন, নিশ্চয়ই হবে ! তবে এর মধ্যেও একটা "কিন্তু" আছে....শুধু খৃষ্টধর্ম্ম বল্‌লে ভুল করা হবে, হ'তে হবে

রোম্যান্ ক্যাথলিক্, যার প্রাচীনতা এবং সত্যতায় আজ পর্য্যন্ত কেউ সন্দেহ করেনি' এবং যার প্রতীক হয়ে রয়েছেন আমাদের পোপ্.... তোমাদের দেশে খৃষ্টধর্ম্মের আলোক যে ভালোভাবে পৌঁছয় নি' তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে রোম্যান্ ক্যাথলিক্ প্রীচাররা উপযুক্ত সাহায্য বা সুবিধা পান্নি' সেখানে। নইলে আজ পোপের সিংহাসন অধিষ্ঠিত হ'ত দিল্লীতে !

মোহিত ইতিহাসের ছাত্র, সে শ্লেষের সহিত বলিল, Inquisitionটা হিন্দুস্থানে খাটাতে না পেরে বুঝি মনে আফ্‌শোষ হচ্ছে ?

ছেলেটির তরলতায় রুষ্ট হইয়া ফাদার বলিলেন, যাদের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব তাদের কাছে সত্য প্রচার করাটা বাতুলতা মাত্র !

মোহিত তেমন সুরেই জবাব দিল, আপনি বুঝি শুধু বিশ্বাসীদের নিয়েই একটা চার্চ্চ গড়ে তুলতে চান, ফাদার ?....সে মন্দ হবেনা কিন্তু !

ফাদার মাদারিয়াগা এবার চিদম্বরম্-এর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আমার আলোচনা হচ্ছিল তোমার সাথে, এর সাথে নয়....

পাছে আবার তাহাকে তর্কের গোলকধাঁধায় পড়িয়া বিব্রত হইতে হয় এই ভয়ে চিদম্বরম্ তাড়াতাড়ি বলিল, হ্যাঁ, কিন্তু এ আমার বহুদিনের পুরানো বন্ধু এবং এর চিন্তাধারা আর মতিগতি সব আমারই মত !....আমার শরীরটা তত ভালো নেই ব'লে এ আমাদের কথাবার্ত্তায় যোগ দিয়েছে।

গম্ভীরভাবে "অবিশ্বাসীদের সাথে আলোচনা যে করে সে মূর্খ" এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ফাদার মাদারিয়াগা সেখান হইতে উঠিয়া পড়িলেন।

চিদম্বরম্ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নেত্রে মোহিতের দিকে তাকাইয়া বলিল,

আপনি আজ আমাকে এই ধর্ম্মপাগলের হাত থেকে মুক্ত ক'রে যা' উপকার করলেন তা' আমি ভুলব না, মিঃ সেন....

মোহিত হাসিয়া জবাব দিল, আনন্দটা হ'ল আমার, মিঃ চিদম্বরম্, এবং তার সুযোগ ক'রে দিয়েছেন আপনি ..কাজেই ধন্যবাদ যদি কারও প্রাপ্য থাকে তাহ'লে সে আপনারই '

বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

যোশী তখন সেকেণ্ডক্লাশ ডেক্ হইতে চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গেল ?....বুঝি বা সে মিস্ রজার্স্‌এর সঙ্গে গল্প করিতে গিয়াছে। কী জানি কেন তাহার মনে হইতেছিল যোশীর হাসিখুসীভাব আর কৌতুকমিশ্রিত কথাবার্ত্তার পিছনে লুকাইয়া আছে আর একটি মানুষ —সেটা হইতেছে প্রেমিকের মানুষ! মিস্ রজার্সকে যে যোশীর ভালো লাগে এ বিষয়ে মোহিতের কোন সংশয়ই ছিল না।

ফার্ষ্টক্লাশ ডেকের বিশাল প্রসারতার মধ্যে আসিয়া সে দেখিল সেখানে ফাদার মাদারিয়াগা জাতীয় কোন উৎসাহী কাহারও ধর্ম্মপিপাসা উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতেছেন না। শিথিল অঙ্গ এলাইয়া দিয়া সকলে ঈজিচেয়ারে শুইয়া আছে—জাহাজের চাকার ঘর্ষণ আর জলের উচ্ছ্বাস এই দুই মিলিয়া অরুচিকর একটা সুরের সৃষ্টি করিতেছে।

মোহিতের উৎসুক চোখ দুইটী যোশীকে খুঁজিতেছিল। খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবে সে যাইতেছিল, এমন সময় একটি মেয়ের মৃদু হাসির দীপ্তি তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়ায় সে হঠাৎ সচেতন হইয়া উঠিল।

ঘাড়টা একটুখানি ফিরাইয়া দেখিল মিস্ রজার্স একটা ছবিওয়ালা ম্যাগাজিনের ফাঁকের মধ্য দিয়া অভিবাদনসূচক হাসি হাসিতেছে। তাহার

পাশে একটী বর্ষীয়সী ক্ষীণকায়া মহিলা বসিয়া গম্ভীর ভাবে পশমের কী একটা বুনিতেছেন।

মুহূর্ত্তের জন্য মোহিতের মুখচোখ রক্তাক্ত হইয়া উঠিল।....পরক্ষণেই সে কোন প্রকার শিষ্টাচার না করিয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গেল।

ঘুরিতে ঘুরিতে দেখে যোশী ফাষ্ট ক্লাশ স্পোর্ট্‌শ ডেকে দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতেছে। ক্রীড়াশীল ছেলেমেয়েদের হাসি আর কলরব মিশিয়া চাঞ্চল্যের একটা অদ্ভুত ঢেউ তুলিয়াছিল।

মোহিতকে দেখিয়া যোশী বলিল, ফাদারের সাথে ধর্ম্মালাপ শেষ হ'লো?

মোহিত হাসিয়া বলিল, আর ব'লো না ভাই, এদের ধর্ম্ম হচ্ছে ছাঁচেঢালা, তা নিয়ে আবার বাগাড়ম্বর কর্‌তে আসে।....আমার মন ত এদের উপর বিতৃষ্ণায় ভরে উঠ্‌ছে ধীরে ধীরে!

যোশী বলিল, ফাদারকে দিয়ে তুমি সমস্ত ইউরোপকে বিচার করতে যেয়ো না, মোহিত!...আমাদের দেশের পুরুতদের দিয়ে যদি আমাদের ধর্ম্মকে কেউ বিচার কর্‌তে চায়, তাহ'লে সেটা তুমি মান্‌বে কি?

মোহিত এবার যোশীর উক্তির সত্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। বলিল, আমি ইউরোপকে বিচার কর্‌ছি না যোশী....আমি শুধু ভাব্‌ছি যে এদের মত শিক্ষিত লোকও দেখ্‌তে পায় না যে যে-ধর্ম্ম সজীব মনের তত্ত্বের সাথে না মেলে তার দাম অকিঞ্চিৎকর, তা' কুশ্রী....

যোশী কথার ধারাটা উলটাইয়া নিয়া বলিল, মিস্ রজার্সকে দেখ্‌লে?

অপ্রসন্নস্বরে মোহিত জবাব দিল, দেখ্‌লুম। আমাকে দেখে তাঁর ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে ছোট্ট একটী হাসি হাস্‌লেন। ওজন করা

হাসির ফাঁক দিয়ে তাঁর ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলো ঝলক্‌ দিয়ে উঠ্‌ল, আমার মনে জাগ্‌ল সেই টুথ্‌পেষ্টএর বিজ্ঞাপনের ছবিটী !

মোহিতের পিঠে একটা চাপড় মারিয়া যোশী বলিল, তুমি কিন্তু ভয়ানক চপল হয়ে উঠ্‌ছ, মোহিত....ভদ্র মেয়েদের সম্বন্ধে এরকম যা' তা' মন্তব্য প্রকাশ করা কিন্তু তোমার মোটেই উচিত হচ্ছে না।

একটুও না দমিয়া মোহিত বলিল, ম্যাগাজিনের পাতার ফাঁক দিয়ে বুড়ি অভিভাবিকার চোখ এড়িয়ে ওরকম ফিক্‌ ক'রে একটি হাসি যদি আমায় বিজ্ঞাপনের ছবির কথা মনে করিয়ে দেয় তাহ'লে সে কি আমার মনের দোষ ?

যোশী এবার মোহিতকে বাধা দিয়া বলিল, যথেষ্ট হয়েছে....তোমার মনের যা ছবি আমি দেখ্‌ছি তাতে অবাক হয়ে যাচ্ছি। যাক্‌....সত্যি বল্‌ছি, মোহিত, মেয়েটী বড় ভালো—ওকে আমি ছয় সাত মাস ধরে দেখ্‌ছি ত।

—কোথায় ? লণ্ডনে ?

—হ্যাঁ, লণ্ডনে। ওর পূরো নাম হচ্ছে শীলা রজার্স....ভারী মিষ্টি নামটী, না ?

—হবে....

—তুমি ভয়ানক বেরসিক। জানো আমি নামটী দেখেই ওর প্রেমে পড়ে যাচ্ছিলুম আর কি !

—পড়লে না কেন ?

হাসিয়া যোশী জবাব দিল, ভালো ভাবে পড়্‌তে হ'লে দু'দিকেরই টান থাকা চাই যে—প্রেম হচ্ছে চুম্বকের মত আকর্ষণ বিকর্ষণের সাথী....

মোহিত যোশীর প্রেমের সংজ্ঞায় না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

বলিল, তোমার কথাটী ভয়ানক মূল্যবান, ভাই....মনের খাতায় শাদা কালীতে আমি নোট্ ক'রে রাখ্ছি।

তাহার উপহাসটা গায়ে না মাখিয়া যোশী বলিল, কিংস কলেজে ও পড়ে। আমার পাশেই বসেছিল। একটা কাগজে আমাদের সব নাম লিখ্তে হয়, ও লিখ্লে, তার পরেই আমার হাতে দিলে। আমি দেখ্লুম লেখা আছে, শীলা রজার্স। আমার নাম দস্তখত শেষ করেই মরিয়া হয়ে প্রশ্ন কর্লুম, তুমি কি হিন্দুস্থানে জন্মেছিলে?....অবাক্ হয়ে সে জবাব দিলে, না....। তারপর আস্তে আস্তে বল্লে, কিন্তু সে দেশটা দেখ্বার ইচ্ছে আমার খুবই আছে!....আমি ভাবলুম এটা বুঝি একটা ইঙ্গিত, ভয়ানক উৎফুল্ল হয়ে উঠ্লুম। তখন ত' প্রোফেসার এসে পড়্লেন, তাই আলাপ আর বেশী অগ্রসর হ'ল না।...ক্লাশ শেষ হবার পর শীলার পেছনে পেছনে ছুটলুম, চায়ে নেমন্তন্ন পর্য্যন্ত কর্লুম, কিন্তু কী ভয়ানক সংযম মেয়েটার! হাসি খুসী ঠাট্টাতে সে অনেক ফ্লার্টকেও হারিয়ে দিতে পারে, তবু শীলতার সীমারেখার বাইরে ওকে কিছুতেই আনা যায় না।

মোহিত যোশীর গল্পে একটুখানি আকৃষ্ট বোধ করিতেছিল, প্রশ্ন করিল, লণ্ডনে বুঝি শীলতার সীমারেখার বাইরে অনেকেই আস্তে রাজী হয় তা হ'লে?

—সেটা নির্ভর করে শীলতার সংজ্ঞার উপরে। আমাদের দেশের অভিধানে যাকে শীলতা বলে তা নিয়ে ত' ওদের বিচার করা চলে না! কিন্তু ওরা যাকে শীলতা বলে তার দামও কম নয়, মোহিত!....তার বাইরে যে কেউ আসে না এমন নয়, কিন্তু সে হচ্ছে ব্যতিক্রম।....কলেজে যারা আসে তারা ভদ্র, শিক্ষিত—তারা ভয়ানক ভাবে রহস্যপূর্ণ, ছেলেদের সাথে সেক্স নিয়ে কত তুমুল আলোচনা ক'রে চলেছে, কিন্তু তাদের মনের

মধ্যে কোন আলোড়ন বা চঞ্চলতার সৃষ্টি হচ্ছে কি না তা' বাইরে থেকে বুঝ্‌বার উপায়টি পর্য্যন্ত নেই !

—তুমি শীলাকে, মিস্ রজার্সকে, এই দলের মধ্যে ফেল্‌তে চাও ?

—হ্যাঁ, এবং এর খুবই উঁচু স্তরে। মিস্ রজার্সএর সাথে আমার কত গল্পগুজব হয়েছে, কিন্তু আমাকে তার প্রথম নামটি ধরে ডাক্‌বার সুযোগ একটিবারও দেয়নি। একদিন আমি এই নিয়ে বলেছিলুম, এত বড গালভরা "মিস্ রজার্স" বলার চেয়ে শুধু "শীলা" বললে লোকের কষ্টের লাঘব হবে। তাতে উত্তর পেয়েছিলুম, জগৎ শুদ্ধ লোকের কষ্টেব লাঘব কর্‌তে হ'লে যে আমি একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে যাব। অথচ আমার নামের আগে "মিঃ"টা পছন্দ করে না ব'লে "যোশী" এই ডাকটুকু আদায় ক'রে নিয়েছে !

মোহিত হাসিয়া বলিল, একতরফা ডিক্রী ত হ'তে পারে না, যোশী···· বাকীটাও আস্‌বে শাগ্‌গীরই !

দুঃখসূচক একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া যোশী বলিল, এ ত' আর দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ নয় যে যতই টান মার্‌বে ততই অফুরাণ হ'য়ে বেরিয়ে আস্‌বে।

উপমাটিতে ভয়ানক খুসী হইয়া মোহিত বলিল, নামটা দিয়েছ ভালোই····তা' তুমি বুঝি অর্জ্জুনের সাথে ডুয়েল লড়্‌তে চাও ?

—অর্জ্জুন থাক্‌লে ত লড়্‌ব !····এ পর্য্যন্ত কাউকে ও মন দিয়েছে বলে ত' আমার বিশ্বাস হয় না !····তোমার দিকে একটু ঝুঁক্‌ছে বলে মনে হচ্ছে, তুমি এবার হাত গুটিয়ে নাও, আমি তোমায় দু'চারটে মন্তর শিখিয়ে দিচ্ছি।

যেন ভয়ানক ভয় পাইয়াছে এমন সুরে মোহিত বলিল, দরকার নেই যোশী, তোমার সাথে ডুয়েল লড়্‌তে হলে আমার এই মাছভাত

থেকো শরীরটা চুরমার হয়ে যাবে একটি আঘাতেই ! তার চেয়ে বসে বসে সমুদ্রের শোভা দেখা অনেক ভালো।

যোশী বলিল, কিন্তু তুমি ভুল বুঝছ, মোহিত ! তোমাকে যদি মিস্ রজার্স বরণ করে নেয় তাহলে আমি একটুও ঈর্ষ্যান্বিত হব না, আমার বরং আনন্দ হ'বে এই দেখে যে আমারই একজন বন্ধু এই গর্ব্বিতা মেয়েটীকে মাটীতে লুটিয়েছে।

তাহারা কথা বলিতেছিল ইংরাজীতে। মিস্ রজার্সকে নিয়া আলোচনা করিতে দুইজনে যখন মশগুল তখন হঠাৎ কানের কাছে একটি মেয়েলি স্বর আসিয়া বাজিল, সুপ্রভাত, মিঃ সেন....

মোহিত চমকাইয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। যোশীও একটু লজ্জিত ভাবে তাকাইল। ছিঃ ছিঃ, মিস্ রজার্স বুঝিবা তাহাদের কথাগুলি শুনিয়াছে এবং মনে মনে না জানি কী ভীষণ ভাবে হাসিয়াছে !

মিস্ রজার্সএর সম্ভাষণের মধ্যে কিন্তু ইহার কোনই পরিচয় পাওয়া গেল না। হাসি মুখে মোহিতের দিকে তাকাইয়া বলিল, আপনি আজ অনেক বেলা পর্য্যন্ত বিছানায় শুয়েছিলেন বুঝি ?

কথাটা খুবই সাধারণ—শুধু একটা কথোপকথনের অবতারণা করিবারই চেষ্টা। তবু মোহিত একটু ঝাঁঝের সহিত জবাব দিল, ছোট্ট ছেলের মত ভোর বেলায় উঠেই আকাশের লালিমা দেখ্বার জন্য পাগল হওয়াটা আমি আমার বয়সোচিত মনে করি না মিস্ রজার্স !....

মিস্ রজার্স অবাক। তবু আবার হাসিয়া প্রশ্ন করিল, আপনার কালকের রাগটা বুঝি এখনও পড়েনি ?

মোহিত কোন জবাব দিল না। যোশী মোহিতের হইয়া বলিল, রোদ যেরকম বাড়্ছে তাতে আমার বন্ধুটির রাগ কমবার ত কোনই সম্ভাবনা দেখ্ছি না, মিস্ রজার্স....

মিস্ রজার্স একটু অনুতপ্ত সুরে বলিল, আসলে কিন্তু অন্যায়টা হয়েছিল আমারই ষোশী। বাবা যে ভাষা ব্যবহার করেন সেটা আমার মুখে আনাই উচিত হয় নি। আমাকে কি এর জন্য ক্ষমা করতে পারবেন না, মিঃ সেন ?

মোহিত মিস রজার্সএর কথায় বিব্রত হইয়া বলিল, আমি ঠিক রাগ করি নি' মিস রজার্স, আমার মনের উপর সামান্য কালো ছায়া এসে পড়েছিল মাত্র। যা হোক, আমার মনের সব গ্লানি এখন কেটে গেছে।

মিস্ রজার্স ভয়ানক ভাবে খুসী হইয়া মোহিতের হাতটি ধরিয়া বলিল, তাহলে আমরা এখন বন্ধু, কেমন ?

মোহিত মিস রজার্সএর করস্পর্শে সঙ্কুচিত হইয়া উঠ্ল। স্বাধীন দেশের আদবকায়দা আবহাওয়ার সঙ্গে সে তখনও নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারে নাই, তাই শীলা রজার্সএর আবেগপূর্ণ আহ্বানের যে কোন উপযুক্ত উত্তর দিতে পারিল না, অপ্রস্তুত হইয়া আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিস রজার্স চকিতের মধ্যে মোহিতের মনের বিতৃষ্ণাটুকু বুঝিয়া নিয়াছিল। সে নিজের এই প্রগল্‌ভতায় নিজেই লজ্জিত হইয়া হাতটা সরাইয়া নিয়া বলিল, অবিশ্যি আপনি যদি এখনও রাগ ক'রে থাকেন তাহ'লে আমার বলবার কিছুই নেই।

মোহিত শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল, না, না, আমি রাগ করিনি' এখন, তবে....

ষোশী এতক্ষণ চুপ করিয়া উভয়ের কলহলীলা দেখিতেছিল। সে মোহিতের কথাটুকু সম্পূর্ণ করিয়া বলিল, তবে বন্ধুত্ব মানে যদি এরকম প্রগল্‌ভতা হয় তাহ'লে মোহিতের আপত্তি আছে।

মোহিত আরও অপ্রস্তুত হইয়া মুখচোরার মত বলিল, না, না, আমি তা বল্‌তে যাচ্ছিলুম না। আমি বলছিলুম এই যে "আমরা বন্ধু হব" এ রকম গৌরচন্দ্রিকা করবার ত কোনো দরকার নেই! আমাদের মধ্যে বন্ধুতা যদি সত্যি গ'ড়ে উঠবার হয় তা হ'লে তা উঠ্‌বেই, তার জন্যে কোনো রকম আয়োজন করবার দরকার হবে না।

মিস্ রজার্স বল্‌লে, তা' মানি। কিন্তু তার আগে কৃত্রিম ব্যবধান গুলো দূর ক'রে দেওয়া উচিত নয় কি?....ভুল বোঝার সম্ভাবনা ত' আছে, শুধু আছে কেন, হয়েছেও—তাই সে সব হবার সুযোগ আগে থেকেই বন্ধ ক'রে দেওয়া দরকার নয় কি?

মোহিত ইহার উত্তরে কি বলিবে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। যোশী তাহার হইয়া জবাব দিল, সব ত' এখন খোলাখুলি হয়ে গেছে, লাইন্ ক্লিয়ার্, সিগ্‌ন্যাল্ ডাউন....বন্ধুত্বের রকেট্ চালিয়ে দাও....দেখ কোথায় গিয়ে ঠেকে!

মিস্ রজার্স তর্জ্জন করিয়া বলিল, তুমি ভয়ানক অসভ্য ছেলে, যোশী....আর একটু হলেই আমি তোমার সাথে ঝগড়া কর্‌তুম, কিন্তু তাহ'লে মিঃ সেন দুঃখিত হবেন বলে আজও সেটা মুলতুবী রাখ্‌লুম।

যোশী কুর্ণিশ করার ভঙ্গীতে মাথাটা নাড়িয়া বলিল, ধন্যবাদ, মাদামোয়াসেল....

সেদিন বিকালবেলা চা এর পর মোহিত চুপ করিয়া বসিয়া অল্‌ডাস্ হাক্সলির একটি নূতন উপন্যাস পড়িতেছিল আর মনে মনে হাসিতেছিল।

যোশী গিয়াছিল জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে ভাব করিতে আর

জাহাজখানা আরবসাগরের কোন্ জলরেখা বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে এই তথ্য সংগ্রহ করিতে। চিদম্বরম্ অঘোরে ঘুমাইতেছিল, আর ফাদার মাদারিয়াগা বোধ হয় শীকারের উদ্দেশে ঘুরিতেছিলেন এদিক ওদিক কোথাও।

খানিকক্ষণ পরে শ্রান্তিবোধ করায় মোহিত বইটা মুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহারপর কি করা যায় ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে হইল একবার মিস্ রজার্স-এর সঙ্গে খানিকটা গল্প করিয়া আসা যাইতে পারে। সকালবেলার আলোচনার পর তাহার মনের মেঘ অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছিল এবং ধীরে ধীরে এই তরলভাষিণী হাস্যবিলাসনিপুণা মেয়েটির প্রতি তাহার বিতৃষ্ণা কমিয়া আসিতেছিল।

ফার্ষ্টক্লাশ ডেকে আসিয়া দেখে মিস্ রজার্স-এর প্রিয় স্থানটিতে কেহ নাই—দুইটা চেয়ারই খালি। একটুখানি হতাশ হইয়া সে ফিরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কি মনে করিয়া পাশেই স্মোকিং-রুমে সে ঢুকিল।

দেখ্‌লে এক কোণে একটি টেবিল অধিকার করিয়া মিস্ রজার্স একমনে কী লিখিতেছে।

লেখার সময় বিরক্ত করা উচিত নয় এই ভাবিয়া সে বাহির হইয়া আসিতেছিল, এমন সময় আহ্বান শুনিতে পাইল, মিঃ সেন....

বিস্ময়ের সহিত মোহিত অনুভব করিল যে মিস্ রজার্স-এর এই আহ্বানে তাহার মনের মধ্যে পুলকের একটা ঢেউ খেলিয়া গেল। সে আস্তে আস্তে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

মিস্ রজার্স হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বন্ধুর খোঁজে এসেছিলেন বুঝি?

ফস্ করিয়া মিথ্যা কথাটা মোহিতের মুখ দিয়ে বাহির হইল না।—সে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, না, এই আপনারই খোঁজে এসেছিলুম....

মিস্ রজার্স-এর মুখ আগ্রহে দীপ্ত হইয়া উঠিল: বলিল, ঠাট্টা করছেন না ত?

—না, সত্যি....

— তাহ'লে বসুন....

মোহিত পাশে একটা চেয়ার টানিয়া নিয়া বসিল। মিস্ রজার্স তাহার সম্মুখের কাগজপত্রগুলি গুছাইতে গুছাইতে সেদিকে মোহিতের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া বলিল, এগুলো আমার অবসরের ছেলেখেলা, মিঃ সেন। যখন কিছু কর্‌বার থাকে না আর শরীর আলস্যে ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়ে তখন এই কাগজগুলোর উপর আঁচড় কাটি। আমার বন্ধুরা অবশ্য এর মস্ত একটা গালভরা নাম দেন, বলেন এ নাকি আমার ডায়েরী....

মোহিত মিস্ রজার্স-এর কথার ভঙ্গী আর ছন্দ বেশ উপভোগ করিতেছিল। মেয়েটির ব্রীড়ার অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার ব্রীড়াহীনতার মধ্যে এমন একটা লালায়িত স্বাচ্ছন্দ্য আছে যাহাকে উপেক্ষা করা চলে না।

বলিল, ডায়েরী লেখা ত খুবই ভালো জিনিষ, মিস্ রজার্স....

তাচ্ছিল্যের সুরে মিস্ রজার্স বলিল, ছাই ভালো!....আমার ডায়েরী ত' আর আসল ডায়েরী নয়, এ হচ্ছে এলোমেলো কতকগুলো কথা বা ভাবের সমষ্টি....

মোহিত হাসিয়া বলিল, ঐখানেই ত ডায়েরীর যথার্থ মর্য্যাদা! যদি কাঠখোট্টা কতকগুলো ঘটনার সমাবেশ হ'লেই ডায়েরী হ'ত তাহ'লে জগতের বড় বড় চিন্তাশীলদের ডায়েরী আজ বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবে যেত!

ডায়েরীর কথাটা উল্‌টাইয়া নিয়া মিস্ রজার্স প্রশ্ন করিল, আচ্ছা মিঃ

সেন, আপনাকে যদি গুটিকয়েক প্রশ্ন করি আপনি রাগ কর্‌বেন না ত' ?

—না, রাগ কর্‌ব কেন ?

—তাহ'লে প্রথম প্রশ্ন কর্‌ছি এই, আপনি আমাদের দেশের উপর এমন বিরূপ কেন ?

—বিরূপ বল্‌লে ভুল হবে, তবে আপনাদের সভ্যতার অনেকগুলো অভিব্যক্তিই আমার কাছে ভয়ানকভাবে কৃত্রিম ঠেকে। তাই যখন দেখি সে সব কৃত্রিম জিনিষ নিয়ে লোকে গর্ব্ব কর্‌ছে তখন আমার প্রতিবাদের স্পৃহা জেগে ওঠে !

খুব শান্ত অথচ গভীরভাবে মিস্ রজার্স বলিল, এ আপনার বড় অন্যায় !

—অন্যায় কিসে ?

—আপনি আমাদের দেশের কীই বা দেখেছেন বা শুনেছেন ! যা' কিছু আপনার অভিজ্ঞতা তা' পুঁথিপড়া, হয়'ত বা একটা বিশিষ্ট মতবাদের পোষক এক শ্রেণীর পুঁথি থেকে !....আপনি আগে থেকেই এ রকম সংস্কারান্ধ মন নিয়ে একটা দেশে যাচ্ছেন, এ কি আপনার শিক্ষা বা জ্ঞানের সহায়তা কর্‌বে ?

মোহিত জবাব দিল, আমি সঙ্কীর্ণতা নিয়ে যাচ্ছি না, মিস্ রজার্স.... তবে আমার মধ্যে অন্ধভক্তির ছায়া নেই এই অপবাদ আপনি অবশ্য দিতে পারেন।

হাসিয়া মিস্ রজার্স বলিল, তা' যদি হ'য়ে থাকে তাহ'লে আমার ঝগড়া কর্‌বার কিছু নেই—কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আপনার গলদ কোথায় আপনি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না।....আপনি যাকে অন্ধভক্তির অভাব বল্‌ছেন তাকে আমি বল্‌ব অতি সুলভ রকমের একটা গোঁড়ামি !....

আমায় মাপ কর্‌বেন, মিঃ সেন, কিন্তু বেভার্‌লি নিকল্‌স্‌ যদি তাঁর বই সম্বন্ধে বলেন যে তিনি যা' বলেছেন তা' শুধু 'অন্ধভক্তির ছায়া তাঁর উপর পড়ে নি' এই মনোভাবের পরিচায়ক, তাহ'লে আপনার রক্ত কি গরম হ'য়ে উঠ্‌বে না ?

মোহিত এবার বলিয়া উঠিল, আপনি কার সঙ্গে কি তুলনা কর্‌ছেন, মিস্‌ রজার্স ? বেভার্‌লি নিকল্‌স্‌এর পঙ্কিল আবর্জ্জনাময় গালিগালাজের কি তুলনা হয় কখনও ?

—মেনে নিলুম না হয় আপনার কথা। কিন্তু বাইরে থেকে আপনার এই অনভিজ্ঞ মন থেকে উৎসারিত কথা শুনে যদি সাধারণ লোক— আমাদের দেশের লোক—আপনাকে সঙ্কীর্ণমনা ভাবে তাহ'লে তাদের কি অন্যায় হ'বে ?

অন্য সময় হইলে হয়ত মোহিত ইহার তীক্ষ্ণ একটা জবাব দিত, কিন্তু আজ তাহার মুখ দিয়া সেরকম কোন কথা ফুটিল না। সে চিন্তিতস্বরে বলিল, এটা অবশ্যি আমি ভেবে দেখি নি', মিস্‌ রজার্স····

হাসিয়া মিস্‌ রজার্স বলিল, আচ্ছা আমার প্রথম প্রশ্নটির সমাধান ত একরকম হ'ল। এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি কর্‌ছি···আপনাদের দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে আপনার মত কি ?

মুহূর্ত্তের জন্য মোহিতের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল, তাহার পর শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, মাপ কর্‌বেন, ওটা হচ্ছে আমাদের গভীর অনুভূতির বস্তু, তা নিয়ে আমি আপনার সম্মুখে মতামত প্রকাশ কর্‌তে চাইনে' !

মলিন হাসি হাসিয়া মিস্‌ রজার্স বলিল, আমার গায়ের রং আর নাড়ীর রক্ত বোধ হয় আপনার স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা দিচ্ছে !····কিন্তু আপনাকে বল্‌ছি, যতই অপ্রিয় কথা আপনি বলুন না কেন, আমি

একটুও অসন্তুষ্ট হ'ব না !····একটি কথা ভুলে যাবেন না, আমি স্বাধীন দেশেরই মেয়ে, স্বাতন্ত্র্য এবং সাম্যের দাম আমার কাছে অজ্ঞাত নেই।

মোহিত আগেরই মত শান্তভাবে বলিল, আজ থাক, আর একদিন বল্‌ব।

দুইজনেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।····অস্তায়মান সূর্য্যের লাল রশ্মি স্মোকিং-রুমের জানালা দিয়া শীলা রজার্স-এর মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, আর তাহার মুখ চোখ এক অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। মোহিত একটুখানি মুগ্ধভাবে তাহার দিকে ক্ষণেকের জন্য তাকাইল, তাহার পর যেন-ভয়ানক-একটা-অন্যায়-করিয়াছে এমন একটা ভঙ্গীতে তাহার দৃষ্টি সরাইয়া নিল।

শীলা রজার্স স্তব্ধভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল। সূর্য্যের লালিমা দেখিয়া বোধ হয় তাহার মনে ও আবীর লাগিয়াছিল···· ছোট একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মোহিতও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িল। শীলা একটুখানি হাসিয়া বলিল, আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট কর্‌লুম, আশা করি কিছু মনে কর্‌বেন না।

মোহিত একটুখানি মৃদুহাসি হাসিল।





শীলার ডায়েরী হইতে ঃ

বুধবার, সকালবেলা। আজ আমার এত ভালো লাগ্‌ছে যে কী বল্‌ব! জাহাজটার প্রত্যেকটি অঙ্গ যেন মধুতে স্নাত বলে মনে হচ্ছে।···· সূর্য্যোদয় ত রোজই দেখি, রোজই সুন্দর লাগে, কিন্তু আজকের সৌন্দর্য্য যেন অন্য সব দিনের সৌন্দর্য্য-গরিমা ছাপিয়ে উঠেছিল। মনটা হ'য়ে উঠেছে খুঁতখুঁতে ছেলের মত, কিছুতেই শান্ত হ'তে চাচ্ছে না···অথচ একটুখানি চাঞ্চল্যের পরই কী জানি কেন ফেনিয়ে ওঠা মদের মত শান্ত স্তব্ধ হ'য়ে পড়্‌ছে।

কাল ডিনারের পর নাচ হ'ল। নাচটা চিরকালই আমার ভালো লাগে····সুরের মূর্চ্ছনা আর সমুদ্রের বাতাস এই দুই মিশে কাল ভারী রোম্যাণ্টিক্ একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। আমি সুন্দর নীলরঙের একটা গাউন পরেছিলুম, আর আমার গলায় ছিল নীল পাথরের ছোট্ট একটি টুকরো।····কর্ণেল গ্রীণ ত সারাটা সময় আমাকে কম্‌প্লিমেণ্ট দিতেই ব্যস্ত ছিলেন! বুড়োকে আমার বড্ড ভালো লাগে, ভয়ানক আমুদে ও রসিক লোক কিন্তু! আর কী ভীষণ হুইস্কি আর সোডা খেতে পারে! আমি ওকে বল্‌ছিলুম, এবার কিন্তু তুমি আর টাল সাম্‌লাতে পার্‌বে না, শেষে তোমার বাহুতে বদ্ধ হ'য়ে আমিও কি সমুদ্রের জলে পড়ে যাব?····কর্ণেল তাতে একটুখানি হেসে বলেছিলেন, এ ওস্তাদ বহুদিন এর মধু খেয়ে খেয়ে নীলকণ্ঠ হ'য়ে গেছে, এ ভাঙবে তবু মচ্‌কাবে না!

নাচের মাঝখানে হঠাৎ একবার সেনের কথা মনে হয়েছিল। ভাব্‌ছিলুম, ও যদি আমায় এম্‌নি ভাবে নাচ্‌তে দেখে তাহ'লে কী ভাব্‌বে ?....ওর যা' মন তাতে হয়ত কুৎসিত একটা কিছু ভেবে বস্‌বে, আর আমার সাথে জীবনেও কথা কইবে না ! অবশ্যি ওকে দোষও দেওয়া যায় না ...নাচের মধ্যে না হোক্‌, নাচের পর অনেক সময় যা' সব কাণ্ড হয় তাতে অনেকেই শক্‌ পেতে পারে !....প্যাট্রিশিয়ার যৌবন বোধ হয় প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় এসে ঠেকেছে, তবু সে কী ঢলাঢলিটা না করলে ! সবাই একটুখানি হাস্‌লে তাদের উপরের ডেকে চলে যেতে দেখে। কর্ণেল গ্রীণ আমার কানে অস্ফুটস্বরে বল্‌লেন, ওদের সী-সিক্‌নেস্‌ হয়েছে··

কাল রাতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম হয়নি', বোধ হয় নাচের উত্তেজনার ফলে ! বারোটার সময় নাচ শেষ হবার পর অনেকক্ষণ আমি ডেকে দাঁড়িয়েছিলুম, কর্ণেল গ্রীণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে গল্প কর্‌ছিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস্‌ কর্‌ছিলেন, ইণ্ডিয়া কেমন লাগ্‌ল।....আমি কী জবাব দেব বুঝ্‌তে পার্‌ছিলুম না। যেভাবে দেশটা দেখেছি তা' না দেখারই সমান। গেলুম একটা নতুন দেশ দেখ্‌তে, কিন্তু সব সময় রইলুম আমার রং এবং রক্তের আভিজাত্য নিয়ে দেশের লোকদের এড়িয়ে। মিস্‌ হিলকে কত ক'রে বল্‌লুম, চলো, এসব বড় বড় হোটেল ছেড়ে দিয়ে ছোট্ট একটি সহরে দিশী কোন একটা ধর্ম্মশালা জাতীয় জায়গায় গিয়ে থাকি।··· শুনে মিস্‌ হিলের মূর্চ্ছা হয় আর কি ! তাঁর ক্ষীণ বপু, ঋজু দেহ আর চশমার ভিতর দিয়ে জুল্‌জুল্‌ চাউনি নিয়ে তিনি বল্‌লেন, তোমাকে ভূতে পেয়েছে নাকি ?

সত্যি, এত বড়ো একটা দেশ, এর মধ্যে যে কোন মর্ম্মভেদী বেদনা প্রচ্ছন্ন আছে তা' আমরা বাইরের পথিকেরা কতটুকুই বা বুঝ্‌তে পারি ?

....আসি, বড বড় হোটেলে থাকি, তাজমহল, উদয়পুর, দার্জ্জিলিং আর কল্‌কাতা দেখি, তারপর দেশে ফিরে একটা ইম্প্রেশন্‌স্-এর বই লিখে বসি....রহস্যময় ভারতবর্ষ, ঐশ্বর্য্যশালী প্রাচ্যদেশ ! কিন্তু এই রহস্য, এই বৈভবের পেছনে যে কতো বড়ো যন্ত্রণা লুকানো আছে সেটা আমাদের চোখে আসে না, এলেও তার কুশ্রীতা আমাদের মনের ভারসাম্যকে এতখানি চঞ্চল ক'রে দেয় যে তা' থেকে কোন রকমে দূরে স'রে দাঁড়াতে পার্‌লে বাঁচি !

কর্ণেল গ্রীণ যখন সাড়ে বারোটার সময় আন্দাজ বিদায় নিয়ে তাঁর ক্যাবিনে শুতে চলে গেলেন তখনও আমি ডেকের উপর দাঁড়িয়ে রইলুম। কালো নিষ্ঠুর জল ভেদ ক'রে আমাদের জাহাজ চল্‌ছিল, আর ট্রপিক্যাল্ আকাশে তারার শোভা যেন শা'জাহানের হারেমের রূপসীদের হীরক-খচিত শাড়ীর আঁচলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। আমি শুধু ভারতবর্ষের কথা ভাব্‌ছিলুম; যতদিন সেখানে ছিলুম আমার মনের গোপন অন্তঃপুর মথিত ক'রে শুধু একটা অস্বস্তির ভাব জেগে উঠেছিল, কিন্তু তার বেশী কোন আলোড়ন হয়নি'।....এখানে এসে সেনের সাথে দু' চারটি কথাবার্ত্তা হওয়াতে যেন একটা বিপ্লবের নৃত্য সুরু হয়েছে ! তার শান্ত দৃঢ়তা আর আবেগময়ী দৃষ্টিতে দেশের সব অর্দ্ধস্ফুট বেদনা যেন সবাক্ ভাষা হ'য়ে ফুটে উঠেছে।

আজ সকালবেলা যখন সেনেদের ডেকে গিয়েছিলুম তখন কেউই ছিল না সেখানে। কাল একটু ঠাণ্ডা পড়েছিল কিনা, তাই ডেকের উপর শোবার সাহস কেউ করেনি' এবং ভোরের আলো ফুটে ওঠা সত্ত্বেও কম্বলের সুখস্পর্শ ছেড়ে কেউ বাইরে বেরিয়ে আস্‌তে চায় নি'।

আমি প্রতীক্ষমানা মূর্ত্তিতে ডেকের উপর একটা চেয়ার নিয়ে

রেলিংএর সাথে গালটি ঘেসে বসেছিলুম আর লাল আলো আগমনের ঔৎসুক্যে আমার সব ইন্দ্রিয় কয়টাকে সচেতন রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলুম। এমন সময় স্লিপারের মৃদুশব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকালুম। দেখ্‌লুম, পাত্‌লা এক কিমোনো পরে সেন এসেছে। চোখে তার তখনও ঘুমঘোর, ঠোঁট দুটো আলস্যে ভরা, চুলগুলো দুষ্টু ছেলের মত বেপরোয়া।

বেশ কন্‌কনে ঠাণ্ডা ছিল কিন্তু সূর্য্য উঠবার আগে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলুম, আপনার শীত কর্‌ছে না? এরকম পাত্‌লা একটা কিমোনো পরে আছেন!

সে আমাকে প্রথমে দেখ্‌তে পায়নি', আমার কথা শুনে চম্‌কে উঠে বল্‌লে, ওঃ, আপনি বসে আছেন....না, ঠাণ্ডা আর এমন কি!

বেশ হাসি মুখেই সে কথাকয়টি বল্‌লে, কিন্তু তার পরই পলকের মধ্যে তার মুখ ভয়ানক ভাবে গম্ভীর হ'য়ে গেল, সে বল্‌লে, আমি ত তবু দিব্যি এখানে কিমোনো গায়ে দিয়ে ঘুর্‌ছি, কিন্তু আমার দেশের লোকেরা একটি ছেঁড়া কাঁথার অভাবে ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে কাঁপ্‌ছে!

মনটা চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। সেনের কথার সুরে মনে হ'ল যেন আমাকে খোঁচা দেবার জন্যেই ও এম্‌নি ক'রে বল্‌লে। আমি ক্ষুব্ধ হ'য়ে বল্‌লুম, আমার সাধারণ একটা কথার উত্তরে এরকম জবাব দেবার উদ্দেশ্য কি আমার রক্ত আর রংএর কথাটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া, মিঃ সেন?

সেন এর উত্তরে বল্‌লে, সেটা সত্যি হ'ত, যদি একথাটি শুন্‌তেন কাল বিকেলের আগে, মিস্ রজার্স। এখন যে এটা বল্‌লুম তা বিবাদ বা অভিযোগের অভিপ্রায়ে নয়, আপনি আপনার সমবেদনা দিয়ে বুঝ্‌তে পার্‌বেন এই বিশ্বাসে....

মুহূর্তের জন্য অবগুণ্ঠন অপসৃত হ'য়ে গেল! বিদ্যুতের আলোকে আমি যে ছবিটি দেখ্‌তে পেলুম তার জন্যে নিয়তিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তাই আমার মন আজ সকালবেলায় এত খুসীতে ভরে আছে!

বুধবার, চায়ের আগে। মিস্‌ হিল কি আমাকে শান্তিতে থাক্‌তে দেবেন না? কাল থেকেই লক্ষ্য করছিলুম তাঁর মুখখানা যেন শ্রাবণ-মেঘের ছায়ায় আচ্ছন্ন। আজ লাঞ্চ্‌এর পর আমি সেকেণ্ডক্লাস ডেকে যাব এমন সময় আমায় ডেকে গুরুগম্ভীরস্বরে প্রশ্ন কর্‌লেন, কোথায় যাচ্ছ?

আমি জবাব দিলুম, এক বন্ধুর সাথে দেখা কর্‌তে।

ভ্রূকুটিকুটিল চক্ষে প্রশ্ন কর্‌লেন, সেই ভারতীয় ছোক্‌রা দুটো বুঝি?

তাঁর কথার ভঙ্গীতেই আমার মেজাজ খিঁচ্‌ড়ে গিয়েছিল। আমি সোজা জবাব দিলুম, যদি তাই হ'য়ে থাকে তাহ'লে ক্ষতি আছে কি?

হঠাৎ পায়ের সামনে সাপ দেখ্‌লে মানুষের মুখের চেহারা কেমন হয় কেউ দেখেছ কি? মিস্‌ হিলের মুখের বর্ণবৈচিত্র্যও ঠিক তেম্‌নি হ'ল। আমার মত শান্ত সুবোধ মেয়ের কাছ থেকে বোধ হয় এরকম জবাব তিনি স্বপ্নেও আশা করেন নি'....তিনি স্তব্ধ হ'য়ে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন....তাঁর সে সময়কার দৃষ্টি আমি কখনও ভুল্‌তে পার্‌ব না!

পরে একটু ক্রূর হাসি হেসে বল্‌লেন, সাগরজলের হাওয়া লেগেছে কি না, তাই একটুখানি স্বেচ্ছাচারের স্পৃহা জেগে উঠেছে, না?....তা' মন্দ নয়, যদি সীমানা ছাড়িয়ে না যায়!

মিস্ হিলের এই বক্র ইঙ্গিতে আমি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেল্লুম। তীব্রকণ্ঠে বল্লুম, নিজের স্বৈরিতার মাপকাঠিতে অপর লোকের ব্যবহারকে বিচার কর্তে যাওয়াটা তোমার মত ইতর মেয়েরই পরিচায়ক !

রাগে আমার মাথার শিরাগুলো দপ্ দপ্ ক'রে জ্বল্ছিল। মিস্ হিলের সাম্নে আর দাঁড়াতে পার্ছিলুম না, কেবলই ভয় হচ্ছিল হয়ত অসম্ভব একটা চীৎকার ক'রে একটা সীন্ ক'রে বস্ব !

মনটা বড্ড অবসন্ন হ'য়ে গেছে। মিস্ হিল যে বাবার কতখানি বিশ্বাসের পাত্রী তা' আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। লণ্ডনে পৌছবার সাথে সাথেই ত সব ঘটনা বাবার কাছে রিপোর্ট হ'য়ে যাবে, আর তাঁর স্বভাব ত আমি জানি ! খাটি ব্রিটিশার ছাড়া আর কারো ছায়া মাড়ালেও যার আভিজাত্যের গর্ব্ব ক্ষুণ্ণ হয় তিনি আমার এই যোশী আর সেনের সঙ্গে বন্ধুত্বকে কখনই সদ্‌চক্ষে দেখ্‌তে পার্বেন না !

দূর হোক্‌গে ছাই। কী সব আজ্‌গুবি ব্যাপার ভাব্ছি !....লণ্ডনে পৌছে কী হ'বে তা' নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভ কি ? যা ভালো এবং সঙ্গত ব'লে মনে হচ্ছে তা' ক'রে যাই, পরের ভাবনা পরে হ'বে !.... অনুতাপ করাটা আমার প্রকৃতির বিরুদ্ধে, কাজেই মিস্ হিলের সাথে আজকের এই বচসা বা সেনের প্রতি আমার একটুখানি আকর্ষণ এর কোনটার জন্যেই অনুশোচনা আমার কোনদিন হ'বে না ! বার্ণার্ড শ' না কে যেন বলেছিলেন, অনুতাপ করে মূর্খেরা, যাদের মনের দৃঢ়তা নেই, সত্যে নিষ্ঠা এবং বিশ্বাসের অভাব যাদের অণুপরমাণুতে।

বুধবার ডিনারের পর। সবাই সিনেমা দেখ্‌তে চলে গেছে, আর আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে লিখ্ছি। মিস্ হিলের শ্যেনদৃষ্টির বিভীষিকা

থেকে কয়েকটি ঘণ্টার জন্য যে বেঁচেছি এই আমার আনন্দ! এমন নীরস, কল্পনাবোধহীন মেয়েমানুষ আমি আর দেখিনি'....আমার এ ডায়েরী লেখাকে মিস্ হিল দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারেন না, বোঝেন না যে এ আমার মনের একটা অভিব্যক্তি মাত্র, এর মধ্যে যুক্তি বা বুদ্ধি নেই। রক্ত যখন যুক্তির নিগড ছাড়িয়ে উচ্ছলিত হ'য়ে ওঠে এবং তার উপর সাগরের দোলা এসে লাগে তখনই আমি আমার এলোমেলো কাগজের টুক্‌রোগুলো নিয়ে বসি।

সাগরদোলার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা উচ্ছৃঙ্খল বাঁশীর সুর আছে। নইলে সেনের মত লোকও আস্তে আস্তে আমার পাশে সোফাটির উপর এসে বস্‌লে! সন্ধ্যার ঠিক আগে ফাষ্টক্লাশ ডেকে একবার ঢুঁমারাটা যেন ওর নিত্যনৈমিত্তিক কাজ হ'য়ে গেছে।....আজও সে স্মোকিংরুমে ঢুকেছিল, চলে যাবার ছলও করেছিল, কাজেই আমাকে ডাকতে হ'ল। সে ফিরে এল, এসে খানিকক্ষণ নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলে; তারপর ছোট্ট একটি কম্‌প্লিমেণ্ট দিলে, আপনাকে আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে!...তার পর অনুমতির অপেক্ষা না রেখে আমার ডান পাশে সোফার উপর বসে পড়্‌লে।

আমি একটু খুসী যে হলুম তা' বলাই বাহুল্য। এতদিন যেন ওর ধরা-ছোঁয়া পাচ্ছিলুম না, ওর মনের আলো-আঁধারের ইসারায় আমার বুদ্ধি ধাঁধার মধ্যে ঘুরছিল; আজ সন্ধ্যায় ইসারাটা যেন অপেক্ষাকৃত সহজ হ'য়ে উঠ্‌ল।

এরপর ঘণ্টাখানেক যা' হ'ল তাকে সোজা ভাষায় বল্‌ব—tete-à-tete. মপাসাঁ যখন এর মাধুর্য্যের ব্যঞ্জনা করেছিলেন তখন আমি হেসেছিলুম মনে মনে, কিন্তু আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেনের পাশাপাশি বসে আমি ওর প্রাণের প্রত্যেকটি স্পন্দন যেন অনুভব

কর্‌ছিলুম, ওর কথার মূর্চ্ছনায় আমার মন নেচে উঠ্‌ছিল তালে তালে।

সে কথা বলে কম, একটু লাজুক স্বভাব কি না! কিন্তু দু' একটি টুক্‌রো যা' বলে তাতেই মনের বাঁধন খসে যায়। মাঝে মাঝে তার চোখে অস্বাভাবিক এক দীপ্তি ফুটে ওঠে। দেশকে ও যে কী প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে তা' ওর সাথে খানিকক্ষণ নিবিড়ভাবে আলোচনা না কর্‌লে বোঝা অসম্ভব; ও হচ্ছে অথই জলের মাছ, ভাসাভাসা স্তুতি বা উচ্ছ্বাস ওর মনের গভীরতার কাছে সাগরজলের বুদ্‌বুদের মত।

মাঝে মাঝে সে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। সে বোধ হয় আমার সান্নিধ্যের ফলে। কিন্তু সে কখনই আমায় ভুল্‌তে দেয়না যে আমি হচ্ছি তার শাসকদেরই জাতের মেয়ে....তাই নিবিড়তা আস্‌বার পথে বাধা ফুটে ওঠে, ব্যবধানের পাঁচীল এসে সহজতার মাঝেও একটা অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করে।

আমি সেনকে তার আগের দিনকার প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিলুম। সে ভুলেই গিয়েছিল প্রায়। আমি বল্‌লুম, আপনি আপনার দেশের কথা আমাকে বল্‌বেন কাল প্রতিশ্রুতি করেছেন, আজ বল্‌তেই হবে....

সে কথাটি এড়িয়ে জবাব দিলে, আপনি ত' নিজেই দেখে এসেছেন, আমায় আবার প্রশ্ন কর্‌ছেন কেন?

আমি বল্‌লুম, আমি কিছুই দেখিনি' আপনার দেশের। আমি দেখেছি শুধু গুটিকয়েক প্রাসাদ আর স্তূপ....আপনাদের জীবন্ত দেশ একেবারে এড়িয়ে এসেছি!

মলিন হাসি হেসে মোহিত বল্‌লে, আমাদের দেশ জীবন্ত নয়, ও হচ্ছে মৃত্যুপথের যাত্রী....

আমি নাছোড়বান্দা হ'য়ে আবার বল্লুম, তারই কয়েকটা কথা আমায় বলুন্ না !

বোধ হয় আমার কণ্ঠের মধ্যে সত্যিকারের আগ্রহের সুর ফুটে উঠেছিল, সে আর কোন দ্বিধা করলে না। অতি সংক্ষেপে দু'চারটি কথায় আমার চোখের সাম্‌নে এমন একটি ছবি এঁকে তুল্‌লে যে আমি ওর ক্ষমতাকে মনে মনে প্রশংসা না ক'রে পারলুম না।···· কথা যখন শেষ হল তখন দেখলুম সে যেন কেমন শ্রান্ত হয়ে পড়েছে !

আমি প্রশ্ন করলুম, ক্লান্তি লাগ্‌ছে ? আপনাকে কষ্ট দিলুম ?

বল্‌লে, না··· একটুখানি বিস্ময় বোধ করছি মাত্র—আপনার কাছে এসবকথা এমন আগ্রহভরে বল্‌ব এ আমি কখনও ভাবিনি' কিন্তু !

আমি ভয়ানক ভাবে পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌লুম, জয়ের গৌরবে আমার মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

* * * *

মিস্ হিল সিনেমা দেখে ফিরে এসেছেন, মুখখানি খুব হাসিহাসি ! কর্ণেল গ্রীণ বোধ হয় ওঁর গাউনটার প্রশংসা করেছেন আজ !····কর্ণেল গ্রীণ খুব লোকভুলানো পুরুষ বটে !

আমি মিস্ গ্রীণকে প্রশ্ন করলুম, কেমন ছবি দেখ্‌লে ?

—বেশ হয়েছিল, তুমি গেলে না, কর্ণেল এবং আরো অনেকে তোমার কথা জিজ্ঞেস্ করলেন।

—আরও অনেকের মধ্যে কারা আছেন ?

—জিমি, ব্ল্যাকি এরা সবাই !

জিমিকে আমি বেশ ভালো রকমই জানি। আমার দুর্ভাগ্য হয়েছিল দিল্লীতে ওর ওখানে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলুম, তারপর থেকে সেই যে

আমার পেছনে লেগেছে আমার একদণ্ডও শান্তি নেই। আমারই জন্যে নাকি সে ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছে!···কিন্তু কাল ওকে আমি বেশ শক্তরকম দাবড়ানি দিয়েছি, তার ফলে আজ সারাদিন আমায় বিরক্ত করতে আসেনি'।

মিস্ হিল আমার মৌনতায় খুব প্রসন্ন হলেন না। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্লেন, ওরা তোমার কথা নিয়ে যেন একটু হাসিহাসি করছিল বলে মনে হল····আর ওদেরও দোষ দেওয়া যায় না!

আমি বুঝতে পারলুম মিস্ হিল কোন্ বিষয়ে ইঙ্গিত করছেন।

তার সাথে এসব নিয়ে তর্ক করাটাও আমার কাছে অপমানজনক বলে মনে হচ্ছিল, আমি কিছু জবাব দিলুম না।

মিস্ হিল আপন মনে অস্ফুটস্বরে গজ্‌গজ্ করতে লাগ্‌লেন, কিন্তু দেখ্‌লেন আমার গাম্ভীর্য্য অটল এবং দুর্ভেদ্য। শোবার পোষাক পরে আমাকে প্রশ্ন করলেন, রাত হ'ল, শোবে না?

আমি বুঝ্‌লুম, আলোটাতেই মিস্ হিলের আপত্তি। আমি বেড্‌সুইচের আলোতে লিখ্‌ছিলুম, কিন্তু ঝাল মেটাতে হ'লে একটা বস্তু চাইত! মিস হিলের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়্‌ল আমার শিয়রের কাছের বাতিটার উপর।

সারাদিন ডায়েরী লিখে লিখে আমার চোখও জড়িয়ে আস্‌ছে, আমি আর কিছু না ব'লে বাতিটা নিবিয়ে দিচ্ছি।

বিষ্যুৎবার, সন্ধ্যার পর। আজ সারাটি দিন ডায়েরী লিখ্‌বার অবসর পাইনি'। সকালবেলায় যখন শুনলুম যে আমরা আজ বিকেলে এডেন্ পৌছব তখনই মনটা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। এতদিন শুধু জলের

রাশি দেখে আর সাগরের দোলা খেয়ে মনটা ক্লান্ত হ'য়ে উঠেছিল। তাই মাটির স্নেহস্পর্শ পাবার আশায় খেয়ালী আমি আনন্দোন্মুখ হ'য়ে উঠ্‌লুম।

সারাটা সকাল ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়েছি। খানিকক্ষণ কর্ণেল গ্রীণ্-এর সাথে গল্প কর্‌লুম। কর্ণেল গ্রীণ বেশ একটুখানি চোখের ভঙ্গী ক'রে আমাকে প্রশ্ন কর্‌লেন, নতুন বন্ধুদের কেমন লাগ্‌ছে ?

আমি ওঁর ইঙ্গিত বুঝ্‌লুম। কর্ণেলের কথার ভঙ্গীটির মধ্যে কিন্তু কোনই বিষ নেই, তাই হাসিমুখে বল্‌লুম, মন্দ লাগ্‌ছে না, কর্ণেল, তবে জানইত', পুরাণো জিনিষ হচ্ছে সব চেয়ে সেরা, তার সাথে কিছুরই তুলনা হয় না।

কর্ণেল হেসে বল্‌লেন, কথাটা কিন্তু মাত্র আংশিকভাবে সত্যি! এই ধর না, যদি আমার ছেলেবেলাকার একটি মিসেস্ গ্রীণ এখন পর্য্যন্ত বেঁচে থাকতেন তাহ'লে কি আর আজ তাঁর সাথে প্রেম কর্‌তে পারতুম ?....তরুণী যুবতী শীলা রজার্স যতখানি মিষ্টি, প্রৌঢ়া বর্ষীয়সী মিসেস্ গ্রীণ কি তেমন মিষ্টি হতে পার্‌তেন ?

এখানে বলে রাখি, কর্ণেল গ্রীণ হচ্ছেন কুমার। তাই তাঁর মুখে রসের ফোয়ারার কখনও কম্‌তি নেই। আমি কর্ণেলের কথায় একটু-খানি তর্জ্জন ক'রে বল্‌লুম, তুমি তরুণী যুবতীদের মধুই দেখ্‌ছ, কর্ণেল, মধুর পেছনে যে হুল আছে সেটা ভুলে যেয়োনা যেন !

কর্ণেল বল্‌লেন, কিন্তু মধুভরা হুল ত ? মধুর খাতিরে সে হুলটুকু সহ্য করা যায়।

আমি দেখ্‌লুম কর্ণেলের সাথে কথায় পার্‌বার যো নেই। তাঁর আগেকার প্রশ্নের সোজা উত্তর দেই নি' সেটা মনে হ'ল। বল্‌লুম, কর্ণেল, তোমরা ভারতীয় ছেলেদের সাথে আমাদের মিশ্‌তে দেখ্‌লে এমন আঁৎকে ওঠ কেন, বল ত ?

কর্ণেল আমার প্রশ্নে খুবই প্রীত হ'লেন বলে বোধ হল। বল্‌লেন, যারা বুদ্ধিমান্ তারা কখনই ওঁাংকে উঠ্‌বে না....কারণ এদেশের শিক্ষিত ছেলেরা যথার্থ ভদ্রতায় আমাদের শিক্ষিত ছেলেদেরও ছাড়িয়ে যায়। তবে কি জানো, আমাদের একটা কম্‌প্লেক্স্ আছে, সেটা হচ্ছে রংএর, রক্তের, মিথ্যা আভিজাত্যের। পাছে তার কোন হানি হয় এই ভয়ে আমরা সর্ব্বদাই সজাগ থাকি যেন! বুঝি, এরকম কম্‌প্লেক্স্ অন্যায়, অন্ধ···কিন্তু সংস্কারের স্বভাবই এই, বুদ্ধি দিয়ে মানুষ তার বিচার করে না, তার বিচার করে নিজের কতকগুলো প্রবৃত্তি দিয়ে!

—কিন্তু আমরা যারা শিক্ষিত তারাও যদি এমন করি তাহ'লে আমাদের শিক্ষার দাম কতটুকু?

হেসে কর্ণেল বল্‌লেন, সেইজন্যই ত আমি বলি, আমরা ব্রিটিশাররা সব চেয়ে বেশী অর্দ্ধ-শিক্ষিত জাত!

কর্ণেল ভয়ানক চালাক কিন্তু! কোন একটা সমস্যা উঠ্‌লেই ভারী চমৎকারভাবে সেটা এড়িয়ে যান্। অথচ এমন ভাবে সেটা করেন যে কেউ তাতে রাগ করবার অবকাশও পায়না, তাঁর আমুদে কথায় প্রীত হয় বেশী।

কর্ণেল গ্রীণের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে গেলুম সেকেণ্ডক্লাশ ডেকে। যোশী আর অন্য একটি ছেলে দাঁড়িয়ে কী যেন গল্প করছিল। আমাকে দেখে যোশী একটু হাস্‌লে, কিন্তু তখ্‌খুনই সরে এল না। বুঝ্‌লুম অভিমান হয়েছে।

চোখের ইঙ্গিতে ডাক্‌লুম, আমার ভাষা যোশী বুঝ্‌লে। ছেলেটির কাছে বিদায় নিয়ে এগিয়ে এল।

প্রশ্ন কর্‌লে, মিস্ রজার্স-এর হুকুম?

যোশীর কথা বলবার ভঙ্গীটি ভারী চমৎকার—ওর মধ্যে প্রাচ্যের

লজ্জা বা আড়ষ্টতা নেই, অথচ মাধুর্য্য আছে বেশ।···লণ্ডনে ও আমার সাথে ভাব জমাবার জন্যে কি কম চেষ্টা করেছিল! মুস্কিল হচ্ছে এই যে এরকম ভাব জমানো আমার ধাতে সয় না। আমি চাই সবারই বন্ধু হ'তে—যারা আমার সংসর্গ এবং সাহচর্য্য কামনা করে তাদের মধ্যে কোনপ্রকার পার্থক্য করাটা আমার ভয়ানক খারাপ লাগে।

আমি যোশীর কথার জবাব দিলুম, বহুদিন তোমার দেখাশুনো নেই, ভাবলুম এডেন পৌছবার মুখে সী-সিক্‌নেস্ হ'ল নাকি?

যোশী বল্‌লে, যদি হ'ত তাহ'লেও কি আর মিস রজার্স দয়া করে এই রোগীকে দেখ্‌তে আস্‌তেন?

আমি ওর বাহুতে একটা ঠোনা মেরে বল্‌লুম, তুমি ভয়ানক আদুরে হ'য়ে উঠ্‌ছ, যোশী। তুমি ভুলেই যাচ্ছ যে আদর পাবার যোগ্য তুমি মোটেই নও!···উচ্ছৃঙ্খলতার শিখা যাদের রক্তের শিরায় শিরায় তারা আদর চাইবে কেন?

আমি জান্‌তুম ঔখানেই যোশীর দুর্ব্বলতা। ওকে যদি কেউ উচ্ছৃঙ্খল বলে তাহ'লে সে ভয়ানক মুষ্‌ড়ে পড়ে। অথচ মনে প্রাণে আমি জানি যাকে উচ্ছৃঙ্খল বলে ও তা' নয়, ও হচ্ছে খেয়ালের একটু চরম সুরে গাথা।

যোশী মুখখানা একটু ভার কর্‌লে। আমি প্রশ্ন কর্‌লুম, তোমার সুবোধ বন্ধুটি কোথায়?

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, যোশীর মধ্যে শেষ রিপুটার বিষ খুবই কম। ও আমাকে খানিকটা ভালোবাসে তা' আমি জানি, কিন্তু এটা ও জানে যে আমি ওর বন্ধুকে পছন্দ কর্‌তে আরম্ভ করেছি। তার জন্যে একটুও ঈর্ষ্যান্বিত সে হয়নি'।

আমার প্রশ্নের উত্তরে বল্‌লে, কুকের গাইড্ দেখ্‌ছে—এডেন সম্বন্ধে।

প্রশ্ন করলুম, কোথায় ?

—উপরে, স্পোর্ট্‌শ্‌ ডেকে।

বললুম, এসো না, সেনকে দেখে আসি····

যোশী ভারী সুন্দর একটি হাসি হাসলে, তারপর বললে, আমার এই বন্ধুটির সাথে গল্প করছিলুম, তা' শেষ হয়নি' ত এখনও !

কী সহজ ও সরলভাবে যোশী নিজেকে মুক্ত ক'রে নিলে। আমি মনে মনে তাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলুম না !

স্পোর্ট্‌শ্‌ ডেকে সেন গভীর অভিনিবেশের সহিত কুকের বই পড়ছিল—আর ঘণ্টা কয়েক পরেই জাহাজ ডাঙায় ভিড়বে কি না ! কিন্তু ওর মুখের ভঙ্গী দেখেই বুঝতে পারছিলুম যে মনের সঙ্গে বইএর আলাপ পুরোপুরি ঘনিয়ে উঠছে না !

আমি যে এগিয়ে আসছি সেটা ওর চোখ এড়ায়নি', যেন আমারই অপেক্ষায় বসেছিল। পরিচিত হাসি হেসে সে আমাকে অভিনন্দন জানালে।

আদবকায়দা যে এখনও শেখেনি' তার পরিচয় পেলুম এইতে যে আমাকে আসতে দেখে সে উঠে দাঁড়ালে না।····আমার কিন্তু সেনের এই সহজ স্বাভাবিক অভদ্রতাটুকুই ভালো লাগে।

আমি কাছে গিয়ে রেলিংটায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালুম। বললুম, এডেন দেখতে যাবেন ত ?

—হ্যাঁ, সেইজন্যই ত আগেই একটুখানি খবর সংগ্রহ ক'রে রাখছি।····আপনাদের বাহাদুরি আছে যা'হোক্‌—পথের আনাচে-কানাচে আপনারা ঘাঁটি বেঁধে রেখেছেন, আপনাদের নিশানের কাছে একবার মাথা না নুইয়ে যাবার যো কি আর আছে ?

কথার মধ্যে একটুখানি শ্লেষের সুর বোধ হয় ছিল, কিন্তু এতদিনে সেটা আমার গা' সওয়া হ'য়ে গেছে, কাজেই আমি রাগ করলুম না। আমার মনের ক্ষোভ বা বিরক্তি যা' কিছু ছিল তা' আগেই স্থির হ'য়ে জমে গিয়েছে কি না। বললুম, আপনার জন্য দুঃখ হচ্ছে....কিন্তু কাজের কথা বলছি, আমি যদি আপনার সহযাত্রী হই তাহ'লে কি আপনার আপত্তি হবে?

পলকের জন্য সেনের মুখ রাঙা হয়ে উঠল, সে কী বলবে যেন ভেবে পেলে না। আমার সহযাত্রী হবার প্রস্তাবটা শুনে সে কী ভাবলে সেই জানে। মনে হ'ল আমার উপর ওর শ্রদ্ধা অনেকখানি কমে গেল। আস্তে আস্তে সে বললে, যোশী যাচ্ছে ত?

আমি বললুম, জানিনে—যেতেও বা পারেন! আর যোশী না গেলে কি আপনার সাথে আমার যাওয়ায় কোন বাধা হ'তে পারে?

আমি খুব তীক্ষ্ণভাবে সেনের মুখের ভাব লক্ষ্য করছিলুম....যেন একটা নতুন গ্রহের মধ্যে এসে পড়েছে সে, সেখানকার আলোছায়ার লুকোচুরি যেন পৃথিবীর নিয়মে চলে না, বাতাসের গুরুত্ব যেন সেখানে কম, মাটির আকর্ষণ যেন নতুন ছাঁদে বাঁধা!

অবশেষে বললে, বাধা হ'তে যাবে কেন?

আমার মনটা শঙ্কায় ঝাপসা হ'য়ে উঠছিল, সেনের একটি কথায় আলোর প্রবাহ এসে সব আবিলতা ধুইয়ে দিলে।

* * * *

জাহাজ যখন এডেনে পৌছল তখন সন্ধ্যা হ'তে আরম্ভ করেছে। ....এডেনে সেনের সাথী ছিলুম শুধু আমিই। এই সন্ধ্যাটির কথা আমি

ডায়েরীতে লিখ্‌ব না, কারণ এ ডায়েরী হচ্ছে সাগরের দোলার ছোট্ট একটি ঢেউ, এর তুলনায় এই সন্ধ্যাটি হচ্ছে অনেক বড় অমর্ত্ত্য জগতের একটা অব্যক্ত ধ্বনি।

* *
*

*

*   ●

মোহিত একদৃষ্টিতে লোহিত সাগরের ঘোলাটে জলের দিকে তাকাইয়াছিল।....এডেনের নিকট বিদায় নিয়া আবার তাহারা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে....অপরিচিত সিন্ধুপারগামী পাখীর মত তাহার মন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল সম্মুখের দিনগুলির দিকে। এডেনের স্মৃতি তাহার মনে যতই জাগিতেছিল ততই তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সে চেষ্টা করিতেছিল।....যেন স্বপ্নোত্থিত সে, স্বপ্নের স্পর্শটুকুর মাধুর্য্য অপেক্ষা তাহার অস্বাভাবিক অতীন্দ্রিয়তায়ই যেন সে শিহরিয়া উঠিতেছিল।

এডেনের শুষ্ক কঠোর পাহাড়ের মধ্যে কী মাদকতা ছিল মোহিত জানেনা, তবে যে কাণ্ড ঘটিয়া গেল তাতে সে বিস্ময়ের চেয়ে ব্যথা অনুভব করিতেছিল বেশী। ব্যথা হইতেছিল এই ভাবিয়া যে সে নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়া ফেলিয়াছে একটি বিদেশিনী মেয়ের দুর্দ্দান্ত উচ্ছ্বাসের সম্মুখে।

শীলা আর মোহিত আঁকিয়া বাঁকিয়া এডেনের মরুপাহাড় ধরিয়া উঠিতেছিল। শীলা ছিল আগে, আর পিছনে ছিল মোহিত। শীলা বর্ষার সদ্যোজাত ঝরণার মত উচ্ছ্বসিত ভাবে আপন মনে বকিয়া চলিয়াছিল, আর পিছনে পিছনে মোহিত শুধু দুই একটি “হুঁ—হ্যাঁ” বলিয়া কথোপকথনটাকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল।

অনেকখানি উঁচুতে উঠিয়া তাহারা একবার সমুদ্রের দিকে তাকাইল। দেখিল, তাহাদের জাহাজের বাতিগুলো জ্বলিতেছে...যেন বহুদূরে কোন

গ্রহের অপরিচিত অধিবাসীরা সঙ্কেতের নিশান উঁচাইয়া রাখিয়াছে—পৃথিবীর পথিকের পদধূলির প্রতীক্ষায়।

শীলা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, কী সুন্দর!

মোহিত প্রথমে কোন কথা বলিল না।....দেশ ছাড়িয়াছে সে মাত্র পাঁচ দিন, ইহারই মধ্যে যে সে একটি বিদেশিনী মেয়ের সঙ্গে এইভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবে ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর!....অতর্কিতে তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল, তোমার নামের চেয়েও সুন্দর কি?

শীলা মোহিতের নিকট হইতে এমন জবাব মোটেই প্রত্যাশা করে নাই। ক্ষণেকের জন্য তাহার মধ্যে একটা ইচ্ছা অশান্ত হইয়া উঠিল, সে বলিল, তাহ'লে সুন্দরকে উপেক্ষা কর কেন? আমার নাম ধরে ডাক্‌লেই ত পার!

দিনের পর দিন নীরবে চলিয়া যায়, কিন্তু মনের রুদ্ধ ভাষা যখন দুয়ারে আসিয়া আঘাত করে তখন তাহার আকস্মিকতায় নিজেই বিস্মিত হইয়া যাইতে হয়।....মোহিত গম্ভীর ভাবে বলিল, তাই ডাক্‌ব, শীলা....

পুলকে শীলার মন নাচিয়া উঠিল। সে বলিল, তোমার নামটিও আমায় বল্‌তে হবে সেন।....একতরফা স্বাধীনতায় আমি কিন্তু কিছুতেই রাজী নই।

নামটি জানিয়া নিয়া শীলা যখন পাহাড় হইতে নামিল তখন সমস্ত পৃথিবীকে ডাকিয়া তাহার খবর দিতে ইচ্ছা হইতেছিল, ওগো, তোমরা সবাই শোন, আমি মোহিতের মনের একটু স্পর্শ পেয়েছি....তার স্থির অটল গাম্ভীর্য্যের মধ্যেও দোলার চাঞ্চল্য এনেছি....

মোহিত এই ঘটনাটির কথাই ভাবিতেছিল, এবং ইহার পর শীলার সম্মুখীন কি করিয়া হইবে এই চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিতেছিল!....গভীর একটা অবসাদ, নিবিড় একটা নৈরাশ্যে তাহার মন ভরিয়া উঠিতেছিল।

যোশী আসিয়া প্রশ্ন করিল, কাল এডেন কেমন দেখলে ?

যেন অপরাধ ক'রিয়াছে এমন ভাবে মোহিত নতমুখে জবাব দিলে, মন্দ নয়।

যোশী হাসিয়া প্রশ্ন করিল, তা' অমন গম্ভীর যে? শীলা রজার্স'এর সাহচর্য্য কি ভালো লাগ্‌ল না ?

মোহিত প্রথমে কোন জবাব দিল না। তাহার মনে হইতেছিল যোশী সব কথাই জানে....হয়ত বা শীলা রজার্স'ই কৌতুকপূর্ণ সুরে যোশীকে মোহিতের পরাভবের কথা বলিয়াছে! একটু তীব্রকণ্ঠে সে বলিল, তোমার নিজের অভিজ্ঞতা এ সম্বন্ধে কী বলে ?

তাহার কথার তীব্রতায় যোশী অবাক্ হইয়া বলিল, হঠাৎ এমন ধারা চট্‌ছ কেন?....আমার অভিজ্ঞতার মাপকাঠি দিয়ে ত তোমার আনন্দ বা বিষাদের বিচার হ'বে না!

একটুখানি নরম হইয়া মোহিত জবাব দিল, কাল একটা কাণ্ড হ'য়ে গেছে, যোশী....মিস্ রজার্স আর আমি আমাদের পরস্পরের নাম ধ'রে ডাক্‌ব এরকম একটা বোঝাপড়া ক'রে ফেলেছি!

যেন কিছুই হয় নাই এমন একটা তাচ্ছিল্যের সুরে যোশী বলিল, ওঃ, এই! আর এরই জন্যে তুমি এতখানি ভাবছ!....তোমার মনের শুচিতায় আঘাত লেগেছে বুঝি?

আসলে কিন্তু যোশী একটু বিস্মিতই হইয়া উঠিয়াছিল। যে শীলা রজার্স সহজে কাহাকেও তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবার অধিকার দেয় না সে মাত্র তিন চারিদিনের পরিচয়েই কী করিয়া মোহিতকে এতখানি আপন করিয়া নিল তাহা ভাবিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। সাগর সম্মোহনে অনেক কিছু সম্ভব হয় সে জানিত, কিন্তু এতকাল শীলা রজার্স'কে সে সেই সম্ভাবনীয় সমষ্টি হইতে পৃথক করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছিল।

মোহিত কিন্তু ভয়ানক ভাবে অস্বস্তিবোধ করিতেছিল।....অলঙ্ঘনীয় এক নিস্তব্ধতা যেন তাহার আর যোশীর মধ্যে প্রাচীর তুলিতেছে, সমস্ত শক্তি সংহত করিয়াও মোহিত তাহাকে ভাঙ্গিতে পারিতেছে না! খানিকক্ষণ পরে সে হাই তুলিয়া বলিল, বড্ড ঘুম পাচ্ছে আজ যোশী....

যোশী বুঝিল মোহিতের চিত্ত একটু বিক্ষিপ্ত, ভাবিবার অবসর চায় সে। কিছু না বলিয়া সে চিদম্বরম্‌এর খোঁজে চলিয়া গেল!

মোহিত চোখ মুদিয়া অসাড়ের মত পড়িয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে কালের প্রবাহ যেন থামিয়া গিয়াছিল, চিন্তা করবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত যেন সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

চিদম্বরম্ তখন মহোৎসাহে ব্রিজ খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। যোশী খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার খেলা লক্ষ্য করিল, তাহারপর বিরক্ত হইয়া ফার্ষ্ট ক্লাশ ডেকের দিকে চলিয়া গেল।

শীলা রজার্স যোশীর প্রতীক্ষায়ই যেন ছিল। যোশীকে আসিতে দেখিয়া তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, এসো, তোমাকে ভয়ানক দরকার কিন্তু....

যোশী কাছে আসিয়া বসিল। বলিল, আমার বন্ধুটির কী অবস্থা তুমি করেছ তা' একবার ভেবে দেখেছ কি মিস্ রজার্স?....এডেনে তাকে নিয়ে গিয়ে কি যাদুবিদ্যা ফলিয়েছ তার উপরে?

শীলা মোহিতের সংবাদের প্রত্যাশায়ই বসিয়াছিল। সে আগ্রহের সুরে বলিল, কেন, কী হয়েছে?

—হবে আবার কী। যা' হবার তা' হয়েছে!....ছিল বেশ, কী মোহিনী-শক্তিতেই যে তুমি ওকে ভুলিয়েছ, সে এখন চুপটি ক'রে

চোখ মুদে স্বপ্ন দেখ্‌ছে।....বোধ হয় শীলা রজার্স'এর মুখখানি ধ্যান কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে!

কথাটা শীলার বিশ্বাস করিতে সাহস হইতেছিল না, কিন্তু মনের মধ্যে কৌতূহল তাহার দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।....ঘরে যদি নানা জিনিষ ভিড় করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার মধ্যে সুন্দর একখানা ছবিও একখানা আস্‌বাবের চেয়ে বেশী মর্য্যাদা পায় না; কিন্তু রিক্ততার মধ্যে ছবির সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে।....শীলা কল্পনা করিল, ঠিক তেমনই বোধ হয় মোহিতের মনের অন্তঃপুরে তাহার মুখচ্ছবির জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া উঠিতেছে!

যোশীকে প্রশ্ন করিল, আমার কথা কিছু বল্‌লে সে?

—ঐখানেই ত গলদ, মিস্ রজার্স....যদি কিছু বল্‌ত তাহ'লে না হয় বুঝ্‌তুম ব্যাধি কোথায়, প্রতীকারের চেষ্টাও দেখ্‌তুম। কিন্তু হতভাগা যে মনের মধ্যে গুম্‌রে গুম্‌রে মর্‌তে চায়, কাউকে তার অংশটুকুও দিতে সে ভয়ানক ভাবে নারাজ।

—কিচ্ছুই বলেনি' মোহিত?

—বল্‌ছিল, কাল্‌কে নাকি কী একটা কাণ্ড হয়েছে তোমাদের ....তোমরা পরস্পরের সম্বোধনটাকে নাকি একটু সংক্ষিপ্ত এবং সু-উচ্চার্য্য ক'রে নিয়েছ।

হাসিয়া শীলা বলিল, যদি শুধু এই ঘটে থাকে তাহ'লে এর জন্যে এতখানি ব্যাকুলতার প্রয়োজন যে কী আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, যোশী...

—ব্যাকুলতা আমার হ'তনা, যদি সেন আমার মত ছন্ন-ছাড়া উদাসী হ'ত!

প্রতিবাদ করিয়া শীলা বলিল, নিজের প্রতি অবিচার ক'রোনা যোশী... তুমি যদি ছন্ন-ছাড়া উদাসী, তাহ'লে ভোগকামী কে?

কথোপকথনে তাহাদের উপস্থিত সমস্যা অর্থাৎ সেনের মনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের কোনই সমাধান হইল না। অবশেষে শীলা বলিল, আমি একবার দেখে আসিগে মোহিতের কী হয়েছে, কী বল?

যোশী বলিল, কী আর বল্‌ব?....ওষুদও তুমি, বিষও তুমি; তোমার একটা বিষে যদি আরেকটা বিষ ছাড়ে তাহ'লে আমি আমার বন্ধুর হ'য়ে তোমার কাছে চিরদিনের জন্যে কৃতজ্ঞ হ'য়ে থাক্‌ব।

হাসিয়া শীলা বলিল, শুধু বিষে বিষ ছাড়ে না, যোশী, ওষুধেও বিষ ছাড়ে।

পথে মিস্ হিলের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। এডেনে সে যে কালো ছেলেদের একজনের সঙ্গে গিয়াছিল তাহা মিস হিলের নজর এড়ায় নাই। রাত্রিবেলা শীলা খুব দেরীতে শুইতে আসায় এবং ভোরবেলায় সকালের আগে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া যাওয়ায় মিস্ হিল শীলার সঙ্গে একবারও বোঝাপড়া করিতে পারেন নাই। এখন শীলাকে দ্রুতগতিতে সেকেণ্ড-ক্লাসের দিকে যাইতে দেখিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া মিস্ হিল বলিলেন, শীলা, তোমার সাথে আমার খুব দরকারী এবং জরুরী একটা কথা আছে।

কথাটা যে কী শীলা তাহা মিস্ হিলের মুখভঙ্গী হইতেই খানিকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিল। শ্রাবণ গগনের জমাট মেঘভরা মিস্ হিলের মুখ—যেন একটা বর্ষণে নিজেকে নিষ্কাশিত করিয়া ফেলিতে পারিলে বাঁচেন!

শীলা প্রতীক্ষমানা মুখে তাকাইল।

মিস্ হিল প্রশ্ন করিলেন, কাল এডেনে কার সাথে যাওয়া হয়েছিল শুনি?

খুবই শান্তস্বরে গম্ভীর ভাবে শীলা বলিল, আমার এক ভারতীয় বন্ধুর সাথে....

মিস্ হিল দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বল্লেন, তোমার হয়ত আত্ম-সম্মান বোধ না থাক্‌তে পারে, শীলা, কিন্তু চোখের সাম্‌নে আমি আমাদের সকলের এই অপমানজনক প্রহসনের খেলা ঘট্‌তে দেব না।

দৃঢ়স্বরে শীলা জবাব দিল, অপমান বোধ যদি তোমাদের থাক্‌ত, মিস্ হিল, তাহ'লে নির্লজ্জের মত এমন কথা আজ তুমি বল্‌তে না। আমার ব্যবহারের মধ্যে তুমি অন্যায়টা দেখ্‌লে কোথায় শুনি?.... যোশী, সেন এরা তোমার জিমি আর ব্র্যাকির চেয়ে কোন্ অংশে ছোট? আমি যদি আজ সারারাত জিমির সাথে ঢলাঢলি করি তাতে আমার বা তোমার মর্য্যাদা ও শ্রী একটুও ক্ষুণ্ণ হবে না, অথচ যোশী বা সেনের সাথে খানিক্ষণ বেড়ালে বা গল্প করলে তোমাদের সবার মুখে চূণকালি পড়বে।

রাগে মুখ চোখ লাল করিয়া মিস্ হিল বলিলেন, সাবধান হ'য়ে কথা ব'লো, শীলা....কাদের সাথে কাদের তুলনা কর্‌ছ একবার ভেবে দেখো।

তীব্রকণ্ঠে শীলা জবাব দিল, তুলনায় ভুল হয়েছে সে আমি স্বীকার কর্‌ছি!....মানুষের সাথে বাঁদরের তুলনা কখনও শোভা পায়না!

বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া শীলা গট্ গট্ করিয়া তাহার গন্তব্যপথে চলিয়া গেল।

মোহিত তখনও ডেক্‌চেয়ারে নিমীলিত চোখে শুইয়াছিল। শীলা আসিয়া মুগ্ধনেত্রে খানিকক্ষণ মোহিতের তন্দ্রালস মুখটির দিকে

তাকাইয়া রহিল, তাহারপর আস্তে আস্তে তাহার কপালে হাত দিয়া ডাকিল, মোহিত....

মোহিতের কাছে এই আহ্বান ঠেকিল দূরাগত বাঁশীর ডাকের মত। সুরের রেশটি তাহার অর্দ্ধচেতন মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মৃদু এক নৃত্য সুরু করিয়া দিল।

শীলা আবার ডাকিল, মোহিত....

এবার মোহিতের তন্দ্রা ভাঙ্গিল। চোখ খুলিয়া সম্মুখে শীলাকে দেখিয়া সে প্রথমে একটুখানি চমকাইয়া উঠিল, আর তাহার দৃষ্টি গেল ডেকটার একটা দ্রুতপর্য্যবেক্ষণে....কেহ শীলার এই স্নেহপূর্ণ ডাক শুনিয়াছে কিনা!

ডেক্ লোকের ভীড়ে জম্‌কালো না হইলেও দর্শক এবং শ্রোতার অভাব ছিলনা। মোহিত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত এদিক্ ওদিক্ তাকাইল, কিন্তু শীলা একটুও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মোহিতের পাশে বসিয়া প্রশ্ন করিল, শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে কি, মোহিত?

মোহিত ইহার কী জবাব দিবে বুঝিতে পারিল না। ঘাড়টি নাড়িয়া জানাইল যে শারীরিক সে বেশ সুস্থই আছে।

শীলা আবার প্রশ্ন করিল, তাহ'লে কি মন অশান্ত হয়েছে তোমার? দেশের কথা মনে পড়ছে?

শীলার এই প্রশ্নে মোহিতের চোখ অশ্রুসজল হইয়া আসিল। সে কোনক্রমে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, আমাকে প্রশ্ন ক'রোনা, শীলা....

শীলা দরদমাখা ভঙ্গীতে তাহার মাথার উপর হাত রাখিল, তাহার অসম্বৃত চুলগুলির মধ্যে চাঁপার কলির মত আঙ্গুলগুলি একবার চালাইয়া দিল।

মোহিত খানিকক্ষণ নীরবে শীলার স্পর্শটুকু উপভোগ করিল, তাহারপর ধীরে ধীরে বলিল, আমার মন যে এত কোমল তা' আমি জানতুম না....

শীলা তেমনই সুরে, যেন আর কেহ শুনিতে না পায় এমন ভঙ্গীতে, বলিল, তাতে লজ্জার কি আছে মোহিত?

একটি অদ্ভুত হাসি হাসিয়া মোহিত বলিল, লজ্জার কিছু আছে তা' ত' আমি বলিনি', শীলা।....আমি অবাক হ'য়ে যাচ্ছি শুধু এই ভেবে যে এ কয়দিনের পরিচয়ে তুমি কী ক'রে আমায় এতখানি আপন ক'রে নিলে!....আর যে আমি তোমাদের জাতকে কখনও ভালোবাসতে পারব এই কল্পনাটাকেই স্বপ্নেরও অতীত ব'লে ভাবতুম সেই আমিও কী ক'রে তোমার কাছে এত শীগ্গীর ধরা দিলুম!

মৃদুকণ্ঠে শীলা বলিল, সাগরের দোলানিতেই এসব অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে, মোহিত। তুমি ভেবোনা, দোলানি যখনই থাম্‌বে·তোমার মনের নৃত্যও বন্ধ হবে!

আহতকণ্ঠে মোহিত বলিল, তুমি ভুল বুঝ্‌ছ, শীলা, দোলানিকে আমি খারাপ বল্‌ছি না মোটেই, শুধু ভাবছি, দোলানি ত বন্ধ হ'বে, কিন্তু মনের নৃত্য যদি বন্ধ না হয়।

হাসিয়া শীলা বলিল, তোমার মনের স্পন্দনের উৎস হচ্ছে এই দোলানি; উৎস যখন শান্ত হ'য়ে যাবে, স্পন্দন বন্ধ হ'তে বাধ্য।

দুপুরবেলা সেকেণ্ডক্লাশ স্মোকিং-রুমে এককোণে খুব জটলা হইতেছিল। শীলা আর মোহিতের নিবিড় কথোপকথনের দৃশ্যটুকু অনেকের চোখই এড়ায় নাই। এরকম ঘটনা সেকেণ্ডক্লাশ ডেকে

সচরাচর ঘটেনা, তাই আলোচনা আর মন্তব্যের প্রস্রবণ ছুটিয়াছিল অবাধে।

ডাক্তার বর্ম্মণ খুব বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া বলিতেছিলেন, অভিনয় এ জাহাজে অনেক দেখেছি, মশাই, কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে কি, এমন সাদাসিধে গোবেচারীকে এমন ফাঁদে পড়তে কখনও দেখিনি'।

আহম্মদ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, সাদাসিধে বল্‌বেন না, ডাক্তার···ওর পেছনে অনেকখানি দুষ্টবুদ্ধি লুকানো আছে এ আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি।

চিদম্বরম্ এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। একটা নূতন কিছু বলিবার জন্যে তাহার মন উৎসুক হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ও ত আমারই ক্যাবিন্-মেট্, আমি ওর খবর বেশ জানি। কাল দু'জনে একা গিয়েছিল এডেনের পাহাড়ে বেড়াতে···

ডাক্তার বর্ম্মণ একটু ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিলেন, শুধু বেড়াতে নয়, মশাই!····বলুন, চোখ টিপ্‌তে, তরল হাসি হাস্‌তে, মাথায় হাত বুলাতে, আরো কত কি।

সকলে ডাক্তার বর্ম্মণের কথায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ডাক্তার বর্ম্মণ বলিলেন, আর একটা ছোকরা আছে, যোশী না ফোশী কী নাম ওর, সে ভয়ানক ধুরন্ধর কিন্তু!····ওর চেহারা দেখ্‌লেই বোঝা যায় বেশ কিছু স্ফূর্ত্তি ক'রে নিয়েছে মেয়েটার সাথে, তারপর বুদ্ধিমানের মত সরে পড়েছে!

চিদম্বরম্ বলিল, তাইত সেনের জন্যে দুঃখ হয়, মশাই! যোশীর সাথে আমারও আলাপ আছে, সেনের গভীর বন্ধু সে, তাই ওর কাছ থেকে কথা বার করা মুস্কিল।····কিন্তু আগুন তো আর লুকানো থাকে না। যোশীর সাথে মেয়েটার পরিচয় বহুদিনের····

আহম্মদ হাই তুলিয়া বলিল, সে যাই হোক্, সেনকে একটু হিংসে না ক'রে পারছি না, ডাক্তার বর্ম্মণ। এই ত আমরাও যাচ্ছি, আমাদের ভাগ্যে ত এমন তুষারনিন্দিত শুভ্রকোমল হাতের স্পর্শ জুটল না!

ডাক্তার বর্ম্মণ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন, ভারী ত ভাগ্য। এমন ভাগ্যের মুখে আগুন!....কোথাকার কোন্ এক ল্যাণ্ডলেডীর মেয়ে, সে আমার প্রেমে পড়ল না ব'লে বুঝি আমার ঘুম হবে না?....ছোঃ!....

চিদম্বরম্ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, ওখানে ভুল করলেন, ডাক্তার। ও ল্যাণ্ডলেডীর মেয়ে যে নয় তা' ওর চালচলন থেকেই বোঝা যায়। তাছাড়া যোশী আমায় বলেছে, মেয়েটার সাথে তার আলাপ হয় কলেজে, যেখানে যোশী পড়ত।

আহম্মদের এই প্রথম বিলাত যাত্রা, ইহার পূর্ব্বে সে কখনও বিলাত-ফেরত সমাজের সংস্পর্শে আসে নাই। ল্যাণ্ডলেডী এবং অভিজাতের মধ্যে তফাৎটা কোথায় তাহা তাহার বিচারের অতীত।

সে চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তার বর্ম্মণ আগেরই মত তাচ্ছিল্যের সুরে বলিলেন, আপনিও যেমন, যোশীর কথা বিশ্বাস করেন!....আমি নিজেই কতবার আমার মেয়ে-বন্ধুদের সম্বন্ধে বলে বেড়িয়েছি যে তারা অমুক ব্যারন্ বা নাইটএর দৌহিত্রী বা ভাইঝি! তাই ব'লে কি সত্যি তারা তাই ছিল?

অকাট্য যুক্তি।....নিজের ব্যবহারগত অভিজ্ঞতার দোহাই, ইহার বিরুদ্ধে আর তর্ক চলে না!

আহম্মদ বলিল, মেয়েটির চেহারার মধ্যে লালিত্য আছে কিন্তু বেশ!

ডাক্তার বর্ম্মণ জবাব দিলেন, ওরকম চেহারা অনেক দেখতে পাবেন,

মশাই ; একবার বিলিতি ডাঙায় পা' দিন। তখন আপনাকে খুঁজে পেলে হয়!....ভারী ত' চেহারা, যেন মোমের পুতুল আর কি!

চিদম্বরম্ সায় দিয়া বলিল, আর কেমন বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে! আমি একটুখানি শুন্‌ছিলুম, সাগর দোলা সম্বন্ধে কী যেন বল্‌ছিল!

প্রাজ্ঞের মত ডাক্তার বস্মণ বলিলেন, বল্‌ছিল বোধ হয়, আমাদের এই ভাবটুকু সাগর দোলারই মত....তোমাকে খানিকটা চঞ্চল ক'রে রেখে আমি অন্য নৌকায় দোল দিতে যাব!

শীলা চলিয়া যাইবার পরও মোহিত চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। তাহার অস্পষ্ট ভাবনাগুলির উপর ঝরিয়া পড়িতেছিল সমুদ্রের ছল্‌ছল্ শব্দ.... নবিড় তরুপল্লবের শ্যামলতায় আবিষ্ট ছোট একটি দ্বীপের মত সে সর্ব্বান্তঃকরণে নিজেকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিল।.... শীলার স্নেহস্পর্শে তাহার মনের সঙ্কোচ অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছিল.... তাহার সমস্ত অন্তর ছাপাইয়া একটি ঘনীভূত অনুভব জাগিয়া উঠছিল, যাহার নাম দেওয়া যায়, তৃপ্তি। অনবচ্ছিন্ন এক গভীর আনন্দে তাহার মন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

চুপটি করিয়া সে লোহিত সাগরের বুকে ছোট ছোট ঢেউগুলির খেলা দেখিতেছিল। রূপে, রং-এ, আলোয় সেগুলি তাহার মনের অস্ফুট অথচ পরিপূর্ণ ভাষার প্রতীক বলিয়া মনে হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, সংসার কি বিচিত্র! যে বিরাট শূন্যতা তাহার মধ্যে এতদিন ছিল, যাহার সন্ধান সে এতদিন একেবারেই নেয় নাই, তাহা যেন ধীরে ধীরে সমুদ্রের কল্লোলে পূর্ণ এবং সমগ্র হইয়া উঠিতেছিল। সমুদ্রের

এই দুঃসাহসিক স্পর্দ্ধায় তাহার মনে গভীর বিস্ময়ের সুর বাজিয়া উঠিতেছিল।

যে ব্যথার ভাবটা তাহাকে এতক্ষণ পীড়া দিতেছিল তাহা ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছিল। শীলার সঙ্গে তাহার মনের সম্বন্ধটা সে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। শীলার সাহচর্য্য তাহার ভালো লাগে ইহা মনের কাছে স্বীকার করিতে সে আর দ্বিধাবোধ করিতেছিল না।....এই ভালো লাগাটা কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবে তাহা নিয়া এখনই গবেষণা করাটা সমীচীন নয় এ সিদ্ধান্তে ও সে আসিয়া পড়িয়াছিল। ভালো লাগে, ইহাই যথেষ্ট নয় কি? মানুষ ত' আর একটা জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে না—প্রবহমান ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পরিচয়ের দ্বার সে উদ্ঘাটন করিতে থাকে!

মনকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক করিয়া নিয়া মোহিত উঠিয়া দাঁড়াইল। রেলিং-এর সম্মুখে আসিয়া একবার ঝুঁকিয়া জলের দিকে তাকাইয়া দেখিল মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর কিরণ-সম্পাতে জলটা ঝলসাইয়া উঠিয়াছে।

শীলা যখন মোহিতের কাছে চলিয়া গেল তখন যোশী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া শীলার চেয়ারে বসিয়া রহিল। অন্যমনস্কভাবে সে শীলার পরিত্যক্ত একখানা মাসিক কাগজের পাতা উল্টাইতেছিল এমন সময় কর্ণেল গ্রীণ আসিয়া হঠাৎ বলিলেন, মাপ করবেন, আপনার সাথে একটু আলাপ করতে পারি কি?

যোশী মুখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখিল আগন্তুককে সে চেনে না। একটু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিল, নিশ্চয়ই....

—আমার নাম হচ্ছে কর্ণেল গ্রীণ, আমি কিছুদিনের ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছি....আপনি বোধ হয় এই প্রথম ইণ্ডিয়া ছাড়ছেন?

যোশী ইহার আগে কর্ণেল গ্রীণের নাম শোনে নাই....শীলা তাঁহার কথা গল্পচ্ছলেও কখনও বলে নাই। বলিল, ওঃ না, আমি দু'বছর বিলেতে ছিলুম, ছুটিতে দেশে বেড়াতে এসেছিলুম, আবার ফিরে যাচ্ছি....আমার নাম হচ্ছে যোশী....

কর্ণেল যেন একটু দমিয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, আপনার সঙ্গে শীলা রজার্স বলে একটি প্যাসেঞ্জারের পরিচয় আছে?

যোশী ধীরে ধীরে ব্যাপারটা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিল। বলিল, সে সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলোচনা কর্‌তে আমি বাধ্য কি?

কর্ণেল দেখিলেন যোশী খুব সোজা ছেলে নহে। বেশ মোলায়েম সুরে বলিলেন, আপনি নিশ্চয়ই বাধ্য নন্, তবু জিজ্ঞেস্ কর্‌ছি এই জন্যে যে মেয়েটি আমাদেরই সহযাত্রিনী, আমি তার একপ্রকার অভিভাবক বল্‌লেই চলে এবং আইন অনুসারে সে এখনও নাবালিকা....

যোশী খুবই শান্তসুরে বলিল, এসব বলার তাৎপর্য্য?

—তাৎপর্য্য বিশেষ কিছুই নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, মিঃ যোশী, মেয়েটির বাবা যদি শুন্‌তে পান যে সে তার অভিভাবকদের কথা শুন্‌ছে না, আর যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাহ'লে তার অনেক দুর্গতি হ'বার সম্ভাবনা আছে।

যোশী বেশ শান্তসুরে বলিল, তার মানে আপনি বল্‌তে চান যে মিস রজার্স আমার এবং আমার বন্ধুর সাথে মাঝে মাঝে আলাপ করেন ব'লে তাঁর বাবা তাঁকে লাঞ্ছনা এবং অবমাননায় ফেল্‌বেন, এবং প্রকারান্তরে তার জন্যে আমরাই হব দায়ী?

কর্ণেল গ্রীণ মনে মনে যোশীর বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না। বলিলেন, আপনি সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা ঠিকই বর্ণনা করেছেন, মিঃ যোশী....

যোশী বলিল, মিস্ রজার্স এর অবমাননা বা লাঞ্ছনার কারণ আমরা কেউই হ'তে চাইনে, কর্ণেল গ্রীণ, এটা আপনি তাঁকে খুব পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন। আর, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে তাঁকে অপমানের মুখে ফেল্‌তে আমাদের কারোরই আগ্রহ নেই। তার চেয়ে সময় কাটাবার মত উপযোগী কাজ আমাদের অনেক আছে।

শান্তভাবে কথাটা বলিলেও তাহার মধ্যে খোঁচা ছিল অনেকখানি।

কর্ণেল গ্রীণ একটুখানি লজ্জিত হইয়া বলিলেন, আপনারা ইচ্ছা ক'রে মিস্ রজার্সকে অপমানের মুখে ফেল্‌তে চাচ্ছেন এমন ইঙ্গিত আমি করিনে', মিঃ যোশী।....সত্যি কথা বল্‌তে কি, মিস্ রজার্স যদি আমার মেয়ে হ'ত তা'হলে আমি এরকম ভাবে আপনার কাছে এ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে উপস্থিত হতুম না।....মানুষে মানুষে সম্বন্ধের মর্য্যাদা আমিও একটু বুঝি, মিঃ যোশী; কেবল মেয়েটার ভবিষ্যৎ লাঞ্ছনার কথা ভেবেই আপনার সাথে এ আলাপটুকু করলুম, আপনি কিছু মনে করবেন না।

যোশী হাসিমুখে বলিল, মনে কিছু করি আর নাই করি, কর্ণেল, আপনাদের এই বর্ণ-সমস্যার সমাধান ত' তাতে হ'বেনা!

ফার্ষ্টক্লাশ স্মোকিং রুমেও আলোচনা হইতেছিল মন্দ নয়। মিস্ হিল ছিলেন তাহার উদ্যোক্তা। যেন ভয়ানক একটা কাণ্ড ঘটিয়াছে এই ভাবে জল্পনা হইতেছিল আর প্রতীকার নির্দ্ধারণের চেষ্টা চলিতেছিল! জিমি আর ব্ল্যাকি দলের মধ্যে যে ছিল সেটা বলাই বাহুল্য ....আর অপবিত্রতার সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করিবার জন্য ছিলেন দুইজন মেয়ে মিশনারী যাত্রী।

শীলা রজার্সকে যে কিছুতেই উচ্ছন্নের পথে যাইতে দেওয়া হইবে না এ বিষয়ে তাহারা সকলেই একমত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কী করিয়া স্রোতকে রোধ করা যায় তাহা তাহারা কিছুতেই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

মিস্ হিল বলিলেন, আমি ওকে অনেক ভয় দেখিয়েছি বাপু, কিন্তু এমন লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, একটুখানিও কাঁপে না!

জিমি বলিল, আমার মনে হয় এর মধ্যে সেই কালো ছেলে ছুটোর যোগ আছে। শীলাকে আমি খুব ভালো রকমই জানি, নিজে ওর এতখানি সাহস হ'বে না যে আমাদের সকলের বিরুদ্ধে যায়।

ব্র্যাকি প্রস্তাব করিল, একবারটি ওদের একটুখানি নাকানিচুবানি দিলে কেমন হয়?....বলিয়াই সে আস্তিন গুটাইল, তাহার স্ফীত মাংসপেশীগুলির দিকে প্রশংসাসূচক কয়েক জোড়া চোখ পড়িবে এই আশায়।

জিমি দুঃখপূর্ণ সুরে বলিল, মু'স্কিল হচ্ছে এই যে এটা একটা জাহাজ, এবং এর মধ্যে যা' কিছু করবার সাবধানে করতে হ'বে।

ঠিক এইসময় কর্ণেল গ্রীণ যোশীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া তাঁহার ক্যাবিনের দিকে যাইতেছিলেন। মিস্ হিল তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, কর্ণেল, এখানে এসো, বড্ড জরুরী কাজ আছে।

কর্ণেল আসিলেন। মিস্ হিল বলিলেন, আমরা বড্ড সমস্যার মধ্যে পড়েছি শীলাকে নিয়ে, কর্ণেল। তুমি ত' অনেক ফন্দীটন্দী জান, কী ক'রে ওকে ঠিক আগেরটির মত ক'রে নেওয়া যায় বলো দেখি!

খুবই গম্ভীরভাবে কর্ণেল গ্রীণ বলিলেন, মিস্ হিল, আমার উপদেশ আপনারা শুনবেন না জানি....তবু আমি বলছি, শীলা রজার্স এর এই

ব্যাপারে আপনারা হস্তক্ষেপ না ক'রে তাকে তার স্বাধীনতাসহ ছেড়ে দেওয়াই বোধ হয় সুরুচিসঙ্গত হ'ত!

তাঁহার উপদেশ কাহারও মনঃপূত হইবেনা তাহা কর্ণেল জানিতেন। মিস্ হিলের আহ্বানের জবাব দিয়া তিনি আর কোনপ্রকার আলোচনার অপেক্ষা না রাখিয়া চলিয়া গেলেন। ভিজিল্যান্স্ কমিটির সভা ভাঙ্গিল লাঞ্চের ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে।

কর্ণেল গ্রীণের সঙ্গে যে কথোপকথন হইল তাহা মোহিতকে বলা সঙ্গত কিনা যোশী বার কয়েক ভাবিল। তাহারপর স্থির করিল সব ঘটনা মোহিতকে জানাইয়া রাখাই ভাল। ঘটনার সমাবেশ যাহা হইয়াছে তাহাতে কখন কী হয় বলা যায় না, তখন যদি মোহিত বেচারীকে দ্বিধা এবং দ্বন্দ্বের মাঝখানে পড়িতে হয় তাহার জন্য হয়ত সে দায়ী করিবে যোশীকে।

মোহিত খুব গম্ভীরভাবে যোশীর কথাগুলি শুনিল। প্রথমে কর্ণেল গ্রীণের উপর সে অনেকখানি রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সে ব্যাপারটা তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। অবশেষে সে স্থির করিল যে যাহা হইবার হইয়াছে, বেশীদূর আর সে অগ্রসর হইবেনা....মিস্ রজার্স এর সান্নিধ্য সে এড়াইয়া চলিবে।...এ ত' সাগরদোলার ঢেউ, বাতাসের গতি বদলাইয়া গেলে ঢেউএর উত্থান পতনও হয়ত নূতন এক দিকে ছুটিবে!

মনকে বোঝান কিন্তু শক্ত। সারাটি দিন মনের সঙ্গে তাহার বোঝাপড়া চলিল। যোশীর কথার এক ধাক্কায় তাহার মনের বেড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। দেখিল, এতদিন সে যাহাকে ভাবিয়াছিল শুধু

ভালোলাগা, তাহা তাহার অজ্ঞাতে কোন্ এক ফাঁক দিয়া জড়াইয়া ফেলিয়াছে তাহার সমস্ত সত্ত্বাকে—বেদনা এবং আনন্দ নিবিড়ভাবে মিশিয়া মনটাকে করিয়া দিয়াছে বিপর্যস্ত।

ঈজিপ্ট্ হইতে বন্ধু শোভনলালকে কলিকাতায় সে চিঠি লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। সে লিখিল :

"ভাই শোভনলাল,

যদিও দেশের মাটি ছেড়েছি আজ হপ্তাখানেকের বেশী হয়নি', তবু যেন মনে হচ্ছে দেশ ছেড়ে এসেছি যুগযুগান্তর আগে। একটা ধূমকেতুর ধাক্কায় দেশের বুক থেকে ছিট্‌কে পড়েছি, মাধ্যাকর্ষণটা কেটে গেছে, তাই ফির্‌বার আর পথ খুঁজে পাচ্ছিনা।....মাটির বাঁধন ত' খুলেই গিয়েছিল, চলার বাঁধনও বুঝি এবার খুল্‌তে চল্‌ল। পথহারা আমি ভাব্‌ছি মিশরের মরূদ্যানের মধ্যেই আমার আস্তানা গাড়্‌ব কি না!

তুমি তোমার নৃতত্ত্বের রসের মধ্যে বসে বসে হাস্‌বে তা' আমি জানি। এসব বাঁধনের খবর তোমার পাথরে গড়া মনের ত্রিসীমানার মধ্যেও পৌঁছায় না! আমি মিশরের যেখানেই বাসা করিনা কেন, তুমি ভাব্‌বে, ভালোই আছে মোহিত সেখানকার মামি এবং ফারাওদের মধ্যে।....এদের বাদ দিয়ে শুধু আমার কথাটি যদি কখনও তোমার মনে উঁকি মারে সে আমার সৌভাগ্য!

তুমি ভাব্‌ছ, বন্ধুটির আমার হ'ল কী?....হ'বার মত যদি কিছু হ'ত তাহ'লে তবু একটা সান্ত্বনা থাক্‌ত!... না হওয়ার অতৃপ্তি আমায় পেয়ে বসেছে, শোভনলাল! বাঁশীর সুর কানে এসে পৌঁচেছিল, সুরের অধিনায়িকার স্পর্শটুকু কিন্তু পেলুম না।

কানে না আস্‌তে আস্‌তে এই হারিয়ে যাওয়ার জন্যে দুঃখ একটু হচ্ছে বৈ কি। তুমি বল্‌বে, মেলানেশিয়ার অনেক দ্বীপপুঞ্জেই

সেখানকার আদিম অধিবাসীদের কানে এমন অনেক সুর এসে লাগে, আবার হারিয়ে যায়....তাতে তারা ভ্রূক্ষেপও করে না! তারা নিজেদের প্রাণের স্পন্দনে চল্‌তে থাকে, মনের গানের তালে তালে—বাইরের সুরের প্রতীক্ষায় নয়।

সে যাই হোক্, বন্ধু, এই আলো ছায়ার মাঝখানে অস্পষ্ট আঘাতেরও দাম আছে, তাই আমি ব্যথার মধ্যেও আলোর রেখা দেখ্‌তে পাচ্ছি।

মনে কী হচ্ছে তা' বোধ হয় ঠিক বোঝাতে পার্‌লুম না।....তোমার ল্যাবরেটারী হচ্ছে বিশ্বজোড়া মানুষের মন আর তার ব্যাপকতা হচ্ছে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে। আমার চিঠিখানা তোমার ল্যাবরেটারীর মধ্যে যদি তোমার সাধনায় একটুও বিঘ্ন ঘটায় তাহ'লে আমার আনন্দ হবে অপরিসীম।

—তোমার মোহিত।"

।

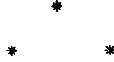
চিঠি লেখা ত শেষ হইল, কিন্তু ঈজিপ্টে পৌঁছিবার যে তখনও আরও আড়াই দিন বাকী। চিঠিখানা নিয়া মোহিত খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করিল, তাহারপর আস্তে আস্তে উঠিয়া যাইয়া ষ্টীমারের ডাক বাক্সে ফেলিয়া দিল।... যদিও সে জানিত, ইচ্ছা করিলেই ষ্টুয়ার্ডকে বলিয়া সে চিঠিখানা আবার তুলিয়া নিতে পারে, তবু সেটা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার এক স্বস্তির নিঃশ্বাস বাহির হইল, যেন সে তাহার মনের রুদ্ধ আবেগ পরিচিত কাহারও কাছে বলিতে পারিল।

সারাটা দিন মোহিত একটু অন্যমনস্কভাবে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরিয়া বেড়াইল। যোশী মোহিতকে খানিকটা ভাবিবার অবসর দিয়া অন্য কোথাও চলিয়া গিয়াছিল। চিদম্বরম্, ডাক্তার বর্ম্মণ প্রমুখ সহযাত্রীরা নিজেদের মধ্যে খুব হাসি ঠাট্টা করিতেছিলেন....বোধ হয় মোহিতকে নিয়াও খানিকটা!

শীলা রজার্স সেই যে ফার্ষ্টক্লাশ ডেকের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল তাহার আর পাত্তাই ছিল না। এক একবার মোহিতের মনে দুর্দ্দমনীয় একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল শীলা রজার্স্এর মুখোমুখী হইয়া তাহাকে প্রশ্ন করে, এমন প্রহসন করিবার প্রয়োজনটা কী ছিল?.... তীব্রস্বরে সে জিজ্ঞাসা করিবে, তরুণ একটা মন নিয়া না খেলিলে কি চলিত না?....বলিয়া তাহার মুখের উপর রেখার বিন্যাস দেখিবে, তাহার চোখের পাতা নড়ে কি না লক্ষ্য করিবে....

* *

*



পরের দিনও অভ্যাসমত মোহিত সেকেণ্ডক্লাশের ডেকের নির্দ্দিষ্ট কোণটিতে বসিয়াছিল—সূর্য্যোদয় দেখিতে। লোহিত সাগরে পড়িয়া অবধি সূর্য্যোদয়ের দিক্ গিয়াছিল বদলাইয়া, ফার্ষ্ট ক্লাসের যাত্রীরা তাই বড একটা সেকেণ্ডক্লাশে আসিত না। গরমের জন্য মোহিত সেদিন ডেকের উপরই শুইয়াছিল। ঘুম যখন ভাঙ্গিল তখনও আঁধার অনেকখানি রহিয়াছে—দূর হইতে প্রভাতী তারার আলোক তখনও বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

চুপচাপ বিছানায় শুইয়া থাকিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল না। তাই উঠিয়া সে রেলিংটার পাশে বসিল। আধ-আলোর ছায়ায় সাগরের জল মথিত করিয়া চলিয়াছিল বিশাল জাহাজ....মালার মত জাহাজের আলোগুলি জ্বলিতেছিল, যেন মানুষের ইতিহাসের প্রতীক ধারাবাহিক একটা সমাবেশ।

হঠাৎ দেখিতে পাইলে অদূরে ফার্ষ্টক্লাশ ডেকের উপর বসিয়া রেলিং ধরিয়া একটি নারীমূর্ত্তি এক দৃষ্টিতে সাগরের জলে তাকাইয়া আছে—যেন ঢেউ গুণিতেছে!

মুহূর্ত্তের জন্য মোহিতের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। একটু ভালভাবে নিরীক্ষণ করিয়া মোহিত দেখিল মেয়েটি আর কেহ নয়—শীলা রজার্স....

মোহিতের একবার খেয়াল হইল শীলাকে ডাকে। নিস্তব্ধ জলরেখা তাহার মধ্যে এঞ্জিনের অস্ফুট শব্দ আর বিদার্য্যমান সাগরের চাপা কান্নার সুর। একটুখানি সাহস করিয়া ডাকিলেই হয়ত উত্তর দিবে!

শীলা কিন্তু মোহিতকে দেখে নাই। সে আপন মনে স্তব্ধনেত্রে জলের ফেণারাশির উচ্ছ্বাস এবং বিকাশ লক্ষ্য করিতেছিল।....মিস্ হিল আগের দিন রাত্রিতে তাহাকে তাঁহাদের তরফের চরম-বাণী শুনাইয়া দিয়াছিলেন এবং খুবই গম্ভীর ভাবে শাসাইয়া বলিয়াছিলেন, যদি সে তাহার স্বভাব না শোধরায় তাহা হইলে যে শুধু তাহার বিপদ হইবে তাহাই নয়, যাহাদের উপলক্ষ করিয়া এই বিপ্লব তাহাদেরই লাঞ্ছনা হইবে সবচেয়ে বেশী এবং সকলের আগে।

এই শেষের কথাটিতেই তাহার মন এত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। যোশীর সহজ কথাবার্ত্তা তাহার অপছন্দ হয়না, আর মোহিতের সলজ্জ অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভঙ্গী তাহার কাছে বেশ মধুর বলিয়াই ঠেকে, কিন্তু তাহার এই ভালো লাগার জন্য যদি তাহাদের বিপদ বা লাঞ্ছনার স্থুরু হয় তাহা হইলে সে কি নিজের তুচ্ছ একটা আনন্দকে বড় করিয়া দেখিতে পারে? তাহার চোখের দুই কোণ ছাপাইয়া অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু সে তাহার মনের দৃঢ়তা দিয়া তাহা রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

অন্যমনস্ক ভাবে শীলা একবার সেকেণ্ডক্লাশ ডেকের দিকে তাকাইল। তাহার চোখ কিন্তু মোহিতের দিকে গেল না। মোহিতকেও অতিক্রম করিয়া সে দেখিতেছিল শাদা ঢেউগুলি, যাহা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তাহাদের জাহাজ চলিয়াছে মিশরের পথে....কূলহীন সমুদ্র যেন উদয়রশ্মি উদ্ভাসিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে আপনার মুখ তুলিয়া ধরিয়াছে!

ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া শীলা রজার্স সেখান হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দুপুর বেলা মোহিত ভাবিল, দূর হোক্‌গে ছাই, এমন ক'রে চুপচাপ বসে থাকা কি আমার শোভা পায়?....খুব গম্ভীর ভাবে সে অল্‌ডাস্‌ হাক্সলির উপন্যাসের মধ্যে মনোনিবেশ করিবার প্রয়াস করিল।

কাহিনীর রসের মধ্যে তাহার মন ডুবিয়া আসিতেছিল এবং তাহার অন্তর্নিহিত বুদ্ধি চলিয়াছিল হাক্সলির সঙ্গে সঙ্গে মানব মনের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে, এমন সময় যোশী আসিয়া বলিল, চল মোহিত, আজ জাহাজটার টপোগ্রাফী একবার ভালো ক'রে দেখে নেওয়া যাক্‌।

জাহাজের খুঁটিনাটি দেখা এবং সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা যোশীর একটা বাতিক। বিলাতে সে অনেক বড় বড় জাহাজের অভ্যন্তর সুদক্ষ অভিজ্ঞের মত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছে, উচিত-অনুচিত মত প্রকাশ করিতে একটুও কার্পণ্য করে নাই সে। আজ ছোট এবং সাধারণ এই জাহাজখানার টপোগ্রাফী জানিবার জন্য তাহার হঠাৎ এমন আগ্রহ কেন মোহিত বুঝিতে পারিল না।

কিন্তু সে আপত্তি করিল না। চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া এবং একই বিষয় নিয়া চিন্তা করিয়া তাহার বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছিল: এখন এই অলস কর্ম্মহীনতা হইতে খানিকক্ষণের জন্যেও মুক্তি পাইবার সুযোগ পাইয়া সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। অল্‌ডাস্‌ হাক্সলিটা হাতেই রাখিয়া সে উঠিয়া বলিল, চলো....

প্রথমে তাহারা ঢুকিল এঞ্জিন-রুমে। যোশী অনেক রকমের এঞ্জিন দেখিয়াছে—তাহার খুঁটিনাটি সম্বন্ধেও সে অনেক কিছু জানে। বেশ অভিজ্ঞ চোখ দিয়া সে এঞ্জিনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল আর প্রশ্নে সেখানকার লোকদের বিব্রত করিয়া তুলিতেছিল। মোহিতের

কাছে এসব দুর্ব্বোধ্য; এঞ্জিন-রুমের শব্দে এবং কলকব্জাগুলির বিশালতায় তাহার মনে হইতেছিল আরব্যোপন্যাসের সেই দৈত্যের কথা যে প্রদীপাধিকারীর একটি মাত্র আদেশে সব মূল পদার্থকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিত....দূর দূরান্তর হইতে স্বপ্নপুরীর রাজকন্যাকে আনিয়া দিত আলাদিনের সম্মুখে, আবার নিমেষের মধ্যে তাহাকে গিরি পর্ব্বতের উপর দিয়া উড়াইয়া নিয়া চলিয়া যাইত অনায়াসে।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে ইট্যালিয়ান্ এঞ্জিনিয়ারটি যোশীকে জানাইল যে তাদের লাইনে এইটাই হইতেছে সবচেয়ে নতুন এঞ্জিন; ইহার গতি বেশী ইহাই ইহার একমাত্র গুণ নয়, ইহার প্রতিবন্ধও সাধারণ এঞ্জিনের চেয়ে ভাল।

যোশী খুব গম্ভীরভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিল, কিন্তু ট্রান্স-অ্যাটলান্টিক লাইনে আপনাদের এবং জার্ম্মান কোম্পানীর যে সব ষ্টীমার আছে সে গুলোর তুলনায় এ এঞ্জিন খেলার কল ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইট্যালিয়ান্ যুবকটি খুবই সম্ভ্রমভরা স্বরে স্বীকার করিল যে যোশীর কথা সত্য।

এঞ্জিন রুম হইতে তাহারা খালাসীদের থাকিবার জায়গা, তাহাদের রান্নাঘর, জাহাজের সার্জ্জাবী প্রভৃতি দেখিয়া ফার্ষ্ট ক্লাশ করিডর দিয়া ফার্ষ্ট ক্লাশ লাউঞ্জ এ ঢুকিল। সেখানে বসিয়াছিলেন কর্ণেল গ্রীণ, মিস্ হিল এবং আরও অনেকে। কর্ণেল যোশীকে দেখিয়া একটু স্মিতহাসি হাসিলেন, যোশীও মাথাটি হেলাইয়া তাহাকে অভিবাদন জানাইল।

মোহিত জিজ্ঞাসা করিল, ভদ্রলোকটি কে?

—সেই কর্ণেল, যার কথা তোমায় বলেছিলাম।

মোহিত একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কর্ণেল গ্রীণের দিকে তাকাইল। মুখখানা বেশ শান্ত আর হাসিভরা। মোহিত ভাবিয়াছিল তাহাকে দেখিয়াই তাহার মনে বিজাতীয় একটা ঘৃণার উদ্রেক হইবে, কিন্তু আসলে কর্ণেলের স্মিতহাসিটি তাহার কাছে বেশ ভালই লাগিল।

হঠাৎ যোশী বলিল, ওই যাঃ—আসল জায়গাটাই যে দেখা হ'ল না!

—সে আবার কি?

—নীচে, এঞ্জিন-রুমের পাশ দিয়ে যেতে হয়, যেখানে ডেক্-প্যাসেঞ্জাররা থাকে।

এই জাহাজে যে ডেক্‌প্যাসেঞ্জার বলিয়া এক শ্রেণীর যাত্রী আছে তাহা মোহিত জানিত না। সে বলিল, এখানে আবার ডেক্‌প্যাসেঞ্জার আস্‌বে কোত্থেকে?

যোশী বলিল, আছে হে, মোহিত, আছে....। সবাই ত আমাদের মত পয়সাওয়ালা নয়, ডেক্‌কে আশ্রয় ক'রেই অনেকের গতি।

চকিতের মত মোহিতের মনে ভাসিয়া উঠিল শরৎবাবুর বর্ণিত রেঙ্গুনষ্টীমারে ডেক্ প্যাসেঞ্জারদের কোলাহলের ছবি....। মনে হইতেই তাহার সাম্যবাদী মনও একটুখানি শিহরিয়া উঠিল। বলিল, কী আর হ'বে ওসব দেখে, তার চেয়ে আমাদের নিজেদের ডেকে ফিরে যাই।

যোশী বলিল, সে কি হয়?....ওখানে অনেক কিছু দর্শনীয় জিনিষ মিল্‌তে পারে! চাই কি, কিছু দিশী হালুয়া আর পুরীও পেতে পার!

হালুয়া বা পুরীর প্রতি মোহিতের বিশেষ লোভ ছিল না। তবু, বন্ধুর অনুরোধে এবং ডেক্‌যাত্রীদের অবস্থাটা নিজের চোখে পরীক্ষা করিয়া নিবার কৌতূহলে সে যোশীর অনুগমন করিল।

অতি অপ্রসর সিঁড়ি বাহিয়া তাহারা সোজা নীচে নামিয়া চলিয়া গেল। লোটাকম্বল নিয়া একজন বিশালকায় সিন্ধুদেশীয় ভদ্রলোক

হেলান দিয়া শুইয়াছিলেন, যোশী আর মোহিতকে আসিতে দেখিয়া একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

যোশী হাসিমুখে প্রশ্ন করিল, এখানে আপনার কেমন লাগ্ছে, জী?

সিন্ধুদেশীয় ভদ্রলোকটি, নাম তাঁহার কৃপালানি, বলিলেন, আপনাদের মত আলোবাতাস পাইনে বটে, বাবুজী, কিন্তু কোন অসুবিধা বোধ হচ্ছেনা—সমুদ্র শান্ত আছে ব'লে।....তা' ছাড়া ষ্টুয়ার্ডের সাথে ভাব ক'রে নিয়েছি, মাঝে মাঝে ডিম আর আলু-সেদ্ধ দিয়ে যায়, তাতে মন্দ খাওয়া হয় না।

মোহিত বলিল, ঝড় উঠিলে আপনার ভয়ানক কষ্ট হ'বে কিন্তু।

হাসিয়া কৃপালানি বলিলেন, ওরকম কষ্ট আমাদের সওয়া আছে, বাবুজী!....তবুত দিব্যি আরামে পা' ছাড়িয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমাদের দেশে যারা করাচী থেকে বম্বে বা বস্‌রা যায় তাদের অবস্থা কি দেখেছেন কখনও?

মোহিতের অভিজ্ঞতা খুবই অল্প। সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে দেখে নাই। কিন্তু তাহার চোখেব সম্মুখে আবার ভাসিয়া উঠিল সেই রেঙ্গুনগামী জাহাজের ছবি....সেই মুরগীগুলির কঁ্যাক্‌কঁ্যাক্ শব্দ, টগরের কলহ, জাহাজের আবদ্ধ খোলের মধ্যে সারা ভারতবর্ষ হইতে আগত যাত্রীদের মহা-সঙ্গীতের সমবেত অনুশীলন....

যোশী কৃপালানির সঙ্গে বেশ জমাইয়া নিল। তাহার লোটা-বাসন সম্বন্ধে গোটাকয়েক প্রশংসাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সে তাহার কম্বলটার উপর দিব্য আঁটসাঁট হইয়া বসিল।

কৃপালানি যাইতেছে দক্ষিণ ফ্রান্সে, সেখানে তাহার জাতভাই কয়েকজন আছে তাহারা মুক্তার ব্যবসা করে। সেখানে সে তাহার ভাগ্যপরীক্ষা করবে; ইংরেজী ভাষার উপর দখল তাহার সামান্য,

ফরাসীর বিন্দুবিসর্গও সে জানেনা, তবু সে চলিয়াছে অনিশ্চিতের ডাকে, কারণ তাহার কাছে নিশ্চয়তাও অনিশ্চয়তার মতই দুর্ব্বোধ্য এবং চঞ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মোহিত চুপ করিয়া আগ্রহপূর্ণ চোখে কৃপালানির কথাগুলি শুনিতেছিল। কিছুক্ষণের জন্য তাহার সমস্ত মনটি হইয়া উঠিয়াছিল আচ্ছন্ন, এই ভাবিয়া যে তাহার নিজের দেশেও অনাগতের আহ্বানে উত্তর দেয় এমন লোকের অভাব নাই! শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে তাহার চিত্ত ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল।

কৃপালানি ডেকের অপর প্রান্তে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ওই যে ওদিকে দুটো লোক শুয়ে আছে, বাবুজী, ওরা আসছে বিহার থেকে। ওরা এসেছিল খুবই উৎসাহ নিয়ে, কিন্তু জাহাজের দোলানি খেয়ে ওদের মন গিয়েছে ভেঙ্গে। ওরা যাচ্ছিল জার্ম্মাণিতে, হাম্‌বুর্গ্ না কোথায়; এখন বল্‌ছে পোর্ট সেডে পৌঁছেই ওরা দেশে ফিরে যাবে....এসব কষ্ট নাকি ওদের সহ্য হয় না!

যোশী কৃপাপূর্ণ চক্ষে লোক দুইজনের দিকে তাকাইল। কম্বলমুড়ি দিয়া জড়সড় হইয়া তাহারা আচ্ছন্নের মত পড়িয়া রহিয়াছিল।

কৃপালানি বলিতে লাগিলেন, আরে দেশ থেকে যখন বেরিয়েছি তখন এরকম সৌখীন হ'লে কি চলে? সাধে কি আর আমাদের দেশের নাম খারাপ?....কিছু মনে কর্‌বেন না, বাবুজী, এক পঞ্জাব আর সিন্ধ্ ছাড়া কোথাও মরদ্‌কা-বাচ্চা ত দেখ্‌লুম না!

কথাটা হয়ত সত্য নয়, কিন্তু এমনই আগ্রহ এবং বিশ্বাসের সুরে কৃপালানি কথাটি বলিলেন যে মোহিত বা যোশী কেহই প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত মনে আনিতে পারিল না।

কৃপালানি বলিলেন, বাবুজী, তোমরা এসেছ, আমি ভারী খুসী

হয়েছি কিন্তু।....তোমাদের কি দিয়ে যে অভ্যর্থনা করব বুঝ্তে পারছি না; আমার সাথে আমার বহু'র দেওয়া কিছু মেওয়া আছে, কিন্তু সে ত তোমাদের ভালো লাগ্বে না। তবে, কিছু মশ্‌লা আছে, খাবে কি?

যোশী এবং মোহিত আগ্রহপূর্ণ সুরে বলিল, মশ্‌লা খানিকটা পেলে ত বেঁচে যাই, কৃপালানিজী!....এখানকার বিলিতি খাবার খেয়ে অরুচি ধরে গেছে, একটুখানি মুখশুদ্ধি হওয়া দরকার!

কৃপালানি বলিলেন, ঐ ত তোমাদের দোষ, বাবুজী; তোমরা বড্ড উচ্ছ্বাসভক্ত, যেই আমি মশ্‌লার নাম উল্লেখ কর্‌লুম অম্‌নি এমন ক'রে তোমরা তার স্তুতিগান আরম্ভ ক'রে দিলে যে কেউ শুন্‌লে মনে কর্‌বে এর অভাবে তোমাদের সারারাত ঘুম হচ্ছিল না!....অথচ, আমি জানি, এই মশ্‌লার কথা থাক্, দেশের কথাটি একটিবারও তোমাদের মনে হয়নি'!

যোশী কী যেন বলিতে যাইতেছিল, কৃপালানি বাধা দিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের দোষ দিচ্ছি না, বাবুজী, এ হচ্ছে এই সমুদ্রের গুণ। কী যে আছে এর মাঝে বলা শক্ত, কিন্তু এর হাতে পড়ে আমরা যেন হয়ে যাই এর খেলনার মত, আমাদের মন, আমাদের প্রবৃত্তি, আমাদের সমস্ত সত্তাকে নিয়ে সমুদ্র ছিনিমিনি খেলে....অনুভূতির গভীরতা কমে যায়, তার প্রসারতা বেড়ে ওঠে....

মোহিত কৃপালানির কথাগুলির মধ্যে তাহার নিজের মনের সুরের ছন্দ দেখিতে পাইতেছিল। এই নিরক্ষর ব্যবসায়ীর বিচারক্ষমতা ও চিন্তাশক্তি দেখিয়া সে বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া উঠিতেছিল।

যোশী বলিল, কৃপালানিজী, আমি দেশ-বিদেশ একটু আধটু ঘুরেছি, নানাদেশের লোকের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্যও আমার

হয়েছে....আমি দেখেছি আমাদের দেশের লোক যদি অবসর পায় তবে যেমন ভাব্‌তে পারে অনেক দেশের লোকই তেমন ভাব্‌তে পারেনা।

কৃপালানি হাসিয়া বলিলেন, ঐখানেই ত আমাদের মস্ত দোষ, বাবুজী। ভাব্‌তে আমরা জানি বেশ, ভাবুক ব'লে আমাদের খ্যাতিও আছে যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের শক্তির অবসান হয় ঐখানেই! ভাব্‌তে আমরা এতখানি পারি বলেই কাজ করবার সময় যখন আসে তখন একেবারে গুলিয়ে যায় সব, কাজের বিশালতা আর জটিলতা দেখে আমাদের মন হয়ে যায় বিকল!

বলিতে বলিতে কৃপালানি তাঁহার পুটুলী খুলিয়া একটা শিশি বাহির করিয়া খানিকটা মশ্‌লা মোহিত আর যোশীর হাতে দিলেন। অভ্যাসমত মোহিত আর যোশী তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে যাইতেছিল, কৃপালানি বাধা দিয়া বলিলেন, বিলিতী সুরে ঐকথাটি বলে আমার এই তুচ্ছ জিনিষটুকুর মর্য্যাদার হানি ক'রোনা, বাবুজী।....সত্যি বল্‌তে কি, বাবুজী, এদের অনেক কিছুই আমার ভালো লাগে, কেবল এই ছলে-অছিলায় ধন্যবাদ দেবার বাড়াবাড়িটা ছাড়া!

এই কথা যদি কৃপালানির মুখ হইতে না বাহির হইয়া ডাঃ বস্মণ বা চিদম্বরম্‌এর মুখ হইতে বাহির হইত তাহা হইলে যোশীর সঙ্গে তাহাদের একপ্রস্থ খণ্ডযুদ্ধের অভিনয় হইয়া যাইত, কিন্তু কৃপালানির গভীরতা এবং সরলতার সম্মুখে যোশীর মুখ হইতে কোন প্রতিবাদ বাহির হইল না।

মোহিত বলিল, ধন্যবাদ দেওয়াটা আমিও পছন্দ করতুম না, কৃপালানিজী, কিন্তু এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি জিনিষটা আগে যতটা শ্রুতিকটু ঠেক্‌ত আজকাল যেন আর তা' মনে হয়না। এর পেছনে

যে সৌজন্যটুকু প্রচ্ছন্ন আছে তা' আমাদের মনকে একটু স্পর্শ করে বৈ কি !

কৃপালানি সায় দিয়া বলিলেন, সে কি আমি বুঝিনা, বাবুজী ? ....তবে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমাদের মধ্যে ওটার প্রয়োজন নিঃশেষ হ'য়ে গেছে।....মুখের ভাষাতে আমাদের মধ্যে মনের আদানপ্রদান হয়না, তার চেয়ে বড়ো আমাদের চোখের ভাষা, আমাদের অঙ্গভঙ্গী গতিটুকুর তাৎপর্য্য....

এইপ্রকার কথাবার্ত্তায় কখন যে লাঞ্চের সময় হইয়া আসিল তাহা দুইজনের কাহারওই খেয়াল ছিলনা। হঠাৎ উপরে সতর্ককারী ঘণ্টার শব্দে তাহারা একটু আত্মস্থ হইয়া উঠিল। কৃপালানি বলিলেন, আপনাদের সময় হ'লো, বাবুজী ...ঘড়ি বল্‌ছে, খিদের সময় হয়েছে, খেতে এসো....

যোশী আর মোহিত উঠিয়া পড়িয়া বলিল, আপনাকে মাঝে মাঝে এরকম বিরক্ত কর্‌তে আসব হয়ত, আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না যেন।

অভিবাদন করিয়া কৃপালানি বলিলেন, বলো কি বাবুজী ? তোমরা এরকম মাঝে মাঝে আস্‌লে যে কী আনন্দ পাই তা কী ক'রে বোঝাব ? তোমাদের তরুণ সরল মনের সংস্পর্শে এলে বুঝ্‌তে পাই যে জরা আমায় এখনও এসে ধরেনি' !

ডাইনিংরুমে যাইতে যাইতে যোশী জিজ্ঞাসা করিল, কৃপালানিকে কেমন লাগ্‌ল, মোহিত ?

উচ্ছ্বসিত স্বরে মোহিত বলিল, ভারী চমৎকার লোক, যোশী।

আমাদের দেশের অর্দ্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত লোকদের মাঝেও যে এমন সুষ্ঠু অথচ সরলমনা লোক আছে তা' আমি জানতুম না।···দেশটাকে আজ নতুন ক'রে ভালোবাস্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে ক্লপালানির মত লোককে জন্ম দিয়েছে বলে!

যোশী বলিল, আমি ত এই পথে এবার নিয়ে চারবার আনাগোনা করছি; প্রত্যেকবারই এই ডেক্‌প্যাসেঞ্জারদের সাথে পরিচিত হবার চেষ্টা করি, আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই প্রত্যেকবারই এদের মধ্যে এমন লোকের সাথে আলাপ হয় যে আমার মনে গভীর একটা দাগ রেখে যায়!

মোহিত সায় দিয়া বলিল, তোমার কথা একটুও অবিশ্বাস হচ্ছেনা, যোশী····ক্লপালানিকে যে ভাবে আমরা আবিষ্কার করলুম তাতে আমার মনে হয় আমাদের আশেপাশে অজ্ঞাত অবজ্ঞাত অনেক ক্লপালানি পড়ে আছে যাদের কোন খবরই আমরা রাখিনা বা খোঁজ নেই না।

যোশী বলিল, তাহ'লে ডেক্‌যাত্রীদের আস্তানাটা দেখ্‌তে যাওয়া নেহাৎ ব্যর্থ হয়নি'?

গভীর স্বরে মোহিত জবাব দিল, পাগল!····

লাঞ্চের পর অল্‌ডাস্‌ হাক্সলিটা খুলিয়া মোহিত ঈজিচেয়ারে শুইয়া ঝিমাইতেছিল। সকালবেলাতেও যে অবসাদ তাহার তরুণ মনকে পীড়া দিতেছিল তাহা ধীরে ধীরে যেন কাটিয়া আসিতেছিল। বেদনার বিরাট্‌ পুঞ্জীভূত যে ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা বাহিরের নানা জিনিষের সংঘাতে আস্তে আস্তে হাল্‌কা হইয়া আসিতেছিল—অল্প

কয়েকদিনের অতীতকে হঠাইয়া দিয়া অন্যরকমের একটা নিবিড় বর্ত্তমান তাহার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল। ....বন্ধুবর যোশী পাশেই বসিয়া ছিল, সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মোহিতের মনের লীলা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল।

যোশী বলিল, ফাষ্ট´ক্লাশের দু' একটা জিনিষ কিন্তু আজ সকালে দেখা হ'ল না!

—কী?

—সেখানকার জিম্‌ন্যাসিয়াম আর সুইমিং বাথ...

জিম্‌ন্যাসিয়াম সম্বন্ধে মোহিতের ধারণা খানিকটা ছিল, কলিকাতার কলেজে সে জিম্‌ন্যাসিয়ামে মাঝে মাঝে ডন-বৈঠকও করিয়াছে। ধরিয়া নিল যে জাহাজের জিম্‌ন্যাসিয়াম্‌ও সেই জাতীয় একটা জিনিষেরই ছোটখাট সংস্করণ হইবে।....সুইমিং বাথের সম্বন্ধে কিন্তু তাহার অভিজ্ঞতার চেয়ে কল্পনাই ছিল বেশী, আমেরিক্যান ফিল্‌ম্‌এর কল্যাণে। কল্পনা যাহা ছিল তাহাতে সে খুব উৎসাহিত বোধ করিল না, বলিল, কী হবে আর ঐসব ছাইভস্ম দেখে? ..তার চেয়ে না হয় কৃপালানির সাথে একটু গল্প করিগে....বেচারী একলাটি পড়ে আছে!

যোশী বলিল, সেখানে ত যাবই, তার আগে একটা অছিলায় ফাষ্ট´-ক্লাশের এই দুটো জিনিষ দেখে নিতে পারলে মন্দ হত না!

মোহিত জানিত সম্মতি আদায় করিতে যোশী সিদ্ধহস্ত। কাজেই সে আর কোন প্রতিবাদ করিল না।

চা'এর পর যাইবে স্থির হইল। মোহিত আবার অল্‌ডাস্‌ হাক্সলিতে মনোনিবেশ করিল।

চা'এর ঘণ্টা যখন পড়িল তখন মোহিতের বই প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এক নিঃশ্বাসে উপন্যাসটা শেষ করিয়া তাহার মনে গভীর তৃপ্তি হইতেছিল—যোশীকে দুই একটা জায়গা সে পড়িয়াও শুনাইয়াছিল। মোহিতের মনের অবস্থা সাধারণ গতিতে ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া যোশীও একটু আশ্বস্ত বোধ করিতেছিল, এবং ফার্ষ্টক্লাশ ডেকে একবার শীলা রজার্স এর সম্মুখীন হইয়া মোহিতের মনের এই প্রকৃতিস্থতাটা দৃঢ় করিয়া তুলিবে কিনা ভাবিতেছিল।

চা'এর পর দুপুরবেলার প্রোগ্র্যাম মত তাহারা গেল ফার্ষ্টক্লাশ জিমন্যাসিয়াম্ আর সুইমিং বাথ দেখিতে। জিমন্যাসিয়াম্ ছিল তখন খালি, মোহিত আর যোশী মহা উৎসাহে সেখানকার সাজসরঞ্জাম নাড়িয়া চাড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল।····কলের ঘোড়া দেখিয়া মোহিতের অত্যন্ত হাসি পাইল। বলিল, সমুদ্রের বুকে বুঝি এম্নি ক'রে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হয়?

তাহারপর সুইমিং বাথ এর পালা। যোশী বলিল, এবার হয়ত কিছু রঙীন্ জিনিষ চোখে পড়বে।····মোহিত একটু বিরক্তিসূচক ভ্রূভঙ্গী করিল।

আসলে কিন্তু সেরকম রঙীন্ কিছুই চোখে পড়িল না। স্নানের পালা আরম্ভ হয় সন্ধ্যার ঠিক আগে, তাই তখন স্নানার্থী-স্নানার্থিনী বড় কেহ ছিল না। মোহিত আর যোশী কাছেই একটি রেলিংএর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল।

মোহিত বলিল, চল, এবার কৃপালানির কাছে যাই।

যোশী বাধা দিয়া বলিল, আর একটু অপেক্ষা কর····বেশ সুন্দর বাতাস বইছে এখানে····

খানিকক্ষণ পর তাহারা যখন নীচের ডেকের দিকে রওনা হইবে এমন সময় পথে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল।

সুইমিং ডেকের সিঁড়ি দিয়া উভয়ে নীচে আসিতেছিল, মোহিত আগে আর যোশী পিছনে। এমন সময় তাহারা দেখিল সিঁড়ির পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া একজন পুরুষ এবং একটি মেয়ে—দুইজনেরই পরিধানে সুইমিং কষ্টিউম্। মেয়েটি আর কেহ নয়—শীলা রজার্স। সুইমিং কষ্টিউম্ এর উপর একটা বাথ্ গাউন জড়ান—নিতান্ত বেপরোয়া ভাবে।....কষ্টিউম্এর আঁটসাঁট বাঁধুনীতে তাহার দেহের প্রত্যেকটি রেখা যেন ফুটিয়া উঠিতেছিল অগ্নিশিখার মত....আর তাহার হাঁটিবার লীলায়িত ভঙ্গীটি মোহিতের মনে তাণ্ডবনৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছিল।

সঙ্গের লোকটিকে মোহিত চিনিতে পারে নাই কিন্তু যোশী দেখিয়াই চিনিয়াছিল—সে ছিল কর্ণেল গ্রীণ। খুব হাসিতে হাসিতে কর্ণেল গ্রীণ শীলার পাশাপাশি আসিতেছিলেন।

শীলা আর কর্ণেল সিঁড়ি দিয়া উঠিতে যাইবে এমন সময় লক্ষ্য করিল দুইটি ছেলে সিঁড়ির অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া আছে—নামিবার প্রতীক্ষায়।

মোহিত পলকের জন্য থতমত খাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু যোশী তাহার বাহুটি ধরিয়া তাহাকে সিঁড়ির একপাশে টানিয়া আনিল, আগন্তুক এবং তাহার সহচরীকে পথ ছাড়িয়া দিবার জন্যে।

শীলা মোহিত এবং যোশীকে দেখিয়া মুহূর্তের জন্য রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল....হয়ত বা তাহার একবার ইচ্ছা হইয়াছিল সাহসের সহিত মোহিত ও যোশীকে সম্ভাষণ করে। তাই সিঁড়ি দিয়া উঠিবার আগে সে একটু দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

কর্ণেল গ্রীণ শীলার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। অবস্থাটা যে একটু অস্বাভাবিক এবং অস্বস্তিকর হইয়া উঠিতেছে তাহা তাঁহার তীক্ষ্ণ চক্ষু এড়ায় নাই। ব্যাপারটাকে সহজ করিয়া নিবার প্রয়াসে তিনি শীলার বাহু আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, দেরী হ'য়ে যাচ্ছে, মিস্ রজার্স, চট্‌পট্ উঠে পড়ো....

কর্ণেলের কথায় এবং স্পর্শে শীলার চেতনা যেন ফিরিয়া আসিল। দম্‌কা একটা হাওয়ার মত সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সে সুইমিং বাথের দিকে ছুটিয়া পলাইল।... যোশী বা মোহিতকে একটা সম্ভাষণ করিবার সাহস পর্য্যন্ত তাহার হইলনা, অশান্ত মন নিয়া সদ্যোজাত ঝরণার গতিতে সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কর্ণেল গ্রীণ অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে সিঁড়ি দিয়া উঠিলেন। যোশীকে দেখিয়া সান্ধ্য-সম্ভাষণ জানাইলেন। যোশী অস্ফুটস্বরে তাহার প্রতি-উত্তর করিল।

মোহিত এতক্ষণ যেন কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কর্ণেল গ্রীণ দৃষ্টির বহির্ভূত হইতেই সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া শীলার উদ্দেশে উচ্চারণ করিল, ছিঃ!

ডেক্‌প্যাসেঞ্জারদের আস্তানায় যাইবার সিঁড়ির সম্মুখে আসিতেই মোহিত হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল, একা যাও এখন, যোশী, আমি একটু পরে আস্‌ছি।

যোশী বুঝিল মোহিত খানিকক্ষণের জন্যে নিজের মধ্যে আশ্রয় নিতে চায়। সে আর কোন আপত্তি না করিয়া নীচে চলিয়া গেল।

কৃপালানি তাঁহার আগের জায়গাটিতে ছিলেন না। তাঁহার লোটা-

কম্বল পুরাণো জায়গায়ই পড়িয়া ছিল, কিন্তু তিনি গিয়াছিলেন জাহাজের সম্মুখভাগে। যোশী তাঁহাকে অতি সহজেই খুঁজিয়া নিল।

যোশীকে আসিতে দেখিয়া কৃপানালির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। একটা লোহার নঙ্গরের উপর চাদর বিছাইয়া বসিয়াছিলেন, যোশীকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, আইয়ে বাবুজী····

যোশী বলিল, বেশ জায়গাটি খুঁজে বার ক'রে নিয়েছেন কিন্তু!

হাসিয়া কৃপালানি বলিলেন, আমাদের ত সৌখীন আরাম কেদারা আর অর্কেষ্ট্রার গান জুটবেনা, বাবুজী, আমাদের কোন রকমে টিঁকে থাক্‌লেই হ'ল! তবে ভগবানের দয়ার কণা থেকে আমরাও বঞ্চিত হইনে····সমুদ্রের জল, ফুরফুরে হাওয়া আর আকাশের গায়ে হোরিখেলার ছবি কারোই একচেটে নয় ব'লে এই জায়গায় বসেও তার আস্বাদ আমরা মাঝে মাঝে পাই!

জায়গাটা মোটেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, এদিকে ওদিকে নঙ্গর, লোহার শিকল, দড়িদড়া, অ্যালুমিনিয়ামের ডেক্‌চি প্রভৃতি ছড়ানো···· কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য ছিল সেখানে, সেখানকার গভীর নীরবতা ভাঙ্গিতে কোন লোকেরই সমাগম ছিল না। দূরে উপরে ফার্ষ্টক্লাশ ডেক হইতে হাসির লহরী ভাসিয়া আসিতেছিল বাতাসের সঙ্গে।

কৃপালানি একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া বলিলেন, ওরা চোখের উপর দূরবীণ লাগিয়ে মেঘ আর জলের বিশ্লেষণ করছে, বাবুজী, আর আমি আমার শাদা চোখ দিয়ে দেখছি ঝাপ্‌সা একটা রেখা! ওদের মনে কৌতূহল আছে প্রচুর, সময়ের দামও ওদের বেশী—আর আমি আমার নিরবচ্ছিন্ন অবসর নিয়ে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কাটিয়ে চলেছি একটি আকাশকুসুমের দিকে তাকিয়ে, বিশ্লেষণ করবার উত্তেজনা আমার মনের ত্রিসীমানায় ঠাঁই পাচ্ছেনা!

যোশী চুপ করিয়া শুনিতেছিল· ··কৃপালানির কথার স্রোতে বাধা দিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা হইতেছিল না।

কৃপালানি প্রশ্ন করিলেন, তোমার সেই বন্ধুটী কোথায় গেল, বাবুজী?

—ও আমার সাথেই আস্‌ছিল, হঠাৎ কী মনে হওয়ায় থম্‌কে দাঁড়াল, বল্‌লে, একটুখানি পরে আসবে!

একটুখানি চিন্তিতস্বরে কৃপালানি বলিলেন, ছেলেমানুষী ভাবটা তোমার বন্ধুর মন থেকে এখনও যায়নি' বাবুজী।···ওর সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা উচ্ছ্বাস—এতদিন ছিল যা' রুদ্ধ, জাহাজে উঠে বোধ হয় সাগরের বাতাস লেগে তা' উঠেছে ফেনিল হ'য়ে।····মনের উপর যে কৃত্রিম একটা আবরণ ছিল সেটা গেছে সরে, তার ভিতর থেকে ফুটে উঠেছে তার কল্পপ্রবণতা, নয় কি বাবুজী?

যোশী কৃপালানির চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল, বলিল, আপনি কী ভীষণ লোক চেনেন, কৃপালানিজী!

হাসিয়া কৃপালানি বলিলেন, পাগল!····আমি কতটুকুই বা দেখেছি বা পড়েছি?····তোমাদের জ্ঞান আমাদের চেয়ে কত বেশী!

গভীরস্বরে যোশী বলিল, অমন কথা বল্‌বেন না, কৃপালানিজী!···· আমার দুঃখ হচ্ছে শুধু এই ভেবে কেন এতদিন আপনাকে খুঁজে বার করিনি'····ক'টা দিন শুধু শুধু নষ্ট হ'য়ে গেছে!

যোশীর হাতের উপর একটা চাপড় মারিয়া কৃপালানি বলিলেন, তুমিও ছেলেমানুষী আরম্ভ করলে, বাবুজী!····নতুনের মাধুর্য্য বড় ভয়ানক— সেটা তোমায় পেয়ে বসেছে এখন।

কথাটা আংশিকভাবে হয়ত সত্য, তবু যোশী প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কিন্তু এমন অনেক নতুনত্ব আছে যা' কখনও পুরাণো হয় না!

হাসিয়া কৃপালানি বলিলেন, সেটা বিচার করবার সময় এখনও

আসেনি, বাবুজী....পুরাণো হবার মুহূর্ত্ত যখন আস্‌বে তখন সেটা পরখ ক'রে দেখো!

কী একটা কথা মনে হওয়ায় যোশী প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, আপনার বয়স কত, কৃপালানিজী?

—আন্দাজ কর দেখি....

—পঞ্চাশ?

—আমাকে কি ততখানি বুড়ো দেখায়, বাবুজী?

একটুখানি লজ্জিত হইয়া যোশী বলিল, না, ঠিক নয়...আপনার বয়স পঁয়তাল্লিশ হবে বোধ হয়, নয় কি?

হাসিয়া কৃপালানি বলিলেন, হ'লনা, বাবুজী...আমার একটি ধমকেই তুমি কক্ষভ্রষ্ট হ'য়ে গেলে!....আমার বয়স এখন পঁয়ষট্টি ছাড়িয়ে গেছে... দেশে আমার বড় ছেলে আছে, দোকান করছে, তার বয়সই ত প্রায় পঁয়তাল্লিশ হ'তে চল্‌ল!

সম্ভ্রম এবং বিস্ময়পূর্ণ চোখে যোশী বলিল, আপনি আমায় কক্ষভ্রষ্ট করেছেন বলে আমার একটুও লজ্জা হচ্ছে না, কৃপালানিজী....আমার চেয়ে অনেক বেশী অভিজ্ঞ লোককেও আপনি কক্ষচ্যুত করতে পারেন।

এমন সময় হাসিমুখে মোহিত আসিয়া উপস্থিত হইল। কৃপালানির দিকে তাকাইয়া বলিল, মনটা একটু বেপরোয়া হ'য়ে গিয়েছিল, কৃপালানিজী, তাই খোলা বাতাসে সেটাকে সুস্থ ক'রে আনলুম....

কৃপালানি সস্নেহদৃষ্টিতে মোহিতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তোমার জন্য কেন যেন আমার ভয়ানক ভয় হয়, বাবুজী! তোমাকে দেখ্‌লে আমার নাতিটার কথা মনে পড়ে, সে তোমারই বয়সী হবে, কিংবা হয়ত

তোমার চেয়ে বছরখানেকের ছোট····তোমার মত অন্যমনস্ক কল্পনাপ্রবণ মন তারও····

মোহিত বলিল, জানইত, কৃপালানিজী, এ হচ্ছে বাতাসের দোষ···· বাতাস যদি মনকে চঞ্চল ক'রে দেয় তবে আমি আর কী করতে পারি?

তিরস্কারসূচক কণ্ঠে কৃপালানি বলিলেন, এ আমি কখ্খনই মান্‌তে রাজী নই, বাবুজী···বাতাস ত বইবেই, সমুদ্রের দোলা গায়ে এসে ত লাগবেই, তাই ব'লে কি তাতে মন এলিয়ে দিয়ে থাকাটা খুব সমীচীন?

মোহিতের তর্কের স্পৃহা চাপিয়া উঠিয়াছিল। কৃপালানির মনের স্বচ্ছতা তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল এবং সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে তর্ক যদি সে করে তবুও কৃপালানির মনের স্বচ্ছ স্নেহ তাহাতে একটুও কমিবেনা। বলিল, আপনি আগে থেকেই ধরে নিচ্ছন, কৃপালানিজী, যে বাতাস এবং সমুদ্রের এই চঞ্চল-করিয়ে-দেওয়া স্বভাবটা খারাপ, অন্ততঃ কৃত্রিম—তাই আপনি উপদেশ দিচ্ছেন, সাবধানে চলো!····আমি যদি সেটা না মানি?

কৃপালানি বলিলেন, তোমার ইঙ্গিত আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, বাবুজী, তোমার কথা যে একেবারে ভুল এমন কথা আমি বল্‌তে পারিনে, কারণ যা' স্বভাবজ তার সাথে আমার ঝগড়া কোনদিনই নেই।····তবু আমার মনে হয় তুমি যখন আকাশ-বাতাসের এই দুরন্তপনা থেকে নিজেকে মুক্ত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছ তখন এই চেষ্টাটাই তোমার স্বভাব, চঞ্চল-হয়ে-যাওয়াটা তোমার স্বভাবের বাইরে!

হাসিয়া মোহিত বলিল, কিন্তু এমনও ত' হ'তে পারে যে আমার স্বভাব হচ্ছে দুটো এবং তাতে সংঘাত লেগেছে আজ!····তাদের সামঞ্জস্য কর্‌তে পার্‌ছি না বলেই নিজের খেয়ালমত একটাকে বড় ক'রে আর একটাকে নির্ম্মূল কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি!

সন্ধ্যার ছায়ায় মোহিত এবং যোশী যখন উপরে নিজেদের ডেকে ফিরিয়া আসিল তখন মোহিতের মন অনেকখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সারাটা পথ সে যোশীর সঙ্গে কৃপালানির কথা আলোচনা করিতেছিল···কৃপালানির সঙ্গে পরিচয় তাহার মনের একটা অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছিল। ···শিল্পীর অনুভূতি নিয়া এই অভিজ্ঞতাটুকু সে নানা রংএ রঞ্জিত করিয়া দেখিতেছিল, এক অননুভূতপূর্ব্ব অনুবেদনার সঞ্চার সে উপলব্ধি করিতেছিল।



*

*   *

সোমবার জাহাজ সুয়েজে যখন পৌছিল তখন ভোর হইয়া গিয়াছে। ইহার আগের সোমবারটিতে মোহিত দেশের মাটির নিকট হইতে বিদায় নিয়াছিল—এবার তাহাকে বিদায় নিতে হইবে শুধু দেশের নিকট হইতে নহে, সমস্ত প্রাচ্যভূমির স্নেহ-আলিঙ্গনের বন্ধন হইতে।....অজানা দেশে সে চলিয়াছে—কতদিনের জন্য কে জানে?....জলে ভাসা অবধি জাহাজের দোলানি থামে নাই, উত্থানপতনের বেগ মাঝে মাঝে মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয় নাই একবারও।

শীলার সঙ্গে এ কয়দিন তাহার দেখা হয় নাই। সেই যে সেদিন সুইমিং-বাথের সিঁড়ির কাছে একটা খণ্ডদৃশ্যের অভিনয় হইয়া গেল তাহার পর সে যেন একেবারে চিরদিনের জন্য নেপথ্যে সরিয়া গিয়াছিল, ভুলিয়াও সে সেকেণ্ডক্লাশের সীমানায় আর পা' দেয় নাই।

যোশীর এক একবার তীব্র ইচ্ছা হইতেছিল শীলা রজার্স'এর কাছে যাইয়া কথা বলে, মোহিতের প্রতি তাহার ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের বেগ কোথায় অন্তর্হিত হইল প্রশ্ন করে। কিন্তু সে যে সেদিন তাহাদিগকে না চিনিবার ভাণ করিয়া সম্ভাষণটুকু পর্য্যন্ত করে নাই তাহার অপমানবেদনা তাহার মনে ভীষণভাবে বাজিয়াছিল। তাহার পর যখন সে দেখিল মোহিতের বিক্ষুব্ধ মনও শান্ত হইয়া আসিয়াছে তখন সে ভাবিল, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা নিয়া আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া কী লাভ? ক্ষতকে নাড়িয়া চাড়িয়া নূতন করিয়া দেওয়ায় ত কোন সার্থকতা নাই!

বিক্ষুব্ধ চিত্ত যদি সত্য সত্যই শান্ত হইয়া গিয়া থাকিত তাহা হইলে কোন কথাই ছিলনা, কিন্তু মোহিত নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না তাহার

মন শান্ত হইয়া গিয়াছে কি না। বাহিরের সমতাতে ত আর অন্তরের সমতার পরীক্ষা হয়না, আর অন্তরের সমতা বিচার করিবার মত শক্তিও যেন সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল !....সাগর দোলায় যে ঢেউ ওঠে তাহা কি শুধু জলের উপরেই খেলে, না দোলানির সংঘাতে অভ্যন্তরেও একটা ফল্গুস্রোত প্রবাহিত হয় ?

সে নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে তাহার মনের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য নাই। তাই যোশী যখন কৃপালানির কাছে প্রস্তাব করিল মিশরের পিরামিড স্ফিঙ্ক্‌স্‌ দেখিয়া না আসাটা ভয়ানক একটা নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হইবে তখন সে গভীর উৎসাহে তাহাতে সম্মতি দিল।

কৃপালানি বলিলেন, বাবুজী, আমি মুখ্‌খু সুখ্‌খু মানুষ, তোমাদের বিদ্যা নিয়ে ত' ওসব জিনিষ আমি দেখ্‌ব না, আমি দেখ্‌ব আমার সহজ বুদ্ধি দিয়ে। আমার সাধারণ চোখ দিয়ে দেখ্‌ব একটা সভ্যতার বিকাশ যার আলো বহু শতাব্দী আগে আমাদের দেশের মত আরেক দেশে ফুটে উঠেছিল।....তবে তোমাদের সংসর্গ এই বুড়ো বয়সে ভালো লাগে দেখতেই পাচ্ছ....লোভ সামলানো দায় !

সুয়েজ্‌ হইতে পোর্ট সেড্‌ পর্য্যন্ত জাহাজ যাইতে আঠার ঘণ্টা লাগে। ঠিক হইল, যোশী, মোহিত আর কৃপালানি তিনজনে ট্যাক্সি করিয়া যাইবে মরুভূমির ভিতর দিয়া। প্রথমে কায়রো সহরটা দেখিয়া সেখানে কোন একটা রেস্তঁরায় লাঞ্চ খাইয়া বিকালের দিকে যাইবে পিরামিড্‌ আর স্ফিঙ্ক্‌স্‌ দেখিতে....কায়রোর উপকণ্ঠে। সেখান হইতে ট্রেনে করিয়া তাহারা আসিবে পোর্ট সেডে, জাহাজ ধরিবে সেখানে।

সুয়েজে জাহাজ ভিড়িবার আগেই যোশী ষ্টুয়ার্ডকে তাহাদের প্রোগ্র্যাম জানাইল। ষ্টুয়ার্ড বলিল, ট্যাক্সি পাইতে তাহাদের কোন অসুবিধা

হইবেনা, তাহারা যদি বড় একটা পার্টি করে তবে মোটরবাস্‌এরও বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

মোহিত প্রশ্ন করিল, পথে যদি কোন ব্রেক্‌ডাউন্‌ হয় তাহ'লে কী উপায় হবে?....ষ্টুয়ার্ড একটু হাসিল। বলিল, তার উপায় কর্‌বে ড্রাইভার....আমাদের জাহাজ নির্দ্দিষ্ট সময়টিতে পোর্ট সেড্‌ ছাড়্‌বেই!

মোহিত ক্ষণেকের জন্য একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল, ষ্টুয়ার্ড হাসিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, ব্রেক্‌ডাউন খুব কচিৎ হয়, আর যদিও বা হয় তার জন্যে কারো পোর্ট সেডে জাহাজ ধরাটা আটকে থাকেনা।

কৃপালানি কথোপকথনের মর্ম্ম শুনিয়া বলিলেন, ব্রেক্‌ডাউন হ'লে কোনই ভয় নেই, বাবুজী....আমি কলকব্জার বিষয় একটু আধটু জানি.... আর যদি কপালে মিশরের ভাত লিখে থাকে তাহ'লে না হয় তার স্বাদটুকু নেওয়া যাবে....কী বল?

ট্যাক্সি করিয়া তাহারা রওনা হইল মরুভূমির মধ্য দিয়া। কৃপালানির নিকট মরুভূমি নূতন জিনিষ কিছুই নহে, রাজপুতানা আর সিন্ধ্‌এ ইহার খানিকটা আভাষ সে দেখিয়াছে। যোশী আর মোহিত কিন্তু দেখিয়া ভয়ানক পুলকিত হইয়া উঠিল।

একটা ছোটখাট ওয়েসিস্‌এর পাশ দিয়া তাহারা যখন যাইতেছে যোশী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আজ অনেকগুলো দল কিন্তু এপথ দিয়ে যাবে, মোহিত....আমাদের শীলা রজার্স'এর সাথে যদি হ'য়ে দেখা যায় তাহ'লে চম্‌কে উঠো না কিন্তু...

তাচ্ছিল্যপূর্ণ স্বরে মোহিত জবাব দিল, তুমিও যেমন!....যেন শীলা রজার্স'এর ভাবনায় আমার ঘুম হয়না!

কৃপালানি ইহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন, ঔৎসুক্যের সহিত প্রশ্ন করিলেন, শালা রজাস´টী কে ?

যোশী কিছু বলিবার আগেই মোহিত বলিল, একটি মেয়ে, পশ্চিম দেশের প্রতীক বল্‌লেও চলে···বিদ্যুৎ আছে যথেষ্ট অন্ততঃ তার গুণগুলো তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান্‌···

কৃপালানি ঠিক বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিলেন, তার মানে ?

—মানে আর কিছুই নয়—তিনি বিদ্যুতের মত একটুখানি চমক দেখান মাঝে মাঝে, ভাবেন তাঁর ঝলকে সবাই উদ্ভাসিত হ'য়ে যাবে !··· কিন্তু তাঁর ক্ষণিক ঝলকের ফল হয় এই যে মুহূর্ত্তের আলোর পর সবই হ'য়ে আসে অন্ধকার। যাঁরা উদ্ভাসিত হন তাঁদের চোখে তাঁর ছবি কতক্ষণ থাকে জানা যায়নি', তবে অনেকের মধ্যে তা' স্থায়ী হয়না একথা আমি শুনেছি !

মোহিতের কথার তীব্রতা দেখিয়া যোশী একটু হাসিল। কৃপালানি গম্ভীর ভাবে চুপ করিয়া রহিলেন।

কায়রোর দর্শনীয় জায়গাগুলি দেখিয়া তাহারা ট্যাক্সিওয়ালাকে বলিল, একটা মিশরীয় কোন রেস্তঁরায় নিয়া যাইতে। প্রস্তাবটা আসিল কৃপালানির নিকট হইতে। বলিলেন, যে দেশের এত সব প্রাসাদ, দুর্গ আর মস্‌জিদ দেখলুম সেখানকার আহার আর পানীয় কেমন দেখা যাক্‌।

কায়রোর বাজারের বিসর্পগতি গলিগুলির মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া একটা মিশরীর রেস্তঁরায় যাইয়া তাহারা উপস্থিত হইল। যোশী একটু আধটু ফরাসী জানিত, সে অর্ডার দিবার ভার গ্রহণ করিল।

বিচিত্র মিশরীয় পোষাকপরিহিত ওয়েটার আসিয়া জানাইল যে খাবার তৈরী হইতে প্রায় আধঘণ্টা দেরী হইবে।

যোশী ভয়ানক বিরক্ত হইয়া বলিল, এরাও কি আমাদের দেশেরই মত? সামান্য খাবার তৈরী হ'তে লাগ্‌বে একযুগ?

কৃপালানি সান্ত্বনার সুরে বলিলেন, রাগ ক'রোনা, বাবুজী, পূবদেশের আবহাওয়ার শেষ ত এখানেই, সেটুকু না হয় প্রসন্ন মনে মেনে নাও! তারপর যখন উদ্দাম গতির ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়্‌বে তখন এই আলস্য-ভরা গতিহীনতার অভাব অনুভব ক'রে হয়ত মনে দুঃখও পাবে!

মোহিত বাহিরের জনপ্রবাহ এবং তাহার কোলাহল লক্ষ্য করিতেছিল। খাবার তৈরী হইতে দেরী হইবে শুনিয়া সে প্রস্তাব করিল যে ইতিমধ্যে মিশরের বাজারের মধ্যে একবার ঘুরিয়া আসা যাইতে পারে!....তাহারপর একটুখানি আরক্ত মুখে সে বলিল, তা'ছাড়া এদের মেয়েদের অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে কালো চোখের যা' চাউনী দেখ্‌ছি তাতে আমার মনটা চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে সেটা আমি অসঙ্কোচে স্বীকার কর্‌তে প্রস্তুত আছি।

যোশী আর কৃপালানি কিন্তু তখনই সেখান হইতে উঠিতে রাজী হইলনা। বলিল, মিশরসুন্দরীদের কটাক্ষ আর মিশরসুন্দরদের বাজার ত এখনই শেষ হ'য়ে যাচ্ছে না, ফেরবার পথে সে সব ভালো ক'রে দেখা যাবে!

মোহিতের চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। সে কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া বলিল, আমি একটু ঘুরে আসি, যোশী···আধঘণ্টা শেষ হবার আগেই ফিরে আস্‌ব অবশ্যি!

যোশী এবং কৃপালানি বলিল, দেখো, পথ হারিয়ে যেয়োনা কিন্তু.... এখানকার সুন্দরীদের মানুষ ভুলাবার সুনাম আছে মোহিত....

মোহিত হাসিয়া বলিল, যদি পথ হারিয়েই যাই তাহ'লে পিরামিডের মরুর সম্মুখে দেখা হবে নিশ্চয়ই!

কথাটা সে বলিয়াছিল উপহাসের সুরেই....সেটা যে সত্য সত্যই ঘটিবে তাহা সে কল্পনা ও করে নাই।

রেস্তরাঁ হইতে বাহির হইয়া মোহিত সোজা বাঁ-দিকে চলিয়া গেল। খানিক দূরে যাইয়াই প্রকাণ্ড বাজার, তাহার গোলক ধাঁধার মধ্যে সোজা ঢুকিয়া পড়িল সে, কোন প্রকার অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই।

একটা দোকানের সো-কেস্‌এর বাহিরে সে মিশরের গৃহশিল্পের অর্ঘ্যসম্ভার মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছিল এমন সময় ভিতর হইতে একজন লোক আসিয়া পরিষ্কার ইংরাজীতে তাহাকে বলিল, দয়া ক'রে একবার ভেতরে আস্‌বেন কি?....আপনার ভালো-লাগ্‌তে-পারে এমন দু'একটা জিনিষ আপনাকে দেখাতে পারি....

প্রথমে মোহিত ভাবিল যে দোকানের ভিতর ঢুকিলেই অসম্ভব রকম দেরী হইয়া যাইবে, ওদিকে রেস্তঁরায় হয়ত খাবার সম্মুখে নিয়া যোশী আর রুপালানি বসিয়া থাকিবে। কিন্তু কতকটা নিজের কৌতূহলে, কতকটা দোকানদারের আগ্রহে সে ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

দোকানি ছোটখাট নানা জিনিষ তাহার সম্মুখে খুলিয়া ধরিল। মোহিত প্রশংসমান চোখে সে সব পরীক্ষা করিতেছিল এবং মনে মনে ভাবিতেছিল স্মারক স্বরূপ ছোট একটা কিছু কিনিয়া নিয়া যাইবে কিনা, এমন সময় সে ভয়ানক ভাবে চমকাইয়া উঠিল তাহার বাঁ-পাশে একটি মেয়ে-কণ্ঠে সম্ভাষণ শুনিয়া : কেমন আছ, মোহিত?

পাশ ফিরিয়া দেখিল, শীলা রঙ্গাস্বা´....একা....

মুহূর্তের মধ্যে মোহিতের মনের এতদিনকার রুদ্ধ আবেগ হাল্‌কা হইয়া গেল—অভিমান এবং বিরক্তির ছায়া অপসৃত হইয়া অত্যন্ত

নিকটের একটা নিবিড় বর্ত্তমান তাহার মর্ম্মের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝঙ্কার ফুটাইয়া তুলিল। একটা অস্বাভাবিক এবং অসাময়িক ঘুম হইতে যেন সে জাগিয়া উঠিল।

কী যে বলিবে মোহিত প্রথমে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। শীলা বোধ হয় তাহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই প্রথম প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে আবার প্রশ্ন করিল, কিছু কিন্‌তে চাচ্ছ বুঝি?

এবার মোহিত কথা বলিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাইল, অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে বলিল, হ্যাঁ....এতগুলো জিনিষ সম্মুখে ফেলে দিয়েছে, এর কোন্‌টা যে নেব ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিনা...

শীলা ডানদিকে একটু ঝুঁকিয়া জিনিষগুলি গভীর উৎসাহের সহিত পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল।....সিগারেটের নল, সিগারেটের কেস, কলম, ছুরী, প্রবালের এবং কাচের মালা, পাউডারবক্স, আয়না, মেয়েদের ভ্যানিটি-ব্যাগ, রং-বেরংএর পাথর, টাই, মোজা—অসংখ্য এবং অগুণ্‌তি, সবগুলোর মধ্যেই মিশরের কোন বিশেষ ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক ছাপ....

শীলা হাসিয়া বলিল, আমার পছন্দ কি তোমার মনে ধর্‌বে?

—কেন ধর্‌বে না?

—তাহ'লে এটি নাও।....বলিয়া সে ফ্রেমে বাঁধান ছোট একটি পিরামিড আর স্ফিঙ্কস্‌এর ছবি তুলিয়া ধরিল।...মিশরীয় এক আর্টিষ্টএর আঁকা, মরুভূমির আকাশ হইয়া আসিয়াছে কালো, বাতাসে ধরিয়াছে গুমোট্‌...যেন প্রলয়ের আবাহন। আর তাহারই মাঝখানে স্ফিঙ্কসএর ভ্রূকুটি-কুটিল মূর্ত্তি পথ আগ্‌লাইয়া বসিয়া আছে বিশ্বস্ত প্রতিহারীর মত...মিশর-সম্রাট্‌দের সমাধিগুলি পাহারা দিতে।

ছবিটি মোহিতের খুবই পছন্দ হইল। সে দাম জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, এমন সময় শীলা তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, এবার তোমার পালা, মোহিত···তুমি আমার জন্যে একটা উপহার বেছে দাও দেখি···

মোহিত ভয়ানক মুস্কিলে পড়িল, বলিল, কিন্তু তোমার কোন্‌টা পছন্দ-অপছন্দ হ'বে তা যে আমি জানিনে···

যেন ভয়ানক ছেলেমানুষের মত মোহিত প্রতিবাদটা করিয়াছে এমন একটা ভাব দেখাইয়া শীলা বলিল, বাঃ রে!···আমি তোমার জিনিষটা পছন্দ করলুম কী ক'রে?

সত্যই ত! এই কথার জবাব দিবার কিছু মোহিতের ছিল না। সে নতশিরে জিনিষগুলি নাড়াচাড়া করিয়া একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া ছোট একটা পাউডার-বক্স শীলার সম্মুখে ধরিল। তাহার ঢাক্‌নার উপর প্রাগৈতিহাসিক যুগের ছবিওয়ালা ভাষায় লেখা দুইটা লাইন, আর নাইল্ নদের ছবি—সবটা এনামেলের কাজ করা।

শীলা প্রস্তাব করিল যে মোহিতের ছবিটির দাম দিবে সে, আর মোহিত দিবে তাহার পাউডার-বক্সটির দাম। মোহিত তাহার প্রস্তাবে অবাক্ হইয়া প্রশ্ন করিল, কেন?

—একটুখানি খুসীর কাছে আত্মসমর্পণ এ···

মোহিত আর কোন আপত্তি করিল না।

দাম চুকাইয়া দিয়া দুইজনে যখন দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিল তখন মোহিতের মনে পড়িল যোশী আর কৃপালানি তাহার অপেক্ষায় রেস্তরাঁয় বসিয়া আছে। তাড়াতাড়ি ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া দেখিল দোকানের হাওয়ায় এবং শীলার সংসর্গে কখন যে একটি ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে সে টেরও পায় নাই।

শশব্যস্তে সে বলিল, আমায় এখ্‌খুনি যেতে হবে, শীলা, যোশী আর আর একটি বন্ধু আমার জন্যে এক রেস্তরাঁয় বসে আছে···

শীলা বলিল, রেস্তঁরায়? কোথায় সেটা?

—এই বাজারের বাইরেই—একটা মিশরীয় রেস্তঁরা।

—বাজারের বাইরেই ত? একটা জুয়েলারের দোকানের পাশে? আমার ট্যাক্সিও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, চলো···

—তুমিও কি সেখানেই যাচ্ছ, শীলা?

—হ্যাঁ, তোমার আপত্তি নেই ত?

মোহিত একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, না, না, আপত্তির কথা বল্‌ছিনা····তোমার সঙ্গীসাথীরা সব কোথায়?

ভারী চমৎকার একটি হাসি হাসিয়া শীলা জবাব দিল, আজ আমি সঙ্গীসাথীর বন্ধন এড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছি, মোহিত···মরুভূমির মাঝ থেকে একটি সহচর খুঁজে নিতে, বেদুইন বা কৃষক যেই হোক্‌ সে···

বাজারের গোলকধাঁধার মধ্য দিয়া শীলা রজার্স যখন তাহাকে জুয়েলারের দোকানের পাশে এক মিশরীয় রেস্তঁরার সম্মুখে আনিয়া হাজির করিল তখন মোহিত দেখিল যোশী আর কৃপালানি যেখানে ছিল এ সে রেস্তঁরা নয়।····কায়রোর বাজারে জুয়েলারের দোকানের পাশে যে এত মিশরীয় রেস্তঁরা রহিয়াছে তাহা কে জানিত?

সে শীলাকে জানাইল যে সে ভুল জায়গায় আসিয়াছে।

—তাই ত, এখন কী করা যায়?

ট্যাক্সিওয়ালাকে মোহিত প্রশ্ন করিল। ট্যাক্সিওয়ালা বলিল বাজারের

আশেপাশে এরকম অন্ততঃ পঞ্চাশটা রেস্তঁরা আছে, রাস্তার নাম না জানিলে খুঁজিয়া বাহির করা মুস্কিল।

মোহিত রাস্তার নাম মুখস্ত করিয়া রাখে নাই, সে অসহায় ভাবে শীলা রজার্স'এর দিকে তাকাইল। শীলা চিন্তিতস্বরে বলিল, আমারই অন্যায় হ'য়ে গেল, মোহিত....তোমার বন্ধুরা ভাব্‌বেন কী?

মোহিত বলিল, এস, একটু খোঁজা যাক্, যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকে তাহ'লে দেখা মিলেও যেতে পারে ত।

ট্যাক্সিওয়ালা তাহাদের নির্দ্দেশমত এদিক ওদিক প্রায় আধ-ঘণ্টাখানেক ঘুরিল, কিন্তু মোহিতের পরিচিত রেস্তঁরার সন্ধান আর মিলিল না! ঘুণাক্ষরেও মোহিতের মনেই হইলনা যে তাহারা খুঁজিতেছে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে, যোশী আর কৃপালানি বসিয়া আছে বাজারের অপর সীমান্তে।

শীলা বলিল, তা'হলে কী করবে, মোহিত?

মোহিত বর্ত্তমানের স্রোতে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিল, কী আর কর্‌ব?....ওরা ত পিরামিড্ দেখ্‌তে যাচ্ছেই....আমিও একটা ট্যাক্সি নিয়ে সেখানে চলে যাই—দেখা সেখানে নিশ্চয় মিল্‌বে....

শীলা একটু সঙ্কোচের সহিত বলিল, আমার সাথে আস্‌তে তোমার আপত্তি আছে, মোহিত? আমিও ত সেখানে যাব....

মোহিত জবাব দিল, আপত্তি থাক্‌লেও আপত্তি কর্‌বনা, শীলা। যার উপর হাত নেই সেই ভবিতব্য ব'লে পদার্থটা যখন আমায় এমন ঘোরাচ্ছে তখন তার সাথে সন্ধি করাই ভালো....

শীলা প্রস্তাব করিল, তাহ'লে কোথাও খেয়ে নেই, কী বল?.... তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়....

—খিদে ত বেশ পেয়েছে, শীলা, তবে খুব বেশী দেরী করা উচিত

হ'বেনা, ওদের সাথে দেখা হওয়া চাইই কিন্তু....নইলে বিষম একটা গোলমাল হ'য়ে যাবে!

—বেশী দেরী হবেনা, মোহিত। আর তোমার বন্ধুরা কি রোদ্‌টা একটু না পড়্‌লে সেই মরুভূমির মাঝখানে যাবেন?....শুনেছি সেখানে আশেপাশে এক বিন্দুও জল নাকি নেই, সব ওয়েসিস্‌ শুকিয়ে গেছে বালুর ঝড়ে....

কথাটা সঙ্গত। পোর্ট সেডে পৌঁছিবার ট্রেন ছাড়িবে সন্ধ্যায়....এত শীগ্‌গীর তাহারা নিশ্চয়ই পিরামিড্‌ দেখিতে যাইবেনা....হয়ত বা বাজারের মধ্যে তাহার সন্ধানে একটু ঘোরাফেরাও করিবে!

রেস্তঁরায় বসিয়া মোহিত অবাক্‌ হইয়া ভাবিতেছিল কী করিয়া এমন আচম্‌কা দেখার পরও তাহার আর শীলার কথাবার্ত্তা এত সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া আসিল। যেন কিছুই হয় নাই....দুইজন বন্ধু যেন অপরিচিত কোলাহলের মধ্যে পরস্পরের সুর চিনিতে পারিয়া নিজেদের নিগূঢ় বন্ধনটিকে নিবিড় করিয়া নিয়াছে!

হঠাৎ শীলা রজার্স প্রশ্ন করিল, তুমি আমার উপর ভয়ানক রাগ করেছিলে মোহিত, নয় কি?

স্বপ্নোত্থিতের মত তন্দ্রাজড়িতস্বরে মোহিত বলিল, ভয়ানক করেছিলুম কি না বল্‌তে পারিনা, শীলা, তবে একটু করেছিলুম....এবং সেটা বোধ হয় রাগ নয়—বেদনা-মেশানো অভিমান....

খুবই খোলাখুলিভাবে মোহিত নিজের মনটি শীলার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। এইভাবে তুলিয়া ধরিতে আর কেহই বোধ হয় পারিতনা. অন্ততঃ সাহস হইতনা অনেকেরই।....শীলা গভীরস্বরে বলিল, অভিমান কখন হয়, জানো?

—জানি····

ছোট একটি উত্তর। ইহার মধ্যে না আছে উচ্ছ্বাস, না আছে দীপ্তি। কিন্তু অনুভূতির গভীরতার রঙীন্ আলোকে ছোট কথাটি ঠিকরাইয়া যেন স্নেহ ঝরিয়া পড়িতেছিল।

শীলা তাহার পাউডার-বক্সটি নিয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, তোমার এই উপহারটি আমার কাছে চির-অমূল্য হ'য়ে থাক্‌বে, মোহিত····

মোহিত কোন জবাব দিল না।

শীলা বলিতে লাগিল, জানি তুমি আমার সম্বন্ধে অনেক কিছুই ভেবেছ। সেসব প্রতিবাদ কর্‌বার মত শক্তি বা সাহস আমার নেই।···· তবে একটি অনুরোধ, সে সব আজকের কয়েকটি ঘণ্টার মত ভুলে যাও···· হঠাৎ-পাওয়া এমন অবসরটুকু নির্ম্মল এবং ক্লেদহীন ক'রে তুলো না।

মোহিত বলিল, তোমার প্রতি খানিকটা শ্রদ্ধা এবং প্রীতি যদি অটুট না থাক্‌ত, শীলা, তবে অভিমানের রেখাটুকু পর্য্যন্ত আমার মনে স্থান পেতনা, এটা ভুলে যাচ্ছ কেন?

শীলার মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল।

লাঞ্চের পর ট্যাক্সি করিয়া তাহারা পিরামিড্ অভিমুখে রওনা হইল। ট্যাক্সিওয়ালা তাদের নির্দ্দেশমত নাইলের পাশ দিয়া গাড়ী চালাইয়া নিয়া গেল। নয়নাভিরাম ঘনসবুজ গাছের শ্রেণী দুইধারে, পাশে নাইলের স্রোত বহিয়া যাইতেছে।

শীলা মুগ্ধভাবে বলিল, কী সুন্দর!

মোহিত বলিল, এদেশের লোকে নাইল্‌কে দেবতার মত পূজো

করে—এর জল হচ্ছে চাষীদের প্রাণ, এর গভীরতা আন্‌ছে বাণিজ্যের সম্ভার....

ট্যাক্সি নাইলের উপর বিশাল ব্রিজ্ অতিক্রম করিয়া চলিল পিরামিডের দিকে—মরুভূমির পথে। মোহিত বলিল, বেজায় গরম লাগ্‌ছে না?

—হ্যাঁ....এদেশে যদি এই নাইল্ না থাক্‌ত তাহ'লে এদের কী অবস্থা হ'ত!

মরুভূমির মধ্য দিয়া ট্যাক্সি চলিয়াছে। হঠাৎ ট্যাক্সিওয়ালা বলিয়া উঠিল, ঐ দেখুন, বাঁ-দিকে একটা জলের রেখা বলে মনে হচ্ছে, ওখানে আসলে কিন্তু সবটাই বালু....ও হচ্ছে মরীচিকা!

মরীচিকা!—ছেলেবেলায় ভূগোলে উহার সংজ্ঞা পড়িয়াছে, কল্পনার চোখে তখন কত কী ছবিই না আঁকিয়াছে!....এই সেই!

শীলা প্রশ্ন করিল, সত্যিই ওখানে জল নেই, মোহিত?....আমি যে দিব্যি দেখ্‌তে পাচ্ছি জলের উপর ঢেউএর রেখা!

মোহিত হাসিয়া বলিল, তোমার দিব্যচক্ষুও যে নির্ভুল নয় তার প্রমাণ হচ্ছে এখানেই...

—তুমি আমায় খোঁচা দিতে পার্‌লে খুব খুসী হও, না মোহিত?.... শীলা মোহিতের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল।

মোহিত একটু সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, এই দেখ—আবার অভিমান হ'ল!....যাই বল, শীলা, তোমাদের মনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ভার!

মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত করিয়া তাহার হাতের পকেট গাইড বুকটা মোহিতের কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া শীলা বলিল, এখনও বল্‌বে অভিমান করেছি?

ট্যাক্সি যখন পিরামিডের সম্মুখে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল তখন একপাল গাইড্ শীলা আর মোহিতকে ছাকিয়া ধরিল। শীলা আর মোহিত গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া তাহাদিগকে এড়াইয়া অগ্রসর হইল—যেন তাহাদের ভাষা কিছুই বুঝিতে পারিতেছেনা! একটা গাইড্ কিন্তু নাছোড়বান্দা, সে ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইট্যালীয়ান, ডাচ্, স্প্যানিশ্, অ্যারেবিক্ সব কয়টা ভাষায় প্রশ্ন করিয়া ও যখন কোন জবাব পাইলনা তখন তাহার শেষ অস্ত্র ছাড়িল মুখ এবং হাতের ভঙ্গী দিয়া ভাবপ্রকাশ।....মোহিত ভয়ানকভাবে খুসী হইয়া লোকটাকে বক্‌শিস্ দিয়া বিদায় করিল, বলিল, এর পরও যদি আমরা বলি যে ওর ভাষা বুঝ্‌তে পারিনি' তাহ'লে ভয়ানক ভণ্ডামি করা হবে!

রৌদ্র যদিও তখন পড়িয়া আসিয়াছে তবু মরুভূমির বালু উত্তপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু পিরামিড্ দেখিবার উৎসাহ দুইজনেরই এত প্রবল যে সব অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা চলিল।

স্ফিঙ্ক্‌স্‌এর সম্মুখে আসিয়া শীলা মুগ্ধনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

মোহিত বলিল, এই যে স্ফিঙ্ক্‌স্ দেখ্‌ছ এ হচ্ছে এখানকার প্রহরী ....শান্তিসুপ্ত আত্মাদের বিশ্রামে যাতে কেউ বিঘ্ন না ঘটায় তারই জন্য এর স্থাপনা....

শীলা প্রশ্ন করিল, তুমি এসব বিশ্বাস কর, মোহিত?

—আমি যে দেশের মানুষ, শীলা, সেদেশে লোকে এরকম অনেক জিনিষই বিশ্বাস করে....

—আমি লোকের কথা জিজ্ঞেস্ করছিনা, মোহিত, তোমার কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌ছি....

—বিশ্বাস করি কি না জানিনে, তবে যারা সত্যি বিশ্বাস করে তাদের

অন্তরের গভীরতার কাছে আমার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে আমি একটুও ইতস্ততঃ করিনে'।

বড় পিরামিডের সম্মুখে আসিয়া মোহিত প্রস্তাব করিল যে সে ভিতরে ঢুকিবে—অভ্যন্তরে রাজা এবং রাণীর ঘরগুলি দেখিয়া আসিবে···

—উঠ্‌বার পথ আছে, মোহিত?····

—গাইড্‌বুক ত বল্‌ছে, আছে····তবে একটুখানি কষ্ট হবে তোমার····

—তুমি যাচ্ছ ত?

—হ্যাঁ····

—তাহ'লে আমিও যাব! তুমি কি মনে কর আমার সাহস তোমার চেয়ে কম? তা'ছাড়া দরকার হ'লে তুমি সাহায্য করতে পার্‌বে ত?

সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির উপর দিয়া প্রায় হামাগুড়ি কাটিতে কাটিতে উভয়ে রাজা এবং রাণীর ঘর দুইটিতে প্রবেশ করিল। মোহিত শীলার হাত ধরিয়া তাহাকে প্রায় টানিতে টানিতে নিয়া উঠিল। ঘরে আসিয়া শীলা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, মাগো! কী যে সখ তোমার!

স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে ভরা ঘর।····কবে কত সহস্র বৎসর আগে মানুষ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে—প্রাচীরের গায়ে তাহার রেখা এখনও বর্ত্তমান!····মোহিত বলিল, জানো, এই ঘর যখন প্রথম আবিষ্কার হ'ল তখন এর মেঝেতে লোকে ছয় হাজার বছর আগেকার পায়ের দাগ দেখ্‌তে পেয়েছিল—আর তা' দেখে প্রথম আবিষ্কারক আনন্দে মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন!

—সত্যি?····শীলা বলিল।

তাহার মন কিন্তু তখন মোহিতের কথার দিকে ছিলনা। মনের দুঃসহ আবেগ ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল সহস্র-ধারায়····আজ

সমস্ত পৃথিবীর বাহিরে এই অর্দ্ধ-আলোকিত কক্ষাভ্যন্তরে যেন সে দেখিতে পাইতেছিল নিজের আসল ছবিটি। তাহার সমস্ত সত্ত্বা লুপ্ত হইয়া রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল শুধু একটি তীব্র অনুভূতির শিখায়। এ যেন এক নূতন আরম্ভ, ইহার সমাপ্তি যে কোনদিন আসিবে তাহা তাহার চিন্তার গণ্ডীরেখার মধ্যেও আসিতেছিল না।

শীলা বলিল, আজ যদি তোমার সাথে এমন আচম্‌কা দেখা না হ'ত মোহিত, তাহ'লে তুমি আমার সম্বন্ধে কত বিশ্রী ধারণাই না পোষণ করতে!

গভীর স্বরে মোহিত জবাব দিল, আমার তা' মনে হয়না, শীলা···· তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছু খারাপ ভাব্‌বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সেসব প্রয়াস মরীচিকার মতই গেছে মিলিয়ে।····কী জানি কেন, পেছনের অন্ধকারের উপর আলোর ছবিটাই জ্বলে উঠেছে তীব্রভাবে····

খুব মৃদুকণ্ঠে শীলা বলিল, সে তোমার মহানুভবতা, মোহিত····

ইতস্ততঃ করিয়া গভীর স্নেহভরে শীলার হাত দুইখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়া তাহাতে একটুখানি চাপ দিয়া মোহিত বলিল, আমার মহানুভবতা নয়, শীলা····তোমার প্রাণের তরঙ্গধ্বনি এর জন্যে দায়ী····এর উত্থান-পতনের মধ্যে কী রহস্য লুকানো রয়েছে তা' আমি জানিনে, তবে তার যে ছন্দটুকু কানে শুন্‌তে পাচ্ছি মাঝে মাঝে—

বাধা দিয়া হঠাৎ শীলা প্রশ্ন করিল, আমরা ত এখন সাগরের বুকে দাঁড়িয়ে নই, মোহিত, নয় কি?

—না····

—তুমি কি মনে কর যে আমাদের মনের এই জানাজানিটুকু সম্ভব হয়েছে শুধু এই সাগরদোলায়, মোহিত?····না, এর চেয়েও গভীর কোন সত্য এর পেছনে আছে?

একটু চিন্তিতস্বরে মোহিত বলিল, ভেবে দেখিনি', শীলা....এর জবাব পরে দেব....

শীলা আর কিছু বলিল না, ছোট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বাহিরে আসিয়া মোহিত বলিল, তাইত, যোশীদের দেখা যে পেলাম না! কী করি বলত, শীলা!

—ওরা কি তাহ'লে পিরামিড্ দেখ্তে আসেনি'?

—আসা ত' উচিত ছিল। এত শীগ্গীরই দেখে চলে গেল, না আমারই খোঁজে কোথাও গিয়েছে কিছুই বুঝ্তে পার্ছিনা যে!

পিরামিডের নিকটেই ছোট একটি কাফেতে বসিয়া তাহারা লেবুর রস খাইতেছিল এমন সময় মোহিত প্রশ্ন করিল. আজ তুমি হঠাৎ একা চলে এলে কেন, শীলা?

একটুখানি দুষ্টামির হাসি হাসিয়া শীলা বলিল, তোমার খোঁজে....

—না, ঠাট্টা নয়....বলনা....

—সত্যি বল্ব?

—বল...

—কেন যেন আজ সকাল থেকেই আমার মনে হচ্ছিল যে একটু মুক্তির হাওয়া আমার পক্ষে ভয়ানকভাবে দরকার। মিস্ হিল আর কর্ণেল গ্রীণএর সংসর্গে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলুম, মোহিত।....ওরা যেন ঘন অন্ধকারের প্রতীক, আমার মনের নানারংএর পাপ্ড়ীগুলো ওদের ছায়ায় মলিন হ'য়ে আস্ছিল, রুদ্ধ আবেগে সেগুলো যেন শুকিয়ে উঠ্ছিল।....তুমি আমার অবস্থাটা বিবেচনা ক'রে আমায় ক্ষমা করো, মোহিত....

আর্দ্রকণ্ঠে মোহিত বলিল, তোমাকে ত' আগেই বলেছি, শীলা, তোমার উপর হয়েছিল আমার অভিমান। সেটা কেন হয়েছিল তুমি জানো এবং তা' হ'তে পারতনা যদি তোমার সম্বন্ধে আমার মনের কোণে একটু ছাপ না থাকৃত।....সে অভিমান অনেকক্ষণ কেটে গেছে—মনের সব ফাঁক এখন সুগভীর এক আনন্দে ভরে উঠ্‌ছে।

শীলা প্রশ্ন করিল, সেদিন যখন তোমায় না চিন্‌বার ভাণ ক'রে চলে গিয়েছিলুম তখন তুমি খুব রাগ করেছিলে, না?

—রাগ বিশেষ হয়নি, শীলা, হয়েছিল একটু ব্যথা।....একটা মূর্ত্তিকে যদি বহু অনুষ্ঠান দিয়ে গড়ে তোল্‌বার পর হঠাৎ টের পাওয়া যায় যে সেটা শুধু পাথরের, তার মধ্যে প্রাণ নেই, তখন মনে লাগে বিষম একটা আঘাত....শিল্পীর চোখ দিয়েও দু' এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

—তুমি চোখের জলও ফেলেছিলে, মোহিত?

—একটুখানি....

স্তব্ধবিস্ময়ে শীলা চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিতেও পারে নাই যে তাহার কল্পনার অন্তরালে মোহিত তাহাকে এতখানি ভালবাসিয়াছে। অথচ, মোহিতের স্বভাবই এই যে সহজে সে তাহার মনের কথা মুখের ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলে না—নিজেকে নিয়া নিজের সঙ্গেই খেলা করিতে ভালবাসে বেশী....

মোহিত বলিল, এবার আমাদের উঠ্‌তে হবে, শীলা, নইলে ট্রেন ফেল কর্‌ব কিন্তু...

কায়রো ষ্টেশনে উভয়ে একটা সেকেণ্ডক্লাশ কামরায় উঠিতে যাইবে এমন সময় সম্মুখের এক গাড়ী হইতে যোশী তাহাদিগকে

ডাকিল। মোহিত কাছে যাইতেই যোশী হাসিয়া বলিল, বেশ যা' হোক্ !....মিস্ রজার্স'এর মোহিনীশক্তি আছে তা' না হয় মান্‌লুম, কিন্তু তাই ব'লে কি ক্ষুধিত বন্ধুদের অমন ক'রে রেস্তঁরায় ফেলে পালিয়ে যেতে হয় ?

ভয়ানক ভাবে লজ্জিত হইয়া মোহিত বলিল, আমার অন্যায় হ'য়ে গেছে, যোশী....কিন্তু মিস্ রজার্স'এর সাথে আমার আচম্‌কা দেখা হ'য়ে যাওয়াতেই এই গোলমাল হয়েছে !

শীলা মোহিতের কথায় সায় দিয়া বলিল, ওর কোনই দোষ নেই, যোশী, জিনিষ কিন্‌তে গিয়ে আমিই ওকে আট্‌কে রাখি, তারপর পথ ভুলে যাওয়ায় তোমাদের খুঁজে বার কর্‌তে আমরা পারিনি'।

বলিয়া সে সমস্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ দিল।

যোশী বলিল, এবারকার মত তোমাদের মাপ কর্‌ছি, মিস রজার্স' আর মোহিত, কিন্তু ভবিষ্যতে এত সহজে ক্ষমা মিল্‌বেনা তা' ব'লে রাখ্‌ছি !

মোহিত এবার প্রশ্ন করিল, আমায় খুব খুঁজেছিলে কি যোশী ?

—আমাদের সৌভাগ্য যে বেশী খুঁজতে হয়নি'। জান্‌তুম বাজারে গিয়েছ—সেখানে একটা দোকানের বাইরে উঁকিঝুঁকি মার্‌ছি এমন সময় একটি ছোক্‌রা বেরিয়ে এসে প্রশ্ন কর্‌লে আমরা কিছু কিন্‌তে চাই কিনা।...আমরা বল্‌লুম আমরা এক বন্ধুর খোঁজ কর্‌ছি।...রংটা ত দেখ্‌ছ, ভুল কর্‌বার জো নেই....ছোকরাটি বলে উঠ্‌ল, ওঃ, আপনার বন্ধু ?...তিনি ত খানিকক্ষণ আগে এখান থেকে জিনিষ নিয়ে গেছেন, তিনি থাক্‌তে থাক্‌তেই আরেকজন মহিলা এলেন, তাঁর সাথে বেরিয়ে গেলেন।....আমরা তখন আঁচ ক'রে নিলুম ব্যাপারটা কী। তোমার সন্ধানে ঘোরা তখন আলেয়ার পেছনে ছোটার চেয়েও বেশী অনিশ্চিত মনে ক'রে সোজা চলে গেলুম পিরামিড্ আর স্ফিঙ্কস্ দেখ্‌তে।

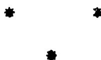
—ওঃ, তাই আমরা তোমাদের দেখা পাইনি সেখানে!....আমরা গিয়েছিলুম চারটের পরে...

কৃপালানি এতক্ষণ গাড়ীর কামরার ভিতরে বসিয়া ইহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। এবার মুখটা জানালার কাছে আনিয়া বলিলেন, বাবুজী, অনাদিকালের এই সব রহস্যপূর্ণ লুকোচুরির সাথে আমাদেরও কিছু পরিচয় আছে...তাই আমরা নিশ্চিন্ত মনে এখানে বসে আছি আপনাদের প্রতীক্ষায়....

শীলা আরক্তমুখে একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিল। মোহিত তাহাকে ডাকিয়া কৃপালানির সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। বলিল, এর মুখের কথাগুলো হ'ল পাহারওয়ালার চোরধরা বৃষ-চক্ষু লণ্ঠনের মত—ঘাবড়ে যেয়োনা কিন্তু....

শীলা হাসি মুখে কৃপালানিকে অভিবাদন করিল। কৃপালানি তাহাকে প্রতি-অভিবাদন করিয়া তাঁহার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলিলেন, বাবুজীর কথায় বিশ্বাস করবেন না আপনি। আমি বুড়োসুড়ো মানুষ, অহিংস্র এবং নিতান্ত নির্জ্জীব চেহারা আমার...

শীলা একটু হাসিল।





শীলার ডায়েরী হইতে :

মঙ্গলবার, দুপুরবেলা। কাল রাতের শেষভাগেই আমরা পূর্ব-দেশের সীমানা ছেড়ে চলে এসেছি। কর্ণেল গ্রীণ ত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এসে আমায় প্রশ্ন কর্‌ছেন, দেশের হাওয়া আমার কেমন লাগ্‌ছে।··· তাঁর মনটা ভয়ানকভাবে উৎফুল্ল, বহুদিন পরে দেশে ফিরে আস্‌ছেন ব'লে।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস কর্‌ছিলুম, কর্ণেল, তুমি দেশে ফিরে যাচ্ছ··· সেখানে তোমাকে অভ্যর্থনা করবার কে আছে ?

হেসে কর্ণেল বল্‌লেন, অভ্যর্থনা কর্‌বার কি আবার লোকের দরকার হবে না কি ? দেশের আকাশ-বাতাস, আলো-আঁধার সবই যে আমার প্রত্যুদ্গমন কর্‌তে উৎসুক হ'য়ে উঠ্‌বে !

বল্‌লুম, মান্‌ছি ; তবু প্রশ্ন কর্‌ছি, কর্ণেল···তোমার আত্মীয় কি কেউ নেই কর্ণেল ?

একটুখানি চিন্তা ক'রে কর্ণেল বল্‌লেন, আছে—আমার দিদির এক নাত্‌নী আছে, বয়স বোধ হয় তোমারই মত হ'বে।····সে যদি আমার অভ্যর্থনা কর্‌তে এসে আমার এই থুব্‌ড়ো গালে গোটা দুই উষ্ণ চুমো খায় তাহ'লে আমি তার পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ব একবারে····

কর্ণেলের রসিকতা সবসময় লেগেই আছে। দোষ আছে তাঁর যথেষ্ট, কিন্তু এই স্বচ্ছ হাসিখুসী ব্যবহারের জন্য আমি তাঁর সব দোষ ভুলে যাই।····আমার নিজের দেশের পরিচিত পুরুষদের মধ্যে যদি কারোর সঙ্গ আমি কামনা করি, তাহ'লে সে এই কর্ণেল গ্রীণ-এর।

কর্ণেল আজ ভোরবেলা আমাকে প্রথম প্রশ্ন করলেন কালকের দিনটি সম্বন্ধে। বল্লেন, কাল একা একা কেমন লাগ্‌ল মিস্ রজার্স?

আমি বল্লুম, বেরিয়েছিলুম একা কর্ণেল, কিন্তু পথে হঠাৎ সাথী জুটে গেল।

—কে সেই ভাগ্যবান্ পুরুষটি?

—তুমি তাকে চেন, কর্ণেল....যাকে নিয়ে দু'দিন আগে তোমরা সভা আর মিটিং বসিয়েছিলে এখানে....

আহতস্বরে কর্ণেল বল্লেন, আমাকে তুমি এর মধ্যে টেনে এনোনা, মিস্ রজার্স। তুমি জানো এর মধ্যে আমার কোনই সংশ্রব ছিল না!.... একবারটি মাত্র তোমার বন্ধুদের একজনের সাথে আমি এ বিষয় নিয়ে আলাপ করেছিলুম, তাদের সাথে পরিচিত হ'বার জন্যে, তাদের মধ্যে যথার্থ মানুষকে দেখ্‌বার জন্যে।....মুগ্ধ এবং প্রীত হ'য়ে আমি ফিরে এসেছি!

আমি সান্ত্বনার সুরে বল্লুম, তুমি ব্যথিত হ'য়োনা, কর্ণেল, তোমাকে কি আমার জান্‌তে বাকি আছে?....আমি ব্যক্তিগত ভাবে তোমাকে কখ্‌খনোই কিছু বলিনি,' যা' কিছু বলেছি তা' আমাদের এই অসাড় দম্ভতাপূর্ণ সভ্যতার খোলসটা সম্বন্ধে....

সত্যি, নিজের দেশের সাগরের মধ্যে এসে পড়েছি ব'লে আমার মনে একটুও আনন্দ হচ্ছে না, কিন্তু! বরং একটা অজানিত আশঙ্কায় আমার বুক কেঁপে উঠছে।....দেশের এই আবাহন, এ ত' আবাহন নয়.... এযে নির্ম্মম সত্যের সঙ্গে আলাপনের সূচনা!

কায়রো থেকে পোর্ট সেড্ পর্য্যন্ত সারাটা পথ মোহিত একটিও কথা বলেনি'। সেকেণ্ডক্লাশের যে কামরাটিতে আমরা উঠেছিলুম সেখানে আর কেউই ছিলনা....আমার জাহাজের সব বন্ধুরা ফার্ষ্টক্লাশে যাচ্ছিলেন।

····শুধু গাড়ীর শব্দ হচ্ছিল, আর তার চাকাগুলো পিষে পিষে চল্‌ছিল লোহার লাইনের উপর দিয়ে।····জ্যোৎস্নাধৌত রাত্রিতে মরুভূমির ছবি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল—শাদা বালুর উপর যেন আলোর ঝরণা বয়ে যাচ্ছিল····আর অদূরে সুয়েজখালের স্তব্ধশীতল রেখা মরু রূপসীর শাড়ীর রূপালী একটা পাড়ের মত দেখাচ্ছিল।

মোহিত চুপ ক'রে সীটের কুশনে হেলান দিয়ে বসেছিল, আমি ছিলুম ওরই পাশে। সারাদিন ঘোরার শ্রান্তিতে আমার শরীর অবশ হ'য়ে এসেছিল, তাই আমি আমার শিথিল মাথাটি ওর কাঁধের উপর রেখেছিলুম। মোহিত তবুও একটু সাড়া দেয়নি'····সে যেমন স্তব্ধভাবে বাইরের আলোর দিকে তাকিয়ে ছিল তেমন ক'রেই তাকিয়ে রইল।

কতক্ষণ আমি সেভাবে ছিলুম জানিনা, তবে ক্লান্তিতে আমার চোখ যে মুদে এসেছিল সেটা সত্যি।····সেই তন্দ্রাস্বপ্ন থেকে আমি মুহূর্ত্তের জন্য জেগে উঠেছিলুম কার স্নেহ-অঙ্গুলীস্পর্শে····ক্ষণিকের জন্য চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেছিলুম, মোহিত আমার মাথাটি স্নেহভরে চেপে ধরে আমার আধাসোনালী চুলগুলো নিয়ে খেলা কর্‌ছে।····সুখের নিবিড় আবেশে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—সে ঘুম যখন ভাঙ্‌ল তখন গাড়ীর বেগ মন্দীভূত হ'য়ে এসেছে, পোর্ট সেড্ ষ্টেশনে এসে গাড়ী থাম্‌বার উপক্রম করেছে।

ক্ষণিকের জন্য আমার মনে দুঃখ হয়েছিল এমন সোনার সুযোগটুকু এম্‌নিধারা ঘুমে কাটিয়ে দিলুম বলে। তারপরই ভাব্‌লুম, দুঃখ করা আমার শোভা পায় না—যেটুকু পেয়েছি তার জন্যেই নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।····এও যদি আমার অদৃষ্টে না জুটত তাহ'লে অভিযোগ কর্‌তুম কার বিরুদ্ধে?

ষ্টীমারে উঠে ডেকের উপর যখন রাত্রির মত বিদায় নিলুম তখনও সে

কিছু বল্লে না, শুধু আমার ডান হাতটি দু'হাতে একবার চেপে ধরে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে। তারপর তার ক্যাবিনের দিকে চলে গেল।

সারারাত আমার ঘুম হয়নি কাল। জাহাজ যখন ধীরে ধীরে আবার সাগরের বুকে পড়্বার জন্যে নড়্তে আরম্ভ করেছে তখনও আমি অন্ধকার ক্যাবিনের জানালা দিয়ে স্তব্ধ অতল জলের দিকে তাকিয়ে আছি।....মিস্ হিল অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন, তাঁর সাথে আমার শেষবারের মত বোঝাপড়া হ'য়ে গেছে, তিনি শুধু ডাঙ্গায় পা' দেবার অপেক্ষায় আছেন যে কখন লণ্ডনে পৌছে বাবার কাছে আমার স্বেচ্ছাচারিতা, অবাধ্যতা এবং অসভ্যতার কাহিনী বল্বেন!

ধীরে ধীরে পোর্ট সেডের আলোগুলো মিলিয়ে গেল—আমারা যে শুধু পথিক তা' তীব্রভাবে মনে করিয়ে দিল আরেকবার! নির্জ্জন নিঃসঙ্গতায় একখানি ভেলায় ভেসে যেন চলেছি, তীরে দেখ্তে পাচ্ছি লোকালয়ের আলো, আশে পাশে শুন্তে পাচ্ছি জনতার কোলাহল, ক্ষণে ক্ষণে শুশ্রূষাও পাচ্ছি, কিন্তু কোনখানেই নিবিড়ভাবে বস্বার সুযোগ পেলুম না।

নির্জ্জন নিঃসঙ্গ ভেলায়ও সাথী জুটেছিল, তার সাথে পরিচয় হয়েছিল সমুদ্রেরই কল্লোলের সাথে, এরই দোলায় ঢেউয়ের মাঝখানে। এ বাঁধন শীগ্‌গীরই যাবে ছিঁড়ে—সমুদ্রের দোলানি থাম্বে না, তার বুকের উপর ঢেউএর খেলাও কম্বে না....কিন্তু তারই সুরে বাঁধা একটি পরিচয়, একটি সাথীত্ব বুদ্‌বুদের মত যাবে মিশে!

কাল নিদ্রাহীন চোখ নিয়ে সারারাত যখন ছাই-পাঁশ সব ভাব্ছিলুম

তখন একবার মনে হয়েছিল মোহিতও আমারই মত নিদ্রাহীন চোখ নিয়ে বিছানায় বসে আসে কিনা! আমার মনে যে সব সুরের বাঁশী বেজে উঠ্ছে ওর মনে কি তা' একটুও সাড়া দিচ্ছে না ?....কে জানে ?

বুধবার, সকালবেলা। কাল বিকাল অবধি যখন মোহিত এল না তখন আমি ভাব্লুম আমাকেই খোঁজ নিতে হ'বে। একটুখানি আশঙ্কায় মনটাও কেঁপে উঠ্ল, কায়রোতে রোদে রোদে তেতে পুড়ে অসুখ হয় নি' ত ?

সেকেণ্ড ক্লাস ডেকে যোশীর সাথে দেখা। বন্ধুর কথা জিজ্ঞেস করতেই বল্লে, সে নীচে ডেক্‌প্যাসেঞ্জারদের কোয়ার্টারে গিয়েছে।

ডেক্‌প্যাসেঞ্জার বলে এক শ্রেণীর যাত্রী আছে জান্তুম, তাদের আস্তানা দেখবার সুযোগ আমার কখনও হয়নি। আমি কৌতূহল প্রকাশ কর্লুম।

যোশী আমাকে নিবৃত্ত করবার উদ্দেশ্যে বল্ল, সে বড্ড নোংরা জায়গা, মিস্ রজার্স....ফার্ষ্ট ক্লাস লাউঞ্জ্‌এর পর সেখানে তোমার গা বমি বমি করবে!

—কিন্তু মোহিত ত সেখানে গিয়েছে ?

—আমাদের কথা আলাদা, মিস্ রজার্স....আমরা সব রকম দারিদ্র্য মলিনতা এবং জীর্ণতায় অভ্যস্ত। তোমাদের সে শিক্ষা হয় নি,' তুমি কষ্ট পাবে।

আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি যোশী এবং মোহিত এরা দু'জনে অবসর পেলেই আমাকে আমার জন্ম, জীবন-প্রণালী এবং আভিজাত্য নিয়ে খোঁচা দেয়। অবশ্য মোহিত আজকাল এ সব বিষয় নিয়ে আলোচনা

করে না, তার মনের তীব্রতা যেন অনেকখানি শান্ত হয়ে এসেছে আমার সংসর্গে।

আমি বেশ কড়াসুরেই জবাব দিলুম, আমার কী শিক্ষা হয়েছে না হয়েছে সে নিয়ে আমি আলোচনা করতে যাবনা, যোশী, কিন্তু তোমার এটা মনে থাকা উচিত যে যুগে যুগে আমার দেশের দু' একটি ছেলেমেয়েও পৃথিবীর নানা প্রান্তে সব চেয়ে বড়ো রকমের দুঃখ, দারিদ্র্য এবং মলিনতা বরণ ক'রে নিয়েছে!

সত্যের সাথে বিবাদ চলে না। যোশী লজ্জিত মুখে মাথা হেঁট করল। আমি বললুম, আমায় পথটি দেখিয়ে দেবে কি?

যোশী আমার সাথে সিঁড়ি পর্য্যন্ত এগিয়ে এল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে দেখি কোথাও কেউ নেই—শুধু নীলকুর্ত্তি-পরা জন কয়েক ইতালীয় খালাসী কাজ করছে—এদিক্ ওদিকে দু' একটা কম্বল এবং ময়লা বিছানা আধগুটানো ভাবে প'ড়ে রয়েছে। পূর্ব্বদেশ থেকে আসার পর অবধি এসব জিনিষের তাৎপর্য্য বুঝতে আমার দেরী হয় না....বুঝলুম এই হচ্ছে ডেক্‌প্যাসেঞ্জারদের আশ্রয়-ভূমি।

খানিকটা খুঁজে মোহিতের দেখা পেলুম ডেকটার সম্মুখ ভাগে। সে এবং কায়রো-ষ্টেশনে-দেখা আর একটি ভারতীয় ভদ্রলোক পাশাপাশি একটা লোহার নঙ্গরের উপর বসে গল্প করছে।

বোধ হয় তারা আমার সম্বন্ধেই গল্প করছিল, কারণ দেখলুম আমার পায়ের শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকিয়ে তারা দু'জনেই ভয়ানকভাবে চমকে উঠল...আর মোহিতের মুখে লজ্জার একটা রক্তিমাভ ছোপ কে যেন বসিয়ে দিল।

আমি বললুম, তোমার খোঁজে কোথায় চলে এসেছি মোহিত দেখ....

মোহিত কী যেন বল্‌তে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে অপর ভদ্রলোকটি বল্‌লেন, অপরাধ খানিকটা আমারই....আমিই বাবুজীকে আট্‌কে রেখে দিয়েছি, অনেকটা স্বার্থপরতার বশে....

বুঝ্‌লুম না, জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলুম।

ভদ্রলোকটি বল্‌লেন, দেখ্‌ছেন ত কেমন একাটি এখানে থাক্‌তে হয়, তাই মোহিতের সঙ্গটুকু একেবারে একচেটে ক'রে নিয়েছি !

বল্‌লুম, আমি আপনাদের গল্পে বাধা দিতে আসিনি,' আপনারা গল্প করুন না, আমি একটুখানি দেখ্‌ছি জাহাজটা ঘুরে ঘুরে....

ব'লে আমি ডেকের এদিকে চলে এলুম। মনে ভয়ানক অভিমান হ'ল, মোহিত আমাকে দেখে একটুখানিও সরে এলনা, আমায় একটু সম্ভাষণও কর্‌লনা সে।....কিন্তু পরে বুঝ্‌তে পেরেছিলুম এই সম্ভাষণ-না-করাটাই হচ্ছে আমাদের সম্বন্ধের মাধুর্য্য, এই অপূর্ণতাটুকুই হচ্ছে পূর্ণতার প্রতীক....

এদিক্ ওদিক খানিকক্ষণ পায়চারী ক'রে সিঁড়িতে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় মোহিত ছুটে এল, বল্‌লে, তুমি নিশ্চয় এখনই চলে যাচ্ছ না ?

আমি অভিমান-ভরা সুরে বল্‌লুম, চুপ ক'রে ত আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

অনুতপ্ত হ'য়ে আমার হাতটি ধরে মোহিত বললে, রাগ করো না.... তোমার সাথে অনেক কিছু গল্প কর্‌বার আছে....

একটি স্পর্শ আমার সব অভিমান-ব্যথা ধুয়ে মুছে নিয়ে গেল। ফিক্ ক'রে হেসে বল্‌লুম, তোমার উপর কি রাগ কর্‌তে পারি মোহিত ? সে যে নিজের উপরই রাগ করা হ'বে !

সে আমার হাতটি ধরে সিঁড়ির কাছ থেকে টেনে নিয়ে বললে, এদিকে এসো....

মন্ত্র-মুগ্ধার মত আমি তার অনুসরণ করলুম। ডেক্‌প্যাসেঞ্জারদের আশ্রম....আলোর স্তিমিত আভা অন্ধকারের সাথে মিশে স্থানটাকে যেন রহস্যময় ক'রে তুলেছিল। মোহিত বললে, এতক্ষণ তোমার কথাই হচ্ছিল....

আমি চুপ করে রইলুম, এর পর কী বলবে তারই প্রতীক্ষায়।

মোহিত বলতে লাগল, ওঁর নাম হচ্ছে কৃপালানি, সিন্ধ্ থেকে আসছেন....এই ডেকেরই একজন যাত্রী।....ভারী চমৎকার লোক —ওঁর সাথে পরিচয় হয়েছে মাত্র দু'দিন হ'ল, এরই মধ্যে ওঁর মাঝে মস্ত বড় একটি বন্ধুর প্রাণ খুঁজে পেয়েছি....

বললুম, ওঁর চোখ দুটিতে আমি সেটা বুঝ্‌তে পেরেছি...

—আমি ওঁকে আমার কাহিনী বলছিলুম আর আসন্ন বিদায়ের দিনটির কথা আলোচনা করছিলুম....

আমি আহতভাবে বললুম, সে কথা এখন আলোচনা ক'রে কী হবে মোহিত? সে এখন থাক....

মোহিত আর কিছু বললে না, স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অস্ফুটস্বরে বললে, একটি শিক্ষা আমার লাভ হয়েছে তোমার সাথে পরিচয়ে, শীলা....সেটা না ব'লে পারছি না....

—বলো....

—সহজ মানুষের সত্যরূপটি অজ্ঞতা এবং সামাজিক বিভিন্নতার কুয়াসায় ঢাকা পড়ে থাকে, তাই মানুষ মানুষকে অনেক সময় ভুল বোঝে, শীলা....

আমি অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলুম, এর তাৎপর্য্য....

মোহিত প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল, তারপর বললে, না, বলছিলুম এই যে তোমাকে আগে কী ভয়ানক ভাবে ভুল ভেবেছিলুম!

মোহিতের কথায় আমার সমস্ত হৃদয় মথিত ক'রে উঠ্‌ল একটা চাপাকান্নার হাসি। আমাদের সম্বন্ধটিকে সে দেখেছে শুধু বৈজ্ঞানিকের চোখে, এক অভিজ্ঞতার সোপান এই ধারণা নিয়ে।....মুখ্যভাবে আমার কাছে যা' অন্তর-নিংড়ানো বেদনা, সেটা ওর কাছে শুধু একটা ভুল-ভাঙানো বাণী; আমার কাছে যা' অনুভূতির কঙ্কণ, ওর কাছে তা' অভিজ্ঞতার সাঁজোয়া....

আমি কোনক্রমে অশ্রুরোধ করতে করতে উপরে চলে এলুম। ওর কাছে থেকে ভাল ভাবে বিদায় নেবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত আমার হ'ল না।

কাল রাতে আমার ঘুম হয়নি'।

বুধবার, রাত দুপুর। আমি ভুলেই গিয়েছিলুম যে মোহিতের মনটিকে সাধারণ তুলাদণ্ডে মাপ্‌তে গেলে ওর প্রতি ভয়ানক একটা অবিচার করা হ'বে। কাল ওকে দেখেছিলুম নিতান্ত সঙ্কীর্ণ একটা পরিপ্রেক্ষিতের মধ্য দিয়ে....ওর মনের বিপুলতা এবং অনুভূতির অজস্র চঞ্চল ছায়ালোকপাত আমার পর্য্যবেক্ষণের গণ্ডীর মধ্যেই আসেনি'।

মানুষকে ভালভাবে বুঝ্‌তে হ'লে নিজেকে তার অনুবেদনার সাথে নিবিড় ভাবে মিশিয়ে ফেল্‌বার চেষ্টা করা দরকার। প্রাণের যোগ যতক্ষণ না হচ্ছে কল্পনা-শক্তির সাথে, ততক্ষণ একটা মানুষের মন সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত কখনই হ'তে পারে না।

সন্ধ্যার পর আমি নিথরভাবে বসে ছিলুম আমার ডেক্‌চেয়ারটির উপর, কালকের রাত্রিটির কথা মনে হ'য়ে আমার সব অশ্রু জমাট হ'য়ে বুকের

উপর চেপে বসেছিল, এমন সময় মোহিত এসে মৃদুস্বরে বল্‌ল, তোমার সাথে একটা কথা আছে, শুনে যাও····

আমি অবাক্ হয়ে গেলুম—আবার হলো কী ?

মোহিতের পেছনে পেছনে আমি সোজা চলে গেলুম স্পোর্টশ্ ডেকে। তখন আমারা সিসিলীর সম্মুখীন হচ্ছি····দূরে পাহাড়ের উপর দু' একটা আলো স্তব্ধ নিশীথের প্রহরী স্বরূপ জেগে আছে।

কোন প্রকার ভূমিকা না ক'রেই মোহিত আমাকে প্রশ্ন ক'রে বস্‌ল, তুমি আমাকে ভালবাস, শীলা ?

এ কী প্রশ্ন !····এর জবাব কি কখনও দেওয়া যায় ?

আমার নীরবতায় অস্থির এবং চঞ্চল হ'য়ে মোহিত বল্‌লে, আজ চুপ ক'রে থাক্‌লে তোমার চল্‌বে না শীলা····আমি তোমার ঠোঁট দুটির মাঝ থেকে একটা উত্তর চাই।

আমি অস্ফুটস্বরে বল্‌লুম, তোমার কী মনে হয়, মোহিত ?

আমার প্রশ্ন শেষ কর্‌তে পারলুম না। আমার মুখের উপর এসে পড়ল মোহিতের স্নেহ-উচ্ছ্বাস-ভরা উষ্ণ নিঃশ্বাস ; আমার ঠোঁট দুটির উপর এল ওর ঠোঁটদুটির প্রেমনিবেদন····আমাকে সে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধর্‌ল।

কতক্ষণ এই ভাবে দাঁড়িয়েছিলুম জানি না····সে যেন একটা স্বপ্নময় যুগ। আমার চক্ষুদুটি বন্ধ ক'রে আমি তৃষিত মরুভূমির মত তার চুম্বন এবং আদর উপভোগ করছিলুম। দিগন্তে ফুটে উঠেছিল সিসিলীর লাইট-হাউসের আলো—মনের সব বন্ধন গিয়েছিল টুটে, ফুলের মঞ্জরীতে যেন ভরে উঠছিল সব গাছ।····আমার সমস্ত হৃদয় মথিত ক'রে জেগে উঠ্‌ছিল শুধু একটি প্রার্থনা : ওগো রূপদক্ষ, এ শুভ সুযোগ হারিয়ো না····অন্ধকারে আবরণ গিয়েছে খুলে, অবসাদ গিয়েছে দূরে····তোমার তুলিতে আমাদের মনের আনন্দের গান ফুটিয়ে তোলো····

নীচে সাগরজলের উচ্ছ্বাস আমি শুন্‌তে পাচ্ছিলুম। ঢেউগুলো বোধ হয় জাহাজের গায়ে এসে লাগ্‌ছিল আর থেকে থেকে আমাদের জাহাজটি কেঁপে উঠ্‌ছিল।

মোহিত ধীরে ধীরে আমাকে মুক্তি দিয়ে বললে, এই কটা দিনের স্মৃতি আমি কখ্‌খনও ভুলতে পার্‌ব না শীলা....

আমি বল্‌লুম, ভুলবে কেন?....তোমার সাথে এই ত আমার শেষ দেখা নয়।

একটুখানি মলিন হাসি হেসে বল্‌ল, না....কিন্তু শেষের দিন ত ঘনিয়ে আসছে....

প্রতিবাদ কর্‌তে পারতুম, বল্‌তে পার্‌তুম, এ যে আরম্ভ গো! এরই উপর তুমি যবনিকা কেন টেনে দিচ্ছ?....তুমি আর আমি যাচ্ছি একই দেশে, সেখানে আমাদের দেখা-শোনার অবসরের অভাব হবে কেন?

কিন্তু কী-জানি-কেন মুখের মধ্য দিয়ে সে ভাষা আর বেরুল না। অশরীরী অদৃশ্য এক শক্তি যেন আমার কানে কানে বল্‌লে, এ যে সাগর দোলার ঢেউ....সাগরের বাইরে এ সম্বিৎ হারিয়ে ফেলবে, মাটির কোলাহলের মধ্যে এ কোথায় মিশিয়ে যাবে! ঢেউ আছাড় খাবে সৈকত ভূমিতে....ফুটে উঠবে শুধু ফেণা হয়ে, আর মিশে যাবে তার সিক্ত গায়ে....

মোহিত বল্‌লে, তুমি কাল আমায় ঠিক বুঝ্‌তে পারনি', শীলা....

ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন ছিল না, মোহিতের স্পর্শ আজ আমার কাছে সবই স্বচ্ছ, সরল ক'রে দিয়েছিল। তবু আমি ওর কথায় কোন বাধা দিলুম না।

বল্‌তে লাগ্‌ল, ভুল-ভাঙার কথা যে কাল বলেছিলুম সেটাই আমার বল্‌বার সবটুকু ছিল না।....আমার মনের পরিণতির দিকে তাকিয়ে

আমি অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিলুম....সেই বিস্ময়েরই একটুখানি কণা তোমাকে দিতে যাচ্ছিলুম....

আমি দু'হাতে তার মুখটি চেপে ধরে বল্লুম, বুঝেছি, আর বল্‌তে হ'বে না....

সে আস্তে আস্তে আমার হাতদুটি সরিয়ে নিয়ে তার হাতদুটির মধ্যে রাখ্‌ল, বল্‌লে, জানো, সময় সময় আমার কী মনে হয় ?

—কী ?

—যে তুমি যাদু জানো !....কতবার আমি তোমার সান্নিধ্য এড়িয়ে চল্‌বার চেষ্টা করেছি, তোমার সাথে বেশী মেশামেশি করা উচিত নয় সে কথা মনকে বোঝাতে চেয়েছি, কিন্তু কী এক দুর্ব্বার আকর্ষণে আবার ফিরে এসেছি !

আমি একটুখানি তৃপ্তিভরা হাসি হাসলুম। এ যে আমার প্রতি ওর সম্ভ্রম নিবেদন ! মেয়ের মন এ শুন্‌লে আনন্দে ফুলে উঠ্‌বে বৈ কি !

সে বল্‌লে, তাই ভয় হয়, এ যাদুর মায়া যদি না কাটে তাহ'লে কী উপায় হবে !

আমি হেসে বল্লুম, ভয় নেই, তুমি যখন এখনই এ যাদুর মায়া কাটবার কথা ভাব্‌ছ তখন কাট্‌তে আর দেরী হবে না।

আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলুম সেখানে বোধ হয় ঘণ্টা-দুয়েকেরও বেশী হবে। কত কী অর্থহীন কথা যে আমরা বক্‌লুম....তার না ছিল রীতি, না ছিল সঙ্গতি !....সৃষ্টির আদি কাল থেকেই বোধ হয় এম্‌নি হ'য়ে আস্‌ছে !

সাগর প্রবাহের প্রবাহিনীর কলধ্বনি রক্তের তালে তালে বাজ্‌ছিল। আমি যেন হ'য়ে গিয়েছিলুম শিশু—যা' কিছু সাধারণ যা' কিছু নগণ্য সবই

দেখ্‌ছিলুম প্রবল ক'রে····আমার ঔৎসুক্য হ'য়ে উঠেছিল অক্লান্ত, আনন্দ হ'য়ে উঠেছিল গভীর এবং অপূর্ণ····

* * * * *

মোহিতের চিঠি—বুধধার রাত দুপুরে লেখা :

"ভাই শোভনলাল,

তোমাকে শেষ চিঠি লিখেছি আরব আর মিশরের মরুভূমির মাঝখানে বসে ! এবার মরুভূমি ছাড়িয়ে ঠাণ্ডার দেশের দিকে চল্‌ছি, যদিও কাল সকালবেলা ভিসুভিয়সএর সাথে সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা আছে !····আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তবে নাকি জাহাজ থেকেই ওর মুখে ধোঁয়ার রেখা দেখা যাবে !

সে যাক্, তোমাকে একটি নতুন খবর দিচ্ছি····যে বাঁশীর সুরের কথা তোমাকে ঈজিপ্ট থেকে লিখেছিলুম তার স্পর্শ অবশেষে মিলেছে—খুবই অজান্‌তে মিশরের মরুভূমির মাঝে। তারপর আজ তার সাথে আমার সুরটি মেলানোও হয়ে গেছে, সাগর-ঢেউএর নৃত্যদোদুল ছন্দের সাথে মিশে গেছে বেশ !

এখনকার অনুভূতিটি হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের, ভাই।····এর আগে তোমাকে লিখেছিলুম অস্পষ্ট আঘাতের কথা, এখন লিখ্‌ছি পূর্ণ রিক্ততার বাণী। এ রিক্ততায় শূন্যতা নেই, আছে অসামান্য গভীরতা, অতলস্পর্শী স্তব্ধতা।

তুমি নিশ্চয়ই ভয়ানকভাবে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছ। অ্যাফ্রিকার জঙ্গল আর অ্যামেরিকার কন্দর ছেড়ে তোমার মনটি নিশ্চয় আমার চিঠির পেছনে লুকানো অর্থের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।····ভাব্‌ছ এসব কবিত্ব-মেশানো কথার মানে কী ?

মানে অবশ্য খুবই সোজা—আমি প্রেমে পড়েছি।

আমি কিন্তু কল্পনার চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি এইটুকু পড়েই তোমার মুখ হ'য়ে উঠ্‌ছে ভ্রূকুটি-কুটিল, তুমি আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে হতাশ হ'য়ে পড়েছ।....আমার কিন্তু ভয়ানক আনন্দ হচ্ছে তোমার অবস্থাটি কল্পনা ক'রে....কাছে যদি এখন তোমায় পেতুম!

সে যাক্—এখন আমার প্রিয়ার একটুখানি পরিচয় দেই, কী বল?

প্রিয়ার বয়স হবে উনিশ....আমার কাছে তিনি চিরযৌবনা উর্ব্বশী। তাঁর সাহচর্য্যে আমার অন্তর রাগে-অনুরাগে বিচিত্র হ'য়ে ঠিক্‌রে পড়ে.... প্রভাতে সন্ধ্যায় দিক্-দিগন্তে গান বেজে ওঠে...সৃষ্টির লীলা তরঙ্গের সাথে আমার অন্তর দুল্‌তে থাকে।

তুমি নৃতত্ত্বের পুরোহিত, তাই প্রিয়ার জাতীয়তার পরিচয় তোমায় দেব না। শুধু তাঁর বাইরের দু'একটি অঙ্গ এবং অঙ্গাণুর বর্ণনা করব, যদি তুমি সেই ছবি থেকে আমার প্রিয়াকে চিনে নিতে পার তাহ'লে তোমায় বল্‌ব বাহাদুর....

প্রথমেই চোখ দুটির কথা বলি....স্তব্ধ-চঞ্চল নীল....সাগর আর আকাশের রং-এর সাথে মিশে আছে যেন....অন্তর্গূঢ় রহস্যে ভরা আমার মানসী।

আর একটি জিনিষ আমার চোখে পড়েছে প্রথমেই, সেটি হচ্ছে একটি কালো তিল।....সত্যিকারের রাঙা-ঠোঁট দেখেছ কখনো?....আমার প্রিয়ার ঠোঁট সহজ-রক্তিম-রাগে রাঙা....বিলিতি কবি হ'লে বল্‌তুম, চেরীফলের মত। গালে আপেলের রং আর তারই উপর ঠোঁটের বাঁ-পাশে ছোট্ট একটি তিল, সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্য কেন্দ্রীভূত হ'য়ে এসেছে সেখানে!

চুলের বর্ণনা চাও?....আধা-সোনালী....শাড়ীর ঘোম্‌টাতে যদি এর আব্রু হয় তাহ'লে বোধ হয় এর স্রোতে ছন্দের নাচ বয়ে চলে!

আরো লিখ্‌তে হবে কি ?

এখন ইতিহাসের একটুখানি ছোঁয়াচ্‌ তোমায় দেই। ঘাত প্রতিঘাত আরম্ভ যে হয়েছে সাগরের দোলা থেকে সে তুমি এর মধ্যে নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছ।....কেমন ক'রে সুরু হ'ল সেটা প্রশ্ন করো না, কারণ সুরের মধ্যে না ছিল আকস্মিকতা, না ছিল অসাধারণতা! সচরাচর যেম্‌নি ভাবে পরিচয় হ'য়ে থাকে আমাদের পরিচয়ও সেই ভাবেই হয়েছে!

কিন্তু খুব সহজে আমরা ধরা দিই নি'। লুকোচুরী খেলা হয়েছে যথেষ্ট এবং তার অস্বাভাবিকতার কথা মনে হ'লে এখন আমার নিজেরই হাসি পায়!....অভিমান এবং বেদনা আমার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে তুলেছে অনেকবার, কিন্তু আজ সন্ধ্যার আঁধারে আমাদের সন্ধি হ'য়ে গেছে।

তুমি প্রশ্ন কর্‌বে, সে ত বুঝ্‌লুম, এখন হ'বে কী?—কী যে হ'বে সে আমিও জানি না। আর দুদিনের মধ্যেই সাগরের কাছ থেকে বিদায় নিতে হ'বে, আমাদের এত দিনকার সহচর, সাথী এবং সাক্ষী থাকবে পড়ে....আমরা চলে যাব কে কোথায়! মনের স্পন্দন দোলার বিরামের সাথে সাথে থাম্‌বে কি না জানি না; যদি থামে তবে ভাবনা নেই—কিন্তু যদি না থামে ?

একটা কথা তোমায় না ব'লে থাকতে পার্‌ছি না, শোভন... তুমি আমায় ছেলেমানুষ ভেবো না যেন!....দু'জোড়া ঠোঁটে যখন স্নেহের আলাপ সুরু হয় এবং তার সমাপ্তি হয় নিবিড় স্পর্শে, তখন শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে ওঠে প্রাণমাতানো গান! সে গানের মূর্চ্ছনা যে কতখানি পাগল-করা তা' আমি চিঠিতে তোমায় বোঝাতে পার্‌ব না—তবে এটুকু বলতে পারি যে তখন নিত্য কালের আলোও হ'য়ে যায় আচ্ছন্ন আর বিশ্বের সকল বাণী সরে যায় দূরে!

এই যে চিঠি লিখ্‌ছি এখন রাত ক'টা বেজেছে জানো?—রাত একটা! চোখের পাতায় ঘুম একটুও নেই—আমার শিরায় শিরায় রক্তের প্রবাহ যেন অস্বাভাবিক রকম দ্রুতগতিতে বইছে!

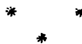
আমার চিঠি পড়ে তুমি কী মন্তব্য প্রকাশ করবে জানি না, তবে খানিকটা আঁচ ক'রে নিচ্ছি। বল্‌বে, আমার চিঠিটা হয়েছে একটা আলোর ঝিকিমিকি, এর কোন্ খানে রূপক কোন্ খানে শাদা কথা বুঝ্‌বার যো নেই····। কিন্তু এই আলো-ছায়ার মাঝখান দিয়ে যদি আমার চেনা মুখখানা বার ক'রে নিতে তোমার কোন কষ্ট না হয় তাহ'লেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

একটা প্রস্তাব করব তোমায়?···তুমিও কেন চলে এস না! তুমি যে সেই কোন্ স্কলারশিপের জন্যে চেষ্টা কর্‌বে বলেছিলে তার কী হ'ল?····ভাই শোভন, আমি জোর ক'রে বল্‌ছি, তোমার ষ্টাডির বদ্ধ হাওয়া থেকে যদি তুমি এক বারটি বেরিয়ে পড়্‌তে, সাগরের বুকে পাড়ি দেবার জন্যে, তাহ'লে দেখ্‌তে এর ঢেউএর ফাঁকে ফাঁকে কত রামধনুর খেলা···আর তার বাণী আকাশ বাতাসের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে কত রূপে রূপে বিচিত্র হ'য়ে ওঠে!

অবশ্যি আমার বলা বৃথা। তুমি হচ্ছ অদ্বিতীয় সীনিক, তুমি বল্‌বে, সাগরের বুকে শুধু রামধনুর খেলাই মেলে না, টাইফুনের ভীষণ নৃত্যের উৎসও সেখানে।····সাগরের বাণীর মধ্যে তুমি দেখ্‌বে ধ্বংসের লীলা····বিক্ষিপ্ত কোলাহল····সম্বরণহীন উচ্ছ্বাস····

তবু তোমায় বল্‌ছি, একবারটি তোমার অনাদিকালের ষ্টাডি বিসর্জন দিয়ে পা বাড়িয়ে দাও····

—তোমার মোহিত।"



*

*   *

মোহিত শেষ রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহার ক্যাবিনের ভিতর। হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিল চিদম্বরম্‌এর কলরবে। আলস্য-ভরা চোখ দুইটি একবার খুলিতেই পোর্টহোল এর ভিতর দিয়া তাহার মুখের উপর এক ঝলক আলো আসিয়া পড়িল....একটু বিরক্ত হইয়া চোখ আবার বন্ধ করিয়া সে জড়িত-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কী হয়েছে, মিঃ চিদম্বরম্? এরকম চেঁচামেচি কেন?

সোৎসাহে চিদম্বরম্ জবাব দিল, ভিসুভিয়স দেখা যাচ্ছে মিঃ সেন....

ভিসুভিয়স!....মোহিত তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল! উপরের বার্থ হইতে কোনক্রমে নামিয়া চোখে একটু জল দিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ক্যাবিন হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

ভিসুভিয়স দেখিতে তাহার যতটা না আগ্রহ তাহার চেয়ে বেশী আগ্রহ ছিল তাহার শীলার সঙ্গে ভোরবেলাটিতে দেখা করিবার।.... আগের দিন সন্ধ্যায় সে শীলার কাছে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিল যে ভোরবেলাতে ভিসুভিয়সের ছবি যখন ফুটিয়া উঠিবে তখন সে শীলার কাছে থাকিবে।

তড়্‌তড়্ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া সে ফার্ষ্টক্লাস স্পোর্টস্ ডেকে উঠিয়া চলিয়া গেল। সেখানে এক পাল ছেলে মেয়ে জড় হইয়া চেঁচামেচি করিতেছিল। মোহিত খুঁজিতেছিল শীলাকে, তাহার দৃষ্টি সারা ডেকময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

শীলাকে কিন্তু কোথাও দেখা গেল না। যে ছেলেমেয়ের দল আনন্দ কলরবে ডেকটাকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল তাহাদের

একটিকে মোহিত বেশ ভালভাবেই জানিত—তাহাকে দেখিয়াছিল শীলার সঙ্গে অনেক সময়ই সে।····ইচ্ছা হইল তাহাকে প্রশ্ন করে, শীলা কোথায়?····কিন্তু কী এক লজ্জায় সে চুপ করিয়া রহিল।

ভিসুভিয়স দেখা যাইতেছিল ধূসর একটা রেখার মত····তাহার শিখরটা মনে হইতেছিল যেন কালো একটা মেঘের ঢেউ।····মোহিত কিন্তু ভিসুভিয়স দেখিয়া খুব উৎসাহিত বোধ করিতেছিল না, তাহার মন ছিল একটি পদশব্দের প্রতীক্ষায়····

প্রতীক্ষার ফল অবশেষে মিলিল। লজ্জারুণ মুখে শীলা আসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, মোহিত, তাই দেরী হ'য়ে গেল····

—আমি যে তোমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি এখানে!

—সত্যি?

—সত্যি না ত' কি মিথ্যা বল্‌ছি? এই যে ধূম-জ্যোতিঃতে গড়া পাহাড়ের রূপ-সৃষ্টি এও আমার কাছে নিতান্ত সাধারণ মনে হচ্ছিল তুমি আস্‌ছ না দেখে!

শীলা মোহিতের বাহুতে মৃদু তর্জ্জনীর আঘাত করিয়া বলিল, শেষ ক'দিনে তোমার মুখের ফোয়ারা ছুটে গেছে যে!

হাসিয়া মোহিত বলিল, দীপ নিভ্‌বার আগে দপ্‌ ক'রে জ্বলে ওঠে শেষবারটির মত····কল্লোল শেষ হ'বার আগে ভাসিয়ে নিয়ে যায় দুর্নিবার বেগে···

শীলা অন্যমনস্কভাবে বলিল, সত্যি কি মোহিত আমাদের বিদায় নেবার সময় ঘনিয়ে আস্‌ছে?····আমি কিন্তু কিছুতেই সেটা কল্পনার মধ্যে আন্‌তে পারছিনা।

—কিন্তু যা' সত্য এবং অবশ্যম্ভাবী তাকে জোর ক'রে এড়িয়েও ত কোন লাভ নেই।

শীলা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

মোহিত তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, কিন্তু সে কথা ভেবে এখনই মন খারাপ করার কী দরকার, শীলা? যা হ'বার তা হ'বে—তাই নিয়ে এখন ভিসুভিয়স দেখাটা মাটি ক'রো না।

শীলা সচেতন হইয়া বলিল, সত্যি, আমাব বড্ড অন্যায় হ'য়ে যাচ্ছে, মোহিত। তোমার আজকের সকালবেলাটায় আমি বিষাদের ছায়া এনে দিলুম।

মোহিত যেন শীলার কথা শুনিতেই পায় নাই এমনভাবে বলিল, দূরথেকে ভিসুভিয়স্এর এমন শান্ত সমাহিত মূর্ত্তি দেখে কে মনে কর্বে যে এরই প্রতাপে দু'হাজার বছর আগে রোমান্ সভ্যতার কতকগুলো বিশিষ্ট আত্মপ্রকাশ ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছিল!....এর রুদ্র লেলিহান শিখার আবাহন কেউ শুন্তে পায়নি', আকস্মিকতার প্রচণ্ডতায় সবাই হ'য়ে গিয়েছিল জড়, প্রবুদ্ধ....

শীলা বলিল, নাম্বে? গিয়ে একবারটি দেখে আসবে?

—নাঃ, আজ মাটির স্পর্শের কথাটি মনে হ'লে শিউরে উঠ্ছি। মনে হচ্ছে এই ত' আমাদের বিচ্ছেদের বিমান। সাগরদোলা আমাদের এনে দিয়েছিল নিবিড় ক'রে, এই মাটি এনে দেবে বিনাশের দুর্দ্দম বন্যা।....মাটিকে আমি আর ভালবাসতে পারবনা, শীলা।

শীলা বলিল, তাইত' বল্ছি মোহিত, শেষ কয়টা ঘণ্টা সম্পূর্ণভাবে উপভোগ ক'রে নেই। পরিচয় ত শেষ হয় না কখনো, নব নব বিস্ময়ে নতুন অজানার ভেতর দিয়ে নিজেদের জান্বার চেষ্টা করি।.... আস্বে?

মোহিত হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ তুমি বল্তে চাও যে বিদায়ের মূহূর্ত্ত যখন আস্বে তখন তার আগেকার গভীর অনুভূতির আনন্দ আমাদের

মনটিকে ক'রে রাখ্‌বে আচ্ছন্ন, মোহগ্রস্ত—শেষ কথাটি বল্‌বার নিষ্ঠুরতাও যেন আমাদের চৈতন্যের দুয়ারে অস্পষ্টভাবে ঘা' দিতে না পারে।

ঠিক হইল যে তাহারা দুইজনে নেপ্‌ল্‌স্‌এ নামিবে। মোহিত যোশার কাছ হইতে বিদায় নিয়া কৃপালানির সঙ্গে দেখা করিতে গেল।

কৃপালানি সেকেণ্ডক্লাস ডেকে আসিয়া যোশার সঙ্গে গল্প করিতে-ছিলেন। মোহিত তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল, আপনারা কি নেপ্‌ল্‌স্‌ দেখ্‌তে নাম্‌বেন, কৃপালানি ?

কৃপালানি বলিলেন, ভাবছি।....আপনি যাচ্ছেন কি ?

—হাঁ, আমি যাব....মিস্‌ রজার্স এর সাথে এই মাত্র সেটা ঠিক ক'রে এলুম।

কৃপালানি একটু হাসিয়া বলিলেন, তাহ'লে আমাকে খুঁজছেন কেন বাবুজী ?....গাইড্‌ভাবে ?

মোহিত একটু লজ্জিত হইয়া জবাব দিল, না, না ...আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি....

কৃপালানি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, বিদায় ? সে কি বাবুজী ?

মোহিত নিজের অসতর্কতায় প্রায় ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। সে কথাটা ঘুরাইয়া নিয়া একটুখানি কৌতুকের ভঙ্গীতে বলিল, বলা ত যায় না, কৃপালানিজী ! ভিসুভিয়স্‌ দেখতে গিয়ে যদি তার দগ্ধ-গলিত আগুনের মধ্যে পড়ে যাই তাহ'লে বিদায় নেবার অবসর আর নাও হ'তে পারে !

যোশী এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল। সে বলিল, তোমার দূরদর্শিতার বাহাদুরী আছে, মোহিত !....খবরটা পেলে কোথায়, জাহাজে সীসমোগ্রাফ-এ ?

মোহিত বলিল, জাহাজে নয়, মনে····

কথার ধারাটা যেন চলিতেছিল একটা হাসিমেশান বিদায়-পালার মত। কৃপালানি একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, তোমাকে আমার বড্ড ভয় হয়, বাবুজী····কখন কী ক'রে বস!

মোহিত হাসিয়া বলিল, সত্যি?

—ঠাট্টার কথা নয়, বাবুজী····তুমি হচ্ছ অস্বাভাবিক রকমের রোম্যান্টিক। তোমার মন ত ফটোগ্রাফের প্লেটের মত নয়, তাতে অদৃশ্য চিত্রকরের তুলির অনেক রংও এসে পড়ে। ভয়ের কথা এই যে এই রংগুলো আমাদের মত সাধারণ লোকের পরিধির মধ্যে আসে না।

মোহিত আশ্বাস দিয়া বলিল, তুমি ভেবো না, কৃপালানিজী! তুমি যে কথা বল্‌ছ আমার মন যদি সত্যি সত্যি তেমনি হ'য়ে থাকে তাহ'লে অক্ষত শরীর নিয়ে ফিরে আস্‌ব।

বলিয়া মোহিত তাহার ক্যাবিনের দিকে চলিয়া গেল। কৃপালানি একটুখানি ঘাড় নাড়িয়া যোশীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, বাবুজী, এই জাহাজে তোমার বন্ধুটি আর ফির্‌বে না। পুরানো ঘাটে পুরানো মালমসলার মাঝখান থেকে সে কিছু দিনের জন্যে রেহাই চায়, তার মনটাকে ভাল ভাবে পরখ ক'রে দেখবার জন্যে।

ক্যাবিনে যাইয়া মোহিত তাহার জিনিষপত্রগুলি সব গুছাইয়া রাখিল। চিদম্বরম্ ছিল না, তাই সে নির্ব্বিবাদে এবং নিরুপদ্রবে তাহার কাজকর্ম্ম সারিয়া ফার্ষ্টক্লাশ ড্রইংরুমে হাজির হইল।

শীলা সেখানে তাহার জন্যে অপেক্ষা করিতেছিল। মোহিত হাসিয়া তাহাকে বলিল, নেপল্‌স্‌এর ভবঘুরে গায়কদের ম্যাণ্ডোলিন্ বাজানো

শুনেছি খুবই নাকি সুন্দর....গোধূলির আঁধারের সাথে তার ছায়া ঘুরে ঘুরে মরে, আলোর কিরণ রেখায় তা' ভাস্বর হ'য়ে ওঠে....

নেপল্‌স্ এ নামিয়া মোহিত বলিল, আজ আর কোথাও ঘুর্‌ব না শীলা... ভিসুভিয়স্-এর সামনে যাবার আমার একটুও ইচ্ছা নেই!

শীলা বিস্মিত সুরে প্রশ্ন করিল. কেন ?

—দূর থেকে যা' দেখেছি তার গভীরতা নষ্ট হ'য়ে যাবে ওর সাম্‌নে গেলে। ওর ধ্বংস-লীলার কথা মনে হবে বারবার, ওর পেছনে যে সব-ছড়িয়ে-যাওয়া একটা অনুপম রহস্য আছে সেটার দ্বার যাবে খুলে। সে আমি চাইনে, শীলা....

—কেন মোহিত ?

—কেন জানি না। আজ শুধু স্তব্ধভাবে প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত নিবিড় ক'রে অনুভব ক'রে নিতে চাই....বাইরের কোন প্রকার বাতাসকে আমার মানস-সরোবরে একটুও ঢেউ তুলতে দেব না আমি।

—তাহ'লে কোথায় যাবে ?

—যেদিকে দু'চোখ যায়....

কথাটা বলা হয়ত' খুবই সহজ, কিন্তু বাস্তবের নগ্নতায় তাহার মাধুর্য্য কতখানি থাকিবে বলা কঠিন। শীলা অবশ্য কোনই প্রতিবাদ করিল না—সে স্থিরই করিয়া আসিয়াছিল আজ সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দিবে মোহিতের কাছে....আত্মবিসর্জ্জনের যে সুখ তাহা সে গভীরভাবে উপভোগ করিয়া নিবে নেপল্‌স্এ—মোহিতের সাহচর্য্যে।

পথ-ঘাট মোহিত কিছুই চিনে না। দলভ্রষ্ট এই দুইটি তরুণ-তরুণী কী করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল সমুদ্রের ধারে বিশাল প্রোমেনাদ্-এর পাশ দিয়া। দূরে জাহাজের ছবি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল।

শীলা বলিল, আমরা যে সহর ছেড়ে চ'লে আস্‌ছি মোহিত।

মোহিত জবাব দিল, সহরের মাঝেই যে থাক্‌তে হ'বে তার কি কোন মানে আছে?

শীলা চুপ করিয়া রহিল।

মোহিত তখনও নিঃশব্দে হাঁটিতেছে। শীলা একটু ক্লান্ত বোধ করিতেছিল, সে আস্তে আস্তে মোহিতের বামবাহুর মধ্যে নিজের ডান হাতটি গলাইয়া দিল।

এতক্ষণ মোহিতের যেন কোন খেয়ালই ছিল না, শীলার হাতের স্পর্শে সে সচকিত হইয়া বলিল, তোমার ক্লান্তি বোধ হচ্ছে, শীলা?

শীলা ঘাড় নাড়িল।

মোহিত বলিল, আমার বড্ড অন্যায় হ'য়ে গেছে, শীলা....আর একটুখানি চলো, কোলাহল থেকে আরও দূরে চলে যাই, তারপর বস্‌ব কোথাও।

একটু পরে শীলা প্রশ্ন করিল, আমাদের ষ্টিমার ছাড়বে তিনটায় সেটা ভুলে যাওনি'ত?

হাসিয়া মোহিত উত্তর দিল, ভুল্‌তে চাইলেও ষ্টিমার কি ভুল্‌তে দেবে? তার বাঁশী বেজে উঠবে দৈত্যের হুঙ্কারের মত....জানাবে, এসো, আমার বিশাল ছায়ার মধ্যে আমার আশ্রয় নাও....

আরও খানিকটা দূরে যাইয়া মোহিত দাঁড়াইল....সমুদ্রের নীল রেখা সেখানে অর্দ্ধচন্দ্রাকার হইয়া দিগন্তে মিশিয়া গিয়াছে....ঢেউএর উদ্দাম

উচ্ছ্বাস সেখানে নাই বলিলেই চলে, মাঝে মাঝে দুই একটা স্রোত মাটিতে আসিয়া লাগিতেছে, যেন লুব্ধ প্রেমিক এদিক ওদিক তাকাইয়া প্রেয়সীকে সঙ্গোপনে চুম্বন করিতেছে, আবার লজ্জারুণ মুখে অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইতেছে।

শীলা বলিল, ভারী সুন্দর এখানকার জলটা, না মোহিত?

মোহিত বলিল, আমার কী মনে হচ্ছে জান?

—কী?

—জীবন-পথের আশেপাশে সুধায় ভরা কত ফল পাতার আড়ালে ঢাকা থাকে, আমাদের চোখ নেই ব'লে আমরা তা এড়িয়ে যাই, উপবাসী ক্ষুধা নিয়ে ঘুরে বেড়াই অনিশ্চিতের পেছনে। তার ফল হয় এই যে শ্রান্তি এবং অবসাদে আমাদের মন পূর্ণ হ'য়ে ওঠে।

—এখনও কি তুমি অনিশ্চিতের পেছনে ঘুরছ?

—না....কিন্তু সেই ব্যর্থ ঘোরাটির কথা বিশেষ ক'রে মনে হচ্ছে আজ, যেহেতু অজান্তে সহসা সুধার রস আমার মিলেছে।

শীলা নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

মোহিত তাহার বাম-বাহুতে আবদ্ধ শীলার ডান হাতটি নিজের হাতের দুইটি মুঠার মধ্যে নিয়া ঠোঁটের কাছে আনিয়া তাহাতে ছোট একটি চুম্বন করিয়া বলিল, দেশ থেকে যখন বেরিয়েছিলুম তখন কি আমি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলুম এমনি অকস্মাৎ সাগর দোলার ঢেউএর সাথে সাথে আমার মনের কামনা রূপায়িত হ'য়ে উঠবে সজীব একটি মূর্ত্তিতে, আমার স্বপ্ন-প্রিয়ার সাক্ষাৎ মিলবে জলের বুকে?

শীলা অসহ্য পুলক-ব্যথায় চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর আস্তে আস্তে বলিল, কিন্তু, মোহিত, মাটির সাথে যার সম্বন্ধ নেই তা'ত বুদ্বুদের

মত সাগরের বুকেই মিশে যাবে ! ঢেউ ত' কখনও স্থির থাকে না, সে যে চিরচঞ্চল !

গভীর ভাবে খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া মোহিত হঠাৎ বলিল, শীলা, আজ আমার মাথার ঠিক নেই···কত কথাই যে মনে আস্‌ছে কী বল্‌ব ! যদি অন্যায় কিছু ক'রে বা ব'লে বসি তাহ'লে আমায় ক্ষমা ক'রো !

এ আবার কী কথা ?—গভীর বিস্ময়ে শীলা মোহিতের দিকে তাকাইল। মোহিত তাহার ভয়ত্রস্ত দৃষ্টি দেখিয়া আশ্বাসের ভঙ্গীতে বলিল, ভয় পাবার কিছু নেই, আমার খেয়ালগুলো শুধু তুমি আজকের দিনটির মত মাপ ক'রে নিয়ো।

খুব ধীরস্বরে শীলা বলিল, কিন্তু তুমি আজ এত অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ছ কেন ?

—অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ছি কি ?

—কেন, তুমি নিজে কি সেটা বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, মোহিত ?

—হ'বে !····বলিয়া মোহিত হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। শীলা বলিল, অমন ক'রে গম্ভীর হ'য়ে থেকোনা এখন।····এই না তুমি বল্‌ছিলে আজকের সময়টুকুর প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত ভরে দেবে নিবিড় আনন্দের ধারায় ?····আর এখ্‌খুনি তোমার মুখ হ'য়ে আস্‌ছে বর্ষার গম্ভীর আকাশের মত !

মোহিত জবাব দিল, সত্যি শীলা, আমার এমন গম্ভীর হ'য়ে থাকাটা উচিত হচ্ছে না !····বলিয়া সে শীলাকে বাহুবেষ্টনে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার রক্ত অধরে একটি চুম্বন মুদ্রণ করিয়া দিল। তাহার হাসিয়া বলিল, এবার আর নালিশ কর্‌বে না ত ?

শীলা কিন্তু সন্তুষ্ট হইল না, বলিল, কিন্তু তোমার সব ভাবভঙ্গীর মাঝে কেমন একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য কর্‌ছি আজ।

ইহার কোন জবাব মোহিত দিল না। কথাটা এড়াইয়া যাইবার জন্য বলিল, চুপ ক'রে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার মোটেই ভালো লাগ্‌ছে না, শীলা ····এসো, ছায়ায় কোথাও বসি।

সমুদ্রের ধারেই পাহাড় উঠিয়া গিয়াছে আকাশের দিকে, স্তরে স্তরে। অঙ্গে তাহার সবুজ ঘাসের অঞ্চল····সোজা ঢালু পাহাড নয়, তাহার মধ্যেও যেন ঢেউ খেলিতেছে, সাগরের ঢেউএর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া। পাহাডে উঠিয়া ছায়া-সুশীতল একটি কোণ খুঁজিয়া মোহিত বলিল, এখানে বসা যাক্ এখন···

শীলা বসিল। মোহিত আর কোন কথাটি না বলিয়া তাহার কোলের উপর মাথাটি রাখিয়া সটান শুইয়া পড়িল।

শীলা প্রথমে একটু অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কিছু না বলিয়া গভীর স্নেহভরে মোহিতের মাথার কালো চুলগুলি নিয়া খেলা করিতে করিতে বলিল, তুমি কিন্তু ভয়ানক খেয়ালী হ'য়ে উঠ্‌ছ আজ, মোহিত!

মোহিত তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে জবাব দিল, হুঁ····

—হুঁ নয়, সত্যি····

মোহিত প্রশ্ন করিল, তুমি আমার খেয়ালীপনা ভালবাস না, শীলা?

তাহার কথায় অভিমানের সুর। শীলা মোহিতের চুলগুলির মধ্যে দ্রুতবেগে অঙ্গুলী চালনা করিয়া বলিল, ভালবাসি বৈ কি····তোমার খেয়াল যে এ····

মোহিত চুপ করিয়া নীল আকাশের দিকে তাকাইয়াছিল। খানিক পরে প্রশ্ন করিল, তোমাদের দেশে আকাশ বোধ হয় এমন নীল নয়, নয় কি শীলা?

শীলা বলিল, না····শাদা কুয়াশা আর কালো ধোঁয়াই যে আকাশকে

ছেয়ে রাখে সেখানে। সোনার আলো যদি কখনও দেখা যায় তাহ'লে আনন্দের ফোয়ারা ছোটে সকলের প্রাণে।

মোহিত প্রশ্ন করিল, তোমার দেশে পৌঁছে তুমি সবই ভুলে যাবে শীলা, নয় কি?

একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া নত হইয়া মোহিতের কপালের উপর চুলের কাছটায় একটি চুম্বন দিয়া শীলা বলিল, ভুলতে পারতুম, মোহিত, যদি এর সাথে গভীর অনুবেদনার যোগ না থাকত।....তুমি একটা জিনিষ ভুলে যেওনা যে আমরা হচ্ছি মেয়ে, আমাদের অনুভূতির তন্ত্রীতে যদি একবারটি আঘাত লাগে তবে তার মূর্চ্ছনা সমস্ত চৈতন্যকে দেয় আচ্ছন্ন ক'রে।...সে কি কখনও ভোলা যায়, মোহিত?

—কিন্তু দেশের মাটিতে পা' দিতেই ত সবাই তোমাকে ছেঁকে ধরবেন চারিদিক থেকে।....তখন কি আর সাগর দোলাব ঢেউখানির কথা তোমার মনে থাকবে, শীলা?

গভীর ভাবে শীলা জবাব দিল, তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন, মোহিত, সমুদ্র অন্তরে অন্তরে নিস্তব্ধ হ'য়েই আছে—শুধু উপরে উপরে ঢেউ উঠছে, জোয়ার-ভাঁটা চলছে।....সমুদ্রের প্রকৃতরূপ দেখতে পাবে অভ্যন্তরে, যেখানে আছে এক রহস্যময় জগৎ....বাইরে ত' শুধু ফেনিল উচ্ছ্বাস মাত্র!

মোহিত শান্তভাবে শীলার কথাগুলি মনের মধ্যে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। একটু পরে বলিল, আমার কিন্তু ভয় হয়, শীলা....

বিস্মিত হইয়া শীলা প্রশ্ন করিল, ভয়? কেন?

—ভয় হয় এই ভেবে যে সমুদ্রের অন্তরের রহস্য বড় গভীর, অতলস্পর্শী। তোমার ভালবাসা যদি সেরকম না হ'য়ে তার উপরকার ঢেউএর মত চঞ্চল এবং ক্ষণিক হ'ত তাহ'লে বোধ হয় ভাল হ'ত...

গভীর বিস্ময়ে শীলা বলিল, এ কী বলছ তুমি, মোহিত?

—একটুখানি অদ্ভুত ঠেক্‌ছে আমার উক্তি, না?....আসল কথাটি হচ্ছে এই যে তোমার ভালবাসার গভীরতা আমায় ক'রে দিচ্ছে ত্রস্ত। আমার মন তাই বল্‌ছে উভয়ের মুক্তির জন্যে যত শীগ্‌গির বিদায়ের মুহূর্ত্ত চলে আসে ততই বোধ হয় হ'বে ভাল।

—কিন্তু তোমার অনুবেদনাও যদি আমারই মত গভীর হ'য়ে থাকে তাহ'লে বিচ্ছেদে ত সান্ত্বনা মিলবে না, মোহিত....

—মানি, কিন্তু এক্ষেত্রে বিচ্ছেদ ছাড়া উপায় কী শীলা?....যা' অবশ্যম্ভাবী তাকে উপেক্ষা ক'রে ত কোন লাভ নেই! তাই বল্‌ছি, জোর ক'রে মনকে বিশ্বাস করাতে হ'বে যে এ সাগরদোলার ঢেউ ছাড়া আব কিছুই নয়!....সাগর-অন্তঃপুরের নিস্তব্ধতাব কথা যেতে হ'বে ভুলে!

—পারবে?

—না পাব্‌লেও চেষ্টা করতে হবে, শীলা।....এবং সেই জন্যই বিদায়টাকে করে তুল্‌তে হবে অকস্মাৎ, যাতে চিন্তা কব্‌বার অবসরটুকু পর্য্যন্ত মন না পায়।....ভাব্‌বার অবসব পেলেই মন যাবে ঢেউএব নীচেকার রহস্য আবিষ্কারের লোভে।

শীলা কিছু বলিল না। মোহিতের মনের দ্বন্দ্ব সে অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতেছিল....বুঝিতে তাহার কোনই কষ্ট হইতেছিল না, কারণ তাহার মনের মধ্যেও যে সেই একই ছন্দে গাথা বিক্ষোভের প্রবাহিণী চলিতেছিল। সে ধীরে ধীবে মোহিতের কপালটির উপর তাহার ডান হাতটি রাখিল।

মোহিত এই স্নেহস্পর্শ উপভোগ করিতে করিতে বলিল, যদি আমাদের এমনি বিচিত্রভাবে দেখা না হ'ত তাহ'লে কোন ক্ষতি হ'ত কি?

শীলা বলিল, হয়ত হ'ত না। অনুভূতি না থাক্‌লে অভাবের কথা যে উঠ্‌তেই পারেনা !

খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া মোহিত বলিল, জানো, এক একবার ব্রাউনিংএর মত আমার বলতে ইচ্ছা হয়, এই যে বেদনাপূর্ণ আনন্দের ছোঁয়াচটুকু পেয়েছি এই বা কম কি ? এর দামও ত' নগণ্য নয় !....কিন্তু নিজের জীবনের ছন্দের সাথে ব্রাউনিংএর ফিলসফি মিলাতে গিয়ে দেখি, ব্রাউনিংএর মত দৃঢ়তা এবং বিশ্বাস আমার নেই !

সান্ত্বনামিশ্রিত ভাষায় শীলা বলিল, সে দৈন্য শুধু তোমার একা নয়, মোহিত....বিশ্বজোড়া লোকের সম্বন্ধেই এই কথা খাটে।

অনেকক্ষণ মোহিত চুপ করিয়া শীলার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া রহিল। তাহারপর হঠাৎ উঠিয়া শীলার মাথাটি নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, কেন যে তোমাকে ভালবেসেছি, শীলা, আমি নিজেই বুঝতে পারছিনা....আমার সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা ছিল তোমাকে ভাললাগার বিরুদ্ধে, কিন্তু মনের খেলা এমনই বিচিত্র যে সে কোন বাঁধা আইন-কানুন মেনে চলেনা—সে চলে তার নিজের খুসীতে.... খেয়াল মত....

দ্বিপ্রহর পড়িয়া আসিতেছিল তখন। মোহিত মৃদুস্বরে বলিল, খিদে পেয়েছে, না ?

শীলা একটুখানি হাসিল।

মোহিত বলিল, কিন্তু আজ তোমায় উপোসী থাক্‌তে হ'বে শীলা.... এখান থেকে আমি এখন নড়্‌ছিনা—আর এ জায়গায় ব'সে খাবার ত মিলবে না !

শীলা শুধু বলিল, দরকার নেই কিছু....

মোহিত বলিল, আচ্ছা, শীলা, যদি তোমার কাছ থেকে আমি হঠাৎ চলে যাই তাহ'লে তুমি আমার সম্বন্ধে যা' তা' ভাব্বে কি ?

অবাক হইয়া শীলা বলিল, তোমার মনের মধ্যে দুরন্ত একটা খেয়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে, মোহিত, আমার কাছে তুমি লুকোবার চেষ্টা ক'রো না !

ম্লানহাসি হাসিয়া মোহিত বলিল, খেয়াল কিছুই নেই, শীলা....যা' মনে আসছে তাই শুধু বলছি....

মোহিতের বুকে মুখ লুকাইয়া শীলা প্রশ্ন করিল, আমায় তুমি ব'লোনা কী প্ল্যান্ তোমার মনের মধ্যে তোলপাড় করছে এখন....

তেমনই হাসিয়া মোহিত জবাব দিল, প্ল্যান থাক্‌লে ত বল্‌ব, শীলা !...মনটা হয়ে উঠেছে ভবঘুরে, বাঁধন মান্‌ছে না, নিয়ম শুন্‌ছেনা, তাই মুখের ভাষার মধ্য দিয়ে যা খুসী-তাই বলাচ্ছে।

ঘড়িতে দুইটা যখন বাজিল তখন শীলা বলিল, এবার ত উঠতে হ'বে মোহিত....জাহাজ ছাড়বে আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই।

মো... তাহার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া বলিল, হাঁ, এবার ষ্টীমারে যেতে হ'বে....

উভয়ে উঠিল। ... ধরিয়া আবার তাহারা হাঁটিতে সুরু করিল, নেপল্‌স্‌এর জনকোলাহলের অভিমুখে। পথে তাহারা শুনিল জাহাজের প্রথম বাঁশী বাজিল।

মোহিত বলিল, বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে, শীলা। জাহা... দেবার সাথে সাথেই চলা সুরু হবে কিন্তু....

—জাহাজ ছেড়ে যাবে না ত ?

—না....ঠিক সময়ে আমরা গিয়ে পৌছ্‌ব।

জাহাজের কাছে যখন তাহারা যাইয়া পৌঁছিল তখন সিঁড়ি তুলিয়া নিবার মাত্র মিনিট দশেক বাকী। শীলা আর মোহিত তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া চলিয়া গেল।

যোশী আর কৃপালানি ফার্ষ্টক্লাশ ডেকে দাঁড়াইয়াছিল—এই যাত্রী দুইটির আগমন প্রতীক্ষায়। তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া যোশী বলিল, আমাদের যা' ভাবনা হ'য়েছিল, মিস্ রজার্স···· ভাব্‌লুম আজ মোহিতের পাল্লায় পড়ে বুঝি ভিসুভিয়সের আগুনের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করেছ আলেয়ার মত!

শীলা বলিল, আমরা ত ভিসুভিয়স্ দেখ্‌তে যাইনি', যোশী। আমরা ওইদিক দিয়ে হেঁটে চলে গিয়েছিলুম অনেক দূরে—পাহাড়ের মধ্যে···

মোহিত এমন সময় "এই এখ্‌খুনি আস্‌ছি" বলিয়া হঠাৎ কোথায় চলিয়া গেল।

কৃপালানি বলিলেন, বাবুজী—মিঃ সেন—কোনরকম পাগ্‌লামি করেননি' ত?

আরক্তমুখে শীলা জবাব দিল, না····তবে আজ তাঁর মনটা খুবই চ[illegible] ব'লে মনে হচ্ছিল।

কথা বলিতে বলিতে শীলা রেলিংএর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

জাহাজের শেষ বাঁশী বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে [illegible]ড় উঠাইয়া নিবার কথা, হঠাৎ শীলার নজর পড়িল সেই [illegible]টার দিকে। দেখিতে পাইল, মোহিত সিঁড়ির প্র[illegible] খালাসীটার সঙ্গে কী যেন তর্ক করিতেছে, খালাসীটা [illegible] কোনই জবাব না দিয়া বারবার অসম্মতিসূচক ঘাড় [illegible]ড়তেছে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত প্রহেলিকা শীলার নিকট অত্যন্ত স্বচ্ছ সরল হইয়া গেল। মোহিতের ব্যবহারের অসংলগ্নতা, তাহার কথাবার্ত্তায় চঞ্চলতার

কারণ সে বুঝিতে পারিল এক নিমেষে। আর দ্বিধা না করিয়া সেও দ্রুত-গতিতে ছুটিয়া গেল নীচে, যেখানে মোহিত তখনও অনুনয় করিতেছে খালাসীকে, তাহাকে একবারটি তীরে অবতরণ করিবার পথ দিতে।

মোহিতের কাঁধে হাতটা রাখিয়া সে মৃদুস্বরে বলিল, পাগ্‌লামি ক'রোনা, মোহিত, চলে এসো!

শীলার এই অতর্কিত স্পর্শে মোহিত বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত চম্‌কাইয়া উঠিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সে খানিকক্ষণ শীলার দিকে তাকাইয়া রহিল।

শীলা আবার তাহাকে আকর্ষণ করিয়া বলিল, যোশী আর কৃপালানি তোমার জন্য অপেক্ষা করছে উপরের ডেক্‌এ, দেরী ক'রোনা।

নীরবে মোহিত শীলাকে অনুবর্ত্তন করিল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের শেষ বাঁশীও বাজিয়া উঠিল এবং সিঁড়িও উঠাইয়া নেওয়া হইল।

উপরের ডেকে উঠিতে উঠিতে মৃদুস্বরে শীলা বলিল, তোমার পাগ্‌লামির কথা আমি কাউকে জানাব না, কিন্তু নিরিবিলিতে তোমার সঙ্গে কথা বলা নিতান্ত দরকার, মোহিত।

যোশী এবং কৃপালানি অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিল জাহাজে ফিরিবার অব্যবহিত পরেই এই দুইটি নরনারী হঠাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইল। শীলা এবং মোহিতকে পাশাপাশি উঠিয়া আসিতে দেখিয়া উভয়ে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, তোমাদের মধ্যে কী যেন একটা লুকোচুরী খেলা চল্‌ছে, মিস্ রজার্স....

তরল হাস্যে ডেক্‌টা মুখরিত করিয়া শীলা জবাব দিল, আমরা মেয়েজাতটাই যে লুকোচুরী ভালবাসি, যোশী।....আমাদের হৃদয়ের রহস্য জান্‌বার মত ধৈর্য্য ত তোমার কোনদিন হ'বেনা!

ততক্ষণে মোহিত ও অনেকটা সংযত হইয়া আসিয়াছে। শীলার

সঙ্গে গলা মিলাইয়া সেও বলিল, লুকোচুরী একটু আছে বই কি কৃপালানিজী, কিন্তু বন্ধু যোশী যে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন তা' মোটেই নেই!

একটু মুখভার করিয়া যোশী বলিল, বেশ, এখন না হয় না বল্লে, কিন্তু সময়মত আমন্ত্রণ যেন পাই!

—আশা ক'রে ব'সে থেকে পরে যেন নিরাশ হয়োনা, যোশী!.... তরল কণ্ঠে মোহিত জবাব দিল।

জাহাজ তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধীরে ধীরে বন্দরের সীমা অতিক্রম করিয়া জাহাজ আবার আসিয়া পড়িল উন্মুক্ত সাগরের বুকে। আবার সুরু হইল আগের মত সেই দোলানি, আরম্ভ হইল ঢেউএর সেই নিষ্ঠুর খেলা, যাহা চলিয়াছে অনাদিকাল হইতে এবং যাহা যুগ যুগান্তর ধরিয়া মানুষের মনকে যা-খুসী-তাই বিপর্য্যস্ত করিয়া আসিতেছে!

মোহিত নতশিরে শীলার পিছনে পিছনে উপরের ডেক্‌এর জনবিরল একটা কোণে আসিয়া দাঁড়াইল।

শীলা প্রথমে কোন কথা বলিল না, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিষ্পলকনেত্রে সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া রহিল।

অত্যন্ত পীড়াদায়ক এই নীরবতা ভাঙ্গিবার প্রয়াস করিয়া মোহিত বলিল, চুপ ক'রে থেকোনা, শীলা। যা বল্‌বার ব'লে ফেলো!

শীলা তবু কোন জবাব দিলনা।

মোহিত আবার বলিল, কেন তুমি আমার ইচ্ছায় বাধা দিলে, শীলা? আমি চলে যেতে চেয়েছিলাম আমার নিজের খুসীতে, যাতে সবরকম

সমস্যার সহজ এবং সুষ্ঠু একটা সমাধান হ'য়ে যায়।....আমাকে বাধা দিয়ে জটিলতা তুমি বাড়ালে বই কমালেনা !

শীলা এবার কথা বলিল, অত্যন্ত ধীরে ধীরে।

—তোমার ব্যবহারে কতকগুলো বিষয় অত্যন্ত স্বচ্ছ, সরল হ'য়ে গেল, মোহিত।....আমাদের এই খেলা আর বেশীদূর এগোতে দেওয়া আর কিছুতেই উচিত হ'বেনা, সময় থাক্‌তে রাশ টান্‌তে হবে।

—তার মানে ?....আহতস্বরে মোহিত প্রশ্ন করিল।

—মানে শুধু এই যে তোমার আর আমার মনের ধারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন।....যে অনুভূতির আঘাতে তুমি পালিয়ে যেতে চাও তার স্পর্শ আমার মনেও লেগেছে, কিন্তু, কই, পালিয়ে যাবার ইচ্ছা ত আমার মনে একবারও জাগেনা !

—তোমরা স্বাধীন দেশের মেয়ে, শীলা। তোমাদের অনুভূতির, ব্যবহারের মাপকাঠি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।...আমরা পরাধীন, যুগযুগান্তর ধরে অপরের অনুবর্ত্তন ক'রেই এসেছি আমরা, গভীর অনুভূতিকে আমরা ছেলেখেলা ব'লে উড়িয়ে দিতে পারিনা !

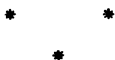
—গভীর কোন অনুভূতিকেই উড়িয়ে দিতে বল্‌ছি না, মোহিত। আমি শুধু বল্‌ছি এই যে সাগরের বুকে ব'সে যে দোলা লেগেছে তোমার মনে তাকে প্রগল্‌ভ মর্য্যাদা দিও না, তার দাম কতটুকু প্রথমে স্থিরভাবে বিচার ক'রে দেখো।

মোহিত কোন কথা বলিল না, তিরস্কৃত বালকের মত অসন্তুষ্ট মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কথার ভঙ্গীতে লঘুতা আনিবার প্রয়াস করিয়া শীলা বলিল, বকুনীটা একটু বেশী হ'য়ে গেল, না মোহিত ?....ছিঃ, এরকম রাগ ক'রে থেকো

না !····যোশী আর কৃপালানি না জানি কি ভাব্‌ছে, চলো তাদের কাছে যাই ।

বলিয়া মোহিতকে একপ্রকার টানিতে টানিতেই শীলা নৃত্যদোদুল চরণক্ষেপে নীচের ডেকে ছুটিয়া গেল ।





শীলার ডায়েরী হইতে ঃ

শুক্রবার, রাত বারোটা। ডায়েরী লিখ্‌তে আর ইচ্ছা কর্‌ছে না, কিন্তু লিখ্‌তেই হ'বে এই বিচিত্র হাসি-কান্না মেশানো ইতিবৃত্ত, এর উপসংহার। সাগরের বুকে তরঙ্গের প্রত্যেকটি আঘাতে মোহিতের জীবনে যে প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন ঘটে গেল তার কাহিনী আমি ছাড়া আর কে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখ্‌বে?

মোহিতের এই তরুণ একাগ্র অনুভূতিকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং ভয়ও করি। শ্রদ্ধা করি, কারণ আমি তার যোগ্যা নই। ভয় করি, কারণ সময় সময় নিজের উপর সংযম হারিয়ে ফেলি, মনে হয় বুঝি বা মোহিতের হাতে আমার মনটাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ ক'রে দিয়ে আমি তৃপ্তি পাব বেশী।

কিন্তু এই দোদুল অবস্থায় থাকা চল্‌বে না। আমাকে আত্মস্থ, সংহত হ'তেই হ'বে। কে এই মোহিত, কোন্ সুদূর দেশের অপরিণত-বুদ্ধি যুবক, যার কথা ভেবে আমি আমার সমস্ত জীবনটাকে ক'রে ফেল্‌ব বিপর্য্যস্ত, ক্ষুব্ধ?

সত্যি কথা বল্‌তে কি, মোহিতের এই পালিয়ে যাবার প্রয়াস আমার একটুও ভাল লাগেনি'! বুঝ্‌লুম সে আমাকে ভালবেসে ফেলেছে, অত্যন্ত গভীরভাবে ভালবেসেছে, কিন্তু তার প্রকাশ কেন হ'বে কাপুরুষ পলায়নে? জোর ক'রে তার দাবী জানাবার মত সাহস তার নেই কেন? কেন সে মুখ ফুটে বল্‌তে পারে না সে আমাকে চায়?

আমি আভাসে-ইঙ্গিতে অনেকবার জানিয়েছি যে আমার মনও তার

দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে আছে। কর্ণেল গ্রীণ এবং মিস হিল্-এর বিরুদ্ধতা ত আমি কম করিনি'—তাতেও কি মোহিত বুঝ্‌তে পারে না যে আমি পরশ্রীকাতর কুৎসাকে ভয় করি না, আমি চাই নির্ভীক, দুঃসাহসী দাবী! ....হাজার হোক্ আমি মেয়ে, আমি ত আর উপযাচিকার মত মোহিতের কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে তাকে মুখ ফুটে বল্‌তে পারি না যে তার চুম্বন আদরের জন্য আমি উৎসুক হ'য়ে আছি!

মিস্ হিল্ আবার কট্‌কট্ ক'রে আমার দিকে তাকাচ্ছেন, ভাবছেন আমি আজও আবার রাত দু'টো অবধি ডায়েরী লেখায় নিমগ্ন হ'য়ে থাক্‌ব কি না।....দরকার কি বুড়াকে চটিয়ে? বাতিটা বন্ধ ক'রে আমিও শুয়ে পড়্‌ছি।

শনিবার, সকাল বেলা। কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি', সংলগ্ন অসংলগ্ন নানা স্বপ্নের ছায়ায় কেটেছে সমস্ত রজনী। তাই ভোর বেলায় সূর্য্যের আলো ফুট্‌তে না ফুট্‌তেই কোন রকমে ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে আমি চলে গিয়েছিলাম উপরের ডেকে, ঊষার প্রথম কিরণছটা দেখ্‌তে।

পথেই দেখা কর্ণেল গ্রীণ-এর সাথে। তাঁর স্বাভাবিক শিষ্ট হাসি হেসে বল্‌লেন, সুপ্রভাত! প্রথমেই তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল, দিনটা ভালই কাট্‌বে ব'লে মনে হচ্ছে।

—কিন্তু আমার দিনটা ভাল কাটবে না বোধ হয়!

—কেন?....যথার্থ বিস্ময়ের সুরে কর্ণেল প্রশ্ন কর্‌লেন।

—তোমার মত কলহপ্রিয় বুড়ো লোকের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎটা কি খুব মঙ্গলসূচক, কর্ণেল?....খুব গম্ভীর মুখ ক'রে আমি জবাব দিলাম।

হো হো ক'রে হেসে সমস্ত সিঁড়িটা মুখরিত ক'রে কর্ণেল গ্রীণ বল্‌লেন, ওঃ, এই ?....তা কলহপ্রিয়তার অপবাদটা মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু বৃদ্ধের পর্য্যায়ে আমাকে ফেল্‌বে তুমি এ আমি কিছুতেই মান্‌তে রাজী নই !... জানো, মিস্ রজাস, এই জাহাজে অন্ততঃ আধডজন মহিলা আছেন যাঁরা আমার গলায় মালা দিতে পার্‌লে কৃতার্থ বোধ কর্‌বেন।

তারপর একটু গম্ভীর ভাবে কর্ণেল প্রশ্ন কর্‌লেন, তোমার সেই ভারতীয় বন্ধুটির খবর কি ? বিদায়ের সময় ত আসন্ন হ'য়ে এল, নয় কি ?

কর্ণেল গ্রীণের এই কথায় আমার মনে পড়ে গেল যে সাগরের বুকে এই খেলার শেষ পরিচ্ছেদ সত্যি এগিয়ে এসেছে। কাল ভোরের আলো ফুট্‌তে না ফুট্‌তেই জাহাজ পৌছুবে জেনোয়ার বন্দরে, এবং সেখানে অবতরণ ক'রে আমাকে নিতে হ'বে ট্র্যান্সকণ্টিনেণ্ট্যাল এক্সপ্রেস্। আর মোহিত সাগরের বুকে চল্‌তে থাক্‌বে আরও চার দিন, সে লণ্ডনে যাবে সমুদ্রপথে।

প্রশ্নের জবাবে আমি সংক্ষেপে বল্‌লাম, বন্ধু ভালই আছেন।

কর্ণেল গ্রীণ পাল্টা আর কোন প্রশ্ন কর্‌লেন না।....ওঁকে আমি পছন্দ করি এই জন্যই। মিস্ হিল্-এর উদগ্র সুরুচিবর্জ্জিত অনুসন্ধিৎসা নেই কর্ণেল গ্রীণ-এর, তিনি জানেন নরনারীর বন্ধুত্ব, ভাললাগা, ভালবাসা সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব, তাতে বাইরের লোকের কথা বলা অত্যন্ত উগ্র অনধিকার প্রবেশ।

আমরা উপরে চলে গেলাম সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে। হঠাৎ চোখ পড়্‌ল ডেকের অপর প্রান্তে, দেখি ড্রেসিং গাউন পরে মোহিতও এসেছে আকাশ-সাগর মন্থন করা বিরাট্ অবর্ণনীয় শোভা দেখ্‌তে। বুঝ্‌লাম, আমার মত তারও ভাল ঘুম হয়নি'।

কর্ণেল গ্রীণ ডান হাতটা তুলে ইসারায় মোহিতকে সম্ভাষণ জানালেন, মোহিত তার হাতটা তুলে প্রতিসম্ভাষণ কর্‌ল।....মোহিতের ভদ্রতাজ্ঞান একটু হ'য়েছে!

আমি কিন্তু মোহিতের দিক থেকে আমার দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এসে ন্যস্ত কর্‌লাম পূর্ব্বদিকের আকাশের প্রতি। খেলা ত অনেকই খেলেছি, শেষের দিনটাতে ফুটিয়ে তুল্‌তে চাই বাস্তবের রূপ, তা' যতই রূঢ়, যতই কুৎসিৎ মনে হোক্ না কেন।

কর্ণেল গ্রীণ আমার মোহিতের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়াটা লক্ষ্য কর্‌ছিলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। প্রশ্ন কর্‌লেন, যদি কিছু মনে না কর, দু'একটা প্রশ্ন কর্‌তে পারি, মিস্ রজার্স?

নির্লিপ্ত সুরে বল্‌লাম, স্বচ্ছন্দে!

—তোমার ভারতীয় বন্ধুটিকে তুমি একবারটি সম্ভাষণও কর্‌লে না আজ? কেন, ঝগড়া হ'য়েছে নাকি?

কর্ণেলের প্রশ্নে আমার অন্তর মথিত ক'রে উদ্বেল হ'য়ে উঠ্‌ল একটি হাসিকান্নার সুর। ঝগড়া? সত্যি যদি ঝগড়া হ'য়ে থাকৃত তাহ'লে বোধ হয় আমার মত সুখী আজ পৃথিবীতে থাকৃত না কেউ। কিন্তু মোহিত ত ঝগড়া কর্‌তে জানে না, সে জানে শুধু অহেতুক কতকগুলো অভিযোগ কর্‌তে! তার ভালবাসা অত্যন্ত স্বার্থপরের মত, নিজেকে নিয়ে ডুবে আছে সে, যাকে সে ভালবাসে তার মনের মধ্যে কী বিচিত্র লীলা চলেছে তা' অনুভব অনুসরণ কর্‌বার মত না আছে তার ক্ষমতা, না কর্‌ছে সে প্রয়াস!

কর্ণেলের প্রশ্নের উত্তর দিলাম, না, ঝগডা হয়নি' কর্ণেল, তবে বুঝ্‌তেই ত পার্‌ছ আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই বিদায় নিতে হ'বে জাহাজে-গড়া পরিচয়, বন্ধুত্বের কাছ থেকে, তাই আগে থেকেই তৈরী হ'য়ে থাক্‌ছি!

কর্ণেল গ্রীণ তবু প্রশ্ন কর্‌লেন, কিন্তু সেজন্যে দেখেও না-দেখার ভাণ করার ত কোন প্রয়োজন হয় না!

আমি মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌লাম। নিজের মনের বোঝা একা আমি আর বইতে পার্‌ছি না কিছুতেই—কাউকে বল্‌তেই হ'বে কোথায় আমার ক্ষত, কেন আমার এই ক্ষুব্ধতা। একমাত্র কর্ণেল গ্রীণ ছাড়া কাকেই বা বিশ্বাস কর্‌তে পারি আমি?

বল্‌লাম, আচ্ছা, কর্ণেল, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য এই দুটো মহাভূমির মধ্যে মিলন কি একেবারেই অসম্ভব?

ধীরভাবে কর্ণেল গ্রীণ জবাব দিলেন, প্রশ্নটার তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে পার্‌লাম না, মিস্ রজার্স, আর একটু খুলে ব'লো।

—আমি জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, এই দুটো মহাভূমির নরনারীর মনের গতি, অনুভূতির ছন্দ কি সব সময় চলে সমান্তরাল রেখার পথে? এমন একটা বিন্দুও কি নেই যেখানে তারা মিল্‌তে পারে?

—তুমি কি সেন-এর কথা বল্‌ছ, মিস রজার্স?

অসহিষ্ণুভাবে আমি বল্‌লাম, নির্ব্যক্তিকভাবেই বিষয়টা আলোচনা ক'রো, কর্ণেল, সেন বা যোশীকে এর মধ্যে টেনে আন্‌বার প্রয়োজন নেই।

হেসে কর্ণেল গ্রীণ বল্‌লেন, তোমার প্রশ্নটা যে মোটেই নির্ব্যক্তিক নয়, মিস্ রজার্স! নির্ব্যক্তিত্বের ছাপ দিয়ে যে সমস্যাটা তুমি আমার সম্মুখে তুলে ধরেছ তার পেছনে আছে ব্যক্তিগত অনুভূতি, আঘাত, দ্বন্দ্ব।....কাজেই যে দু'জন এর মধ্যে বিশেষভাবে জড়িত তাদের বাদ দিয়ে তোমার প্রশ্নের জবাব দেই কি ক'রে?

কর্ণেল গ্রীণএর স্পষ্টভাষণে তিরস্কৃত হ'য়ে আমি চুপ ক'রে রইলাম।

কর্ণেল ব'লে চল্‌লেন, সেনএর প্রতি অবিচার ক'রো না, মিস্ রজার্স।....পশ্চিম দেশের আবহাওয়া, সভ্যতা এবং কৃষ্টির সঙ্গে তার পরিচয় হয়নি' এখনও—কাজেই তোমাকে পছন্দ করা সত্ত্বেও ঠিক তুমি যে ভাবে চাও সেভাবে যদি সে তার অনুভূতির অভিব্যক্তি দিতে না পেরে থাকে তাহ'লে সেটা তার দেশের সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষার অপরাধ ব'লে মেনে নিয়ো।....আর প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের যে মিলনের কথা তুমি উত্থাপন করেছ সে সম্বন্ধে আমার স্থির মত এই যে অদূর ভবিষ্যতে এই দুই মহাভূমির মিলন হ'বে না, হ'তে পারে না। তার মানে এই নয় যে পূর্ব্ব এবং পশ্চিমের কোন নরনারীর মিলনই অসম্ভব। প্রত্যেক দেশেই এমন দু'একজন জন্মায় যারা দেশকে অতিক্রম ক'রে উঠ্‌তে পারে, যারা পূর্ব্ব বা পশ্চিম এই দুই মহাভূমির কোনটিরই নয়, যারা যথার্থতঃ দেশকালের বাইরে—মিলন তাদের অসম্ভব নয়।..কিন্তু তুমি এবং সেন—নাঃ, তোমরা মিশ খাবে না কিছুতেই!

আমি ও যে অন্তরে অন্তরে এই সত্য অনুভব করিনি' এমন নয় তবু নাছোড়বান্দার সুরে প্রশ্ন কর্‌লাম, কেন, কর্ণেল?

—কেন তা তুমি নিজেই জান, মিস্ রজার্স।....আমার একমাত্র উপদেশ, মিশ খাবে না ব'লেই সেনের প্রতি অহেতুক রূঢ়তা বর্ষণ ক'রে সাধারণ বন্ধুত্বের স্মৃতিটাকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলো না।

ততক্ষণে সূর্য্য নীলাম্বুরেখার বেশ খানিকটা উপরে উঠে পড়েছে, কাঁচা সোনালি রোদে ডেকটা ভরে গেছে। কর্ণেল গ্রীণএর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ ক'রে আমি বল্‌লাম, কথা বল্‌তে বল্‌তে সময়ের খেই হারিয়ে ফেল্‌ছ, কর্ণেল! এবার নিজেদের ক্যাবিনএ গিয়ে ব্রেক্‌ফাষ্টএর জন্য তৈরী হওয়া দরকার।

ডেকের যে প্রান্তে মোহিত দাঁড়িয়ে ছিল সেদিকে কর্ণেল গ্রীণ এবং

আমি তাকালাম একসঙ্গেই। দেখি, মোহিত সেখানে নেই, কখন নীচে চলে গেছে।

কর্ণেল বল্‌লেন, চলো তাহ'লে, মিস্ রজার্স।

শনিবার, সন্ধ্যার পর। ডায়েরী লেখায় আর কিছুতেই মনঃসংযোগ কর্‌তে পার্‌ছি না আমি। ছোট্ট পাখীর মত আমার মনটা বারবার ঘুরে বেড়াচ্ছে মোহিতের চারদিকে, কেবলই ইচ্ছা হচ্ছে তার অগোচরে, অথচ তার অতি নিকটে থেকে, আমি তাকে পর্য্যবেক্ষণ করি, জান্‌তে প্রয়াস করি তার ভীরু তুহিন শীতল ব্যবহারের কারণ। কিন্তু একটা দুর্দ্দমনীয় অভিমান এবং সঙ্কোচ আমাকে প্রতিহত কর্‌ছে উপযাচিকা হ'য়ে তার সম্মুখে দাঁড়াতে।

বিকেলে চায়ের পর যোশীর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। দু'একটা টুক্‌রো টুক্‌রো কথা ছাড়া আর কোনই বাক্যবিনিময় হয়নি আমাদের! যোশী প্রশ্ন কর্‌ছিল, ভিসুভিয়স্ থেকে ফেরা অবধি তোমার দেখাই যে পাচ্ছিনে, মিস্ রজার্স! ইউরোপের বুকে পা' ছুঁইয়েই আমাদের ভুলে গেলে নাকি?

যোশীর এই প্রশ্নের মধ্যে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার আমার ভাল লাগেনি'। আমি জবাব দিয়েছিলাম, তোমরা, পূর্ব্বদেশীয়রা, ডুবে আছ একটা কম্‌প্লেক্স্-এর মধ্যে, তাই আমাদের অতি সাধারণ ব্যবহার, কথাবার্ত্তার মধ্যেও দেখ্‌তে পাও দম্ভ, তোমাদের এড়িয়ে যাবার প্রয়াস।

যোশী মুহূর্ত্তের জন্য থতমত খেয়ে গিয়েছিল, তারপর শুধু বলেছিল, ভুল হয়ত আমারই হ'য়েছে, মিস রজার্স, কিন্তু ভুল ভাবা এবং ভুল করাটা পূর্ব্বদেশীয়দের একচেটে নয় সেটা মনে রেখো।

ব'লে জবাবের কোন অবকাশ না দিয়েই সে কথোপকথন সুরু ক'রে দিল আর একজন ভারতীয় ছেলের সঙ্গে।

ক্ষুব্ধ, বিকৃত মন নিয়ে আমি আশ্রয় খুঁজলাম আমার ক্যাবিন্এ। দেখি, মিস্ হিল ঘরে বসেই চা' খাচ্ছেন। আমি প্রশ্ন কর্লাম, তুমি চা' খেতে ওপরে গেলে না, মিস্ হিল?

জবাব পেলাম, তোমাদের বিদায়-অভিনয় দেখ্বার আগ্রহ আমার মোটেই নেই, শীলা!

—কী যা' তা' তুমি বল্ছ, মিস্ হিল?

—সত্যি কথা বল্ছি, শীলা। কাল তুমি তোমার সেই কালো বন্ধুটির সঙ্গে সারাটা দিন নেপল্স্এ কি কর্লে?

মিস্ হিলএর এই "কালো" বিশেষণে আমি দপ্ ক'রে জ্বলে উঠ্লাম। বল্লাম, আমার বন্ধুর গায়ের রং কালো হ'তে পারে, মিস্ হিল, কিন্তু তার ব্যবহারের মত কুশ্রীতা নেই এতটুকু।....আমার শাদা বন্ধুরা বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রাখ্তে জানে না মোটেই!

বক্রহাসি হেসে মিস্ হিল বল্লেন, তোমার কালো বন্ধুদের সম্প্রদায়কে জান্তে আমার বাকি নেই, শীলা।....সময় এবং সুযোগ পেলে তারা জিমি ব্ল্যাকিকে ও ছাড়িয়ে উঠ্তে পারে। তবে উপস্থিত যার কথা বল্ছি সে যদি তোমার সঙ্গে খুবই শ্লীল ব্যবহার ক'রে থাকে তাহ'লে তার পেছনে আছে ভয়, পরাধীন জাতের ভগ্নজানু, ভগ্নকটি অবস্থা!

মিস্ হিলএর এই ব্যঙ্গোক্তি আমার পক্ষে অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল।.... ক্যাবিন্ ছেড়ে ছুটে পালালাম আমি উপরের ডেক্এ।

সাম্না-সাম্নি পড়লাম মোহিতের। আমার মুখ রক্তাক্ত হ'য়ে উঠ্ল।

অত্যন্ত সহজ শান্ত স্বরে মোহিত বল্‌ল, তোমাকেই খুঁজ্‌ছিলাম, শীলা।

মোহিত আমাকেই খুঁজ্‌ছিল?....অননুভূতপূর্ব্ব এক পুলকের শিহরণ আমার শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তরঙ্গায়িত হ'য়ে গেল। বল্‌লাম, এসো, কোথাও গিয়ে বসি।

ডেক্ তখন লোকে লোকারণ্য। নিরিবিলি একটা কোণও খুঁজে পাওয়া গেল না। শুধু দেখ্‌লাম যোশী আর তার একজন বন্ধু আমাদের দিকে তাকিয়ে কি যেন মন্তব্য প্রকাশ কর্‌ল।

বল্‌লাম, এক কাজ করি মোহিত। নীচে মিঃ কৃপালানিদের ডেকে যাই—সেখানে নিশ্চয়ই কথা বল্‌বার মত একটা জায়গা পাওয়া যাবে।

অতি অপ্রসর সিঁড়ি বেয়ে আমরা চলে গেলাম ডেক্ প্যাসেঞ্জারদের আস্তানায়। মিঃ কৃপালানি মোহিতকে কি যেন বল্‌তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পেছনে আমাকে দেখেই সঙ্কুচিত হ'য়ে নীরব হ'য়ে রইলেন। মোহিত বল্‌লে, এখানে লোকের ভীড় একটু কম কোন্ দিকে বল্‌তে পারেন, কৃপালানিজী?

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন মিঃ কৃপালানি। তারপর, অনেকটা যেন আমাকে শুনিয়েই বল্‌লেন, তোমার বন্ধু মিঃ যোশী বোধ হয় উপরের ডেকে আছেন, না মিঃ সেন?....আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

ব'লে তড় তড় ক'রে তিনি উপরে চলে গেলেন।

মিঃ কৃপালানির নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে এসে আমরা দু'জনে বস্‌লাম।

জিজ্ঞাসু চোখ দু'টি মোহিতের চোখের উপর নিবদ্ধ ক'রে প্রশ্ন কর্‌লাম, কি বল্‌তে আমাকে ডেকে নিয়ে এলে, মোহিত?

মোহিত খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তারপর হঠাৎ ব'লে বস্‌ল, তুমি কি সত্যি আমাকে ভালবাস, শীলা ?

এই আকস্মিক প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না আমি মোটেই। ভালবাসা ? ভালবাসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা পশ্চিম দেশের ছেলে-মেয়ের স্বভাবগত ধর্ম্ম, আমরা সাধারণতঃ যে অনুভূতিকে ভালবাসার পর্য্যায়ে ফেলি সত্যি কি তা' ভালবাসা ?

কিন্তু মোহিতের প্রশ্নের জবাব দিতেই হ'বে। এবার তার প্রশ্ন দ্বিধাবিজড়িত নয়, নিজেকে সে চিন্‌তে পেরেছে এবং তারই সাহসিকতায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সে জান্‌তে চাচ্ছে আমাকে।

উত্তর দিলাম, আমি তোমাকে পছন্দ করি, হয়ত ভালও বাসি, মোহিত, কিন্তু কী প্রয়োজন এই আত্মবিশ্লেষণে ?

—তোমার প্রয়োজন না থাকতে পারে, শীলা, আমার আছে। ....যাক্, একটা দিক অনেকখানি পরিষ্কার হ'য়ে গেল, বুঝ্‌লাম তুমি আমাকে ভালবাস না !

আহতস্বরে জবাব দিলাম, সে কথা ত আমি বলিনি', মোহিত !

—বলেছ বই কি !....তীক্ষ্নস্বরে মোহিত বল্‌ল....এই ত এখ্‌খুনি বল্‌লে তুমি আমাকে পছন্দ কর মাত্র !

মরিয়া হ'য়ে আমি বল্‌লাম, মিথ্যে কথা ব'লোনা, মোহিত। এ কথা আমি কখনও বলিনি' যে আমি তোমাকে ভালবাসি না !.... তোমরা পূর্ব্বদেশীয়রা জান না কখন কি ভাবে সুযোগকে গ্রহণ করতে হয়, মূল্যবান্ মুহূর্ত্তগুলি তোমরা নষ্ট ক'রো অর্থহীন তর্কে, আবর্জ্জনাময় বিশ্লেষণে !

মুহূর্ত্তের জন্য মোহিতের মুখচোখ রক্তাক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল—অপমানে এবং রাগে। কিন্তু অদ্ভুত তার সংযম, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আত্মস্থ

হ'য়ে সে বল্‌ল, তুমি ঠিকই বলেছ, শীলা, আমরা পূর্ব্বদেশীয়রা অত্যন্ত নির্ব্বোধ, আমরা জানি না কেমন ক'রে প্রগতিশীলা পশ্চিমদেশীয়াদের মন কেড়ে নিতে হয়।....আমার যা জিজ্ঞাস্য ছিল তার জবাব পেয়েছি, তোমাকে আর বিরক্ত করব না।....শুধু এটুকু ব'লে রাখি, আমাকে নিয়ে এরকম খেলা না খেল্‌লেও পার্‌তে। স্তাবক, বন্ধু এবং প্রেমিকের অভাব নেই তোমার, আমাকে দলের মধ্যে টেনে আন্‌বার প্রয়োজন ছিল না এতটুকু।

ব'লে আমাকে কোন জবাব দেবার অবকাশ না দিয়েই মোহিত উঠে জোরে জোরে পা' ফেলে চলে গেল।

ধীরে ধীরে আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

সেই থেকে ক্যাবিনে এসে ডায়েরী লিখ্‌ছি, কিন্তু সুবিন্যস্ত ছন্দে লিখ্‌তে পার্‌ছি না কিছুই। বারবার মনে হচ্ছে ছুটে যাই মোহিতের কাছে, বুঝিয়ে দেই তাকে যে সে যে রূপে, রংএ প্রতিভাত দেখ্‌তে চায় আমার ভালবাসাকে তা' আমি এখন দিতে না পার্‌লেও, তাকে অপমান কর্‌তে চাইনে আমি এতটুকু।...আমি চাই সে আমাকে গ্রহণ করুক যেমনটি আমি আছি ঠিক তেমনটি, তারপর যদি বিভোর ভাবুকতার রঙীন্‌ মায়ায় আমি ঘুমিয়ে পড়ি তাহ'লে সেটা হ'বে তার কৃতিত্ব, তার গৌরব।

আবার মনে হয় কোন ফল হ'বে না আমার ছুটে যাওয়ায়। মোহিত আমাকে ঢাল্‌তে চায় তার কল্পনার ছাঁচে, কিন্তু আমি জানি সে অসম্ভব, আমি ত কাদায় তৈরী খেলার পুতুল নই, আমাকে যারা পেতে চায় তাদের দিতে হ'বে আমারই নির্দ্ধারিত মূল্য।...মোহিত সে মূল্য দিতে পার্‌বে না।

*

* *

কুয়াসাচ্ছন্ন বন্দরে জাহাজ আসিয়া ভিড়িল। সূর্য্যোদয়ের সময় অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শীতের প্রারম্ভের কুয়াসা পরিমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, পটভূমিকায় দেখা যাইতেছে দুই একটি আলো এবং অন্যান্য জাহাজের মাস্তুল।

ফার্ষ্ট ক্লাশের লাউঞ্জ্ এ জাহাজের অধিকাংশ যাত্রী সমবেত হইয়াছে। জাহাজ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ খালি হইয়া যাইবে এই জেনোয়াবন্দরে, কারণ অধিকাংশ যাত্রীই স্থলপথে যাইবে ইংলণ্ডে, তাহাতে অন্ততঃ তিন দিন সময় বাঁচিবে। কেবল মোহিত, যোশী এবং আর কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র ও অধিকাংশ ডেক্-প্যাসেঞ্জারেরা চলিতে থাকিবে জলপথে—আরও চারি দিন।

শীলা রজার্স, মিস্ হিল্ এবং কর্ণেল গ্রীণ একটা সোফার উপর বসিয়া ছিলেন, পাইলট্ ষ্টীমারে পাস্পোর্ট অফিসার আসিবেন, তাঁহারই প্রতীক্ষায়। জিমি এবং ব্ল্যাকি একটু দূরে দুইটা চেয়ার অধিকার করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। অবতরণকারী অন্যান্য যাত্রীরা কেহ বা বসিয়া, কেহ বা দাঁড়াইয়া রহিয়াছিল।

মিস্ হিল্ বেশ খানিকটা বিজয়গর্ব্বভরে শীলার দিকে তাকাইতেছিলেন।....অবশেষে কালো ভারতীয় ছেলেটার মুঠার মধ্য হইতে মেয়েটাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন তিনি! এখন ভালয় ভালয় মাটির বুকে পা দিতে পারিলে বাঁচা যায়।....অনেকখানি সমস্যার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া গিয়াছে এই জন্য যে ভারতীয় ছেলেটা জেনোয়ায় নামিবে না—সে যাইবে জলপথে।

কর্ণেল গ্রীণ ফিস্ ফিস্ করিয়া শীলার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন।

—মিস্ রজার্স, তোমার বন্ধুটি স্যালুনের বাইরে পায়চারি কর্‌ছে দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি একবার উঠে গিয়ে তার সঙ্গে গুড্-বাই ক'রে এসো না!

তাচ্ছিল্যের সুরে, অথচ মিস্ হিল্ যেন শুনিতে না পান, এমন ভঙ্গীতে শীলা জবাব দিল, গুড্-বাই কালই হ'য়ে গেছে, কর্ণেল। আজ আবার নূতন ক'রে অভিনয় করার প্রয়োজন নেই!

—তবু ভদ্রতার একটা দাবী আছে ত!....নাছোড়বান্দার স্বরে কর্ণেল গ্রীণ বলিলেন।

—জাহাজ থেকে নাম্‌বার আগে দেখা যাবে, কর্ণেল।....ডাঙ্গায় ভিড়্‌তে আর কত দেরী, পার্শার?

পার্শার বাহিরের দিকে তাকাইয়া একটু লক্ষ্য করিয়া জবাব দিল, আরও মিনিট পনর-কুড়ি হ'বে।

যাত্রীরা সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সুদীর্ঘ বারোটি দিন সাগরের বুকে চলিয়া আসিয়াছে তাহারা—এখন মাটির এত কাছে আসিয়া ও এই দীর্ঘসূত্রীতা যেন অসহ্য বোধ হইতেছিল। জিমি এবং ব্ল্যাকি উঠিয়া চলিয়া গেল পান-কামরার দিকে, এই ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়ায় বিশেষ কোন পানীয় সেবন না করিলে কিছুতেই চলিতেছে না।

শীলা রজার্স এবং কর্ণেল গ্রীণের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে তাহারা বলিল, এসো না আমাদের সঙ্গে, সামান্য কিছু ড্রিঙ্কস্‌এ জয়েন্ কর্‌বে।

শীলা এবং কর্ণেল উভয়েই অস্বীকারসূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, ধন্যবাদ।

—তোমাদের অভিরুচি।....বলিয়া জিমি এবং ব্ল্যাকি বাহির হইয়া গেল।

লাউঞ্জের বাহিরের ডেকে এককোণে দাঁড়াইয়াছিল যোশী এবং মোহিত। আর একটু দূরে জটলা পাকাইতেছিল চিদম্বরম্, ডাক্তার বর্ম্মণ এবং আহম্মদ। ইহারা সকলেই জলপথে লণ্ডনে যাইবে, পাসপোর্ট দেখাইবার তাড়া নাই।

মোহিত বলিতেছিল, তোমার কথাই ঠিক, যোশী। ইউরোপীয় মেয়েরা জানে শুধু অভিনয় করতে, লোকের মন নিয়ে খেলতে। শিকার যখন টোপ গিলেছে তখন তাদের হাস্যলাস্য ভেদ ক'রে দেখা দেয় নগ্ন কদর্য্য একটা নিষ্ঠুরতা!

যোশী বলিল, আমি কিন্তু মিস্ রজার্সকে একটু অন্যরকম ভেবেছিলাম, সেন!....তোমার কথাগুলো এখনও আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছে না, অথচ অবিশ্বাস করিই বা কি ক'রে?

—ইউরোপের সঙ্গে পরিচিত হ'বার আগেই তার কৃষ্টির সঙ্গে বেশ ভাল একটা পরিচয় হ'য়ে গেল, যোশী!....মুহূর্ত্তের আনন্দকে এরা বড় ক'রে দেখে গভীরতম অনুভূতির বিশালতার চেয়ে!

—এ নিয়ে দুঃখ ক'রো না, সেন। এই ত তোমার জীবনের অভিজ্ঞতার আরম্ভ। অভিজ্ঞতার ঢেউএ সঞ্চারমান্ তুমি বছর দুই পরে এই খণ্ডকাব্যের কথা মনে ক'রে হাস্‌বে, আর ভাব্‌বে, কী বোকা ছিলাম আমি!

তিক্ততাব্যঞ্জক স্বরে মোহিত বলিল, হয়ত হাস্‌ব। কিন্তু আমার মনের আদর্শবাদের মূলে যে আজ নিষ্ঠুর কুঠারাঘাত কর্‌ল তাকে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌ব না কিছুতেই।

মোহিতের তিক্ততা গায়ে না মাখিয়া যোশী জবাব দিল, তা'ও পার্‌বে, সেন। শুধু যে ক্ষমা কর্‌বে তা' নয়, যাকে তুমি আজ নিষ্ঠুর কুঠারাঘাত বল্‌ছ তার নাম তুমি তখন দেবে অপরিসীম অপর্য্যাপ্ত উপচার।

ঈষৎ বিকৃত একটা মুখভঙ্গী করিয়া মোহিত জানাইয়া দিল যে সে যোশীর সঙ্গে একমত হইতে পারিতেছে না।

ওদিকে চিদম্বরম্ ডাক্তার বর্ম্মণ এবং আহম্মদকে সবচেয়ে টাট্‌কা সংবাদগুলি দিতেছিল এবং শ্রোতা দুইজন গোগ্রাসে তাহার কথা গিলিতেছিল।

চিদম্বরম্ বলিতেছিল, আমি ওর ক্যাবিন্‌মেট্, ডাঃ বর্ম্মণ, আমি ভেতরের খবর সবই জানি।....নেপল্‌স্‌এ মেয়েটা সেনকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, উদ্দেশ্য ওকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নিয়ে পরে ব্ল্যাক্‌মেল্ কর্‌বে। তবে সেন নেহাৎ বোকা নয়, যদিও বাইরে থেকে তাকে অত্যন্ত গোবেচারী গোছের মনে হয়।....যতদূর মনে হ'ল সেনকে মেয়েটা কাবু কর্‌তে পারেনি', এবং অসাফল্যের সমস্ত আক্রোশটা গিয়ে পড়েছে এখন সেনের উপর। তাই সে সেনের সঙ্গে রীতিমত অভদ্র ব্যবহার সুরু করেছে, যেন তাকে কোনদিন চেনেই না!

—এত ঢলাঢলির এই পরিণাম!....বিদ্রূপের স্বরে আহম্মদ বলিল।

ডাঃ বর্ম্মণ বলিলেন, আরে, এই পরিণতি যে হ'বে সে কথা কি প্রথম দিনই আমি বলিনি'? তখন তোমরা আমার কথায় কাণই দেওনি', ব'লেছ অভিজাত বংশের মেয়ে, ভারতবর্ষের প্রতি যথার্থ একটা টান আছে এর।....এরকম অভিজাত সম্প্রদায় আমি বিলেতে অনেক দেখেছি, মিঃ চিদম্বরম্, আর ভারতবর্ষের প্রতি এদের টানটা কতখানি গভীর তা'ও আমার জানা আছে!

চিদম্বরম্ বলিল, কিন্তু সেন কী যে পেয়েছে সেই যোশী ছোঁড়াটার মধ্যে! আমি, তার ক্যাবিন্‌মেট, কোথায় আমার সঙ্গে কথা ব'লে

দুঃখের ভার লাঘব কর্‌বে, না সে সব সময় আছে যোশীর পেছনে পেছনে !

—আমার মনে হয়, ডাঃ বর্ম্মণ, এটা একটা বিরাট্‌ ষড়যন্ত্র ! যোশী ত মেয়েটাকে অনেক আগে থেকেই জান্‌ত, তবু ত সেনকে সে সাবধান ক'রে দেয়নি' ! বরং সে সহায়তা করেছে এই দশ-বারো দিনের অভিনয়ে।....কেন ?....আহম্মদ প্রশ্ন করিল।

—আপনি ঠিক ধরেছেন, মিঃ আহম্মদ।...ডাঃ বর্ম্মণ বলিলেন।.... যোশীটাই হচ্ছে আসল নষ্টের গোড়া। বার দুই বিলেত ঘুরে এসেছে ব'লে দেমাকে কথাই বল্‌তে চায় না আমাদের সঙ্গে, যেন আমরা ওদেশের মধুর আস্বাদ পাইনি' ! একবার লণ্ডনে পৌছান যাক্‌, ওকে দেখে নেওয়া যাবে।

প্রস্তাবটা আহম্মদ এবং চিদম্বরম্‌ উভয়েরই মনঃপূত হইল এবং তিনজনেই হিংস্র ক্রূর দৃষ্টিতে যোশীর দিকে তাকাইয়া রহিল।

ততক্ষণে জাহাজ ডাঙ্গায় ভিড়িয়াছে, পাসপোর্ট অফিসারও লাউঞ্জে আসিয়া যাত্রীদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করিতেছেন এবং প্রত্যেকটি পুস্তিকার উপর 'ট্রান্‌সিট্‌ পার্‌মিট্‌' মোহরাঙ্কিত করিয়া দিতেছেন। সারি বাঁধিয়া অবতরণোন্মুখ যাত্রীরা দাঁড়াইয়াছে, একের পর এক পাসপোর্ট অফিসারের সম্মুখে উপস্থিত হইতে।

সারির মধ্যে যথাক্রমে দাঁড়াইয়াছিলেন মিস্‌ হিল্‌, কর্ণেল গ্রীণ এবং শীলা রজার্স।

হঠাৎ কর্ণেল গ্রীণ অনুভব করিলেন হাতের উপর একটা মৃদু স্পর্শ। পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া শীলা বলিল, আমার

পাসপোর্ট আপনার কাছেই রাখুন, কর্ণেল, আপনিই ছাড়পত্র করিয়ে নেবেন, আমি একটু ওদিক থেকে আস্‌ছি।

কর্ণেল গ্রীণ কোন কথা না বলিয়া স্মিতমুখে শীলার পাসপোর্টটি গ্রহণ করিলেন। শীলা ছুটিয়া বাহিরে আসিল।....মিস্‌ হিল্‌ রোষকষায়িত নেত্রে একবার শীলার দিকে তাকাইলেন, কিন্তু কর্ণেল গ্রীণ তাঁহার পাসপোর্টেরও ভার গ্রহণ করিবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় তিনি শীলার পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিলেন না।

লাউঞ্জ হইতে বাহির হইয়াই শীলার উৎসুক চোখ দুইটি খুঁজিল মোহিতকে। মোহিত তখনও যোশীর পাশে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিল।

—এই যে, যোশী, তোমার সঙ্গে গুড্‌-বাই কর্‌তে এলাম, জান বোধ হয় এখানেই আমরা নাম্‌ছি!....শীলা বলিল।

নির্লিপ্ত কণ্ঠে যোশী জবাব দিল, হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে সেরকমই একটা কথা।....তা' বেশ, ধন্যবাদ, জাহাজে এ কয়টা দিন তোমার সাহচর্য্যে মন্দ কাট্‌ল না।....আশা করি তুমিও মনের মধ্যে কোনরকম ক্ষোভ, অভিযোগ না রেখেই ইউরোপের বুকে পা দিচ্ছ।

—অভিযোগটা যেন তোমার তরফ থেকেই মাথা উঁচিয়ে উঠ্‌ছে!.... পরিহাসের সুরে শীলা বলিল, এবং ডান হাতটা যোশীর দিকে বাড়াইয়া দিল। তাহার পর মোহিতের দিকে তাকাইয়া বলিল, বন্ধুকে ছেড়ে আমার সঙ্গে মিনিটখানেকের জন্য এদিকে আস্‌তে পার্‌বে, মোহিত?

মোহিত একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে যোশীর দিকে তাকাইল। ইঙ্গিতে যোশী জানাইল যে মোহিতের আপত্তি করাটা শুধু অভদ্রতাসূচক নহে, ভীরুতার পরিচায়ক হইবে।

—চলো।....মোহিত বলিল।

মোহিতের বাম-হাতটা নিজের ডান হাতের মধ্যে জোর করিয়া

গলাইয়া দিয়া শীলা মোহিতকে নিয়া চলিল ডেকের পূ্রোভাগে, যেখানে অস্পষ্ট কুয়াসা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে রহস্যময় অন্ধকার।

মোহিতের হাতটা শিথিল করিয়া দিয়া শীলা তাহার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর উদ্ধত দৃষ্টিতে বলিল, বিদায়ের আগে আমাকে একবারটিও আদর কর্‌বে না, মোহিত?

মোহিত কোন কথা বলিল না, স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

শীলা বলিল, আমি তোমার কাছে আমার এই একটি মাত্র দাবী জানাচ্ছি, মোহিত।

মোহিত তবু নীরব।

এবার শীলা অন্য সুর ধরিল। উদ্ধতার পরিবর্ত্তে সে ডাকিয়া আনিল অনুনয়, দাবীর স্থানে সে জানাইল প্রার্থনা। বলিল, এতখানি নিষ্ঠুর হ'য়োনা, মোহিত, একবারটি আমাকে আদর ক'রে আমাকে বুঝ্‌তে দাও তুমি আমাকে ঘৃণা করোনা!

মোহিতের ধমনীতে রক্ত তখন দ্রুততালে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে।....বন্দী সংস্কারকে মুক্তি দাও, পাঠাইয়া দাও দূর দূরান্তে, বৃত্তাকার চক্রবালে, সমুদ্রের শেষ সীমান্তে। গ্রহণ কর বর্ত্তমানকে, সম্ভ্রম দেখাও এই উপচারের প্রতি।

আর দ্বিধা না করিয়া মোহিত দুইটি হাতে শীলার মুখখানা তুলিয়া ধরিল। তাহার পর গভীর স্নেহে সে চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল তাহার রক্তিম ওষ্ঠে, শুভ্র চিবুকে, সোনালি চুলের গুচ্ছে। মুখে মোহিত কোন কথা বলিল না, কিন্তু তাহার সমস্ত অন্তরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল একটি গান, আমি তোমাকে ভালবাসি।....যৌবনের প্রথম জাগরণে তোমাকে ভালবাসিয়াছি, এই ভালবাসা মিথ্যা নয়, ইহার মধ্যে কপটতা নাই এতটুকু!

শীলা অনেকক্ষণ মোহিতের বক্ষঃলগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে ও বোধ হয় মনের সম্মুখে অনুভব করিল মোহিতের এই নির্ভীক স্বীকারোক্তি, তাহার ভালবাসার শুভ্রতা, একাগ্রতা।

শীলার চোখ আর্দ্র হইয়া আসিল।

তাহার চেতনা ভাঙ্গিল জাহাজের বাঁশীতে। যাত্রীদিগকে অবতরণ করিতে হইবে এই সতর্কবাণী তিন চারিবার বাজাইয়া দিয়া বাঁশী সাময়িকভাবে নীরব হইয়া গেল।

শীলা বলিল, এবার তাহ'লে আসি, মোহিত।....আমার লণ্ডনের ঠিকানা এই কার্ডএ পাবে, যদি অভিরুচি হয় দেখা ক'রো। আর নিতান্তই যদি দেখা না হয় তাহ'লে মনে রেখো, আমার বহুধা বহুব্যাপ্ত জীবনে তোমার ভালবাসার স্পর্শ লেগে থাকবে অনেক দিন।....গুড্ বাই!

বলিয়া শীলা অসাবধানী মোহিতের ঘাড়টা একটু নীচে টানিয়া নিয়া তাহার ঠোঁটে অতি ক্ষিপ্র একটি চুম্বন দিয়া ছুটিয়া গেল লাউঞ্জএ।

মোহিতও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া যোশীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

আরও আধঘণ্টা পরে। কুয়াসা কাটিয়া গিয়াছে, সূর্য্যের আলোকে সমস্ত জাহাজ এবং জেটি ঝক্‌মক্ করিতেছে। যাত্রীরা একে একে অবতরণ করিতেছে, আর ডেক্ এর রেলিঙতর উপর ভর দিয়া যোশী এবং মোহিত তাহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

শীলা রজার্সকে নিতে আসিয়াছেন তাহার বাবা। মিঃ রজার্সের সঙ্গে আরেকজন ইংরেজ যুবক—উৎসুকভাবে সে শীলাকে অনুসন্ধান করিতেছে।

মোহিত এবং যোশী লক্ষ্য করিল, শীলা ছুটিয়া যাইয়া জড়াইয়া ধরিল

তাহার বাবাকে, তাঁহার গালে মুদ্রণ করিয়া দিল একটি চুম্বন। সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বস্থিত ইংরেজ যুবকটি ও অগ্রসর হইয়া আসিল এবং টুপীটি খুলিয়া ঈষৎ নত হইয়া সে শীলার দিকে হাত বাড়াইয়া দিল।

—ওঃ, বব্, তুমি এসেছ!····কি প্লেসাণ্ট সারপ্রাইজ!····আমি ত জান্‌তাম তুমি এখন ও স্যাণ্ডহার্ষ্ট থেকে ছাড়া পাওনি!····শীলা বলিল।

—কোর্স শেষ হয়ে গেছে আজ দু'মাস হ'ল, মিস্ রজার্স, আই মিন্, শীলা।····আমি এখানে এসেছিলাম হলিডে কর্‌তে, হঠাৎ মিঃ রজার্সের সঙ্গে দেখা, তোমাকে সম্বর্দ্ধনা করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না, তাই চলে এলাম।····বব্ ওরফে রবার্ট ম্যাক্‌গিল বলিল।

—অজস্র ধন্যবাদ, বব্।····অ্যাণ্ড ইট্ ইজ ভেরী নাইস্ অব্ ইউ।···· শীলা জবাব দিল।

উপরে ডেক্ এ দাঁড়াইয়া মোহিত যোশীর দিকে তাকাইয়া বলিল, একটা পরিচ্ছেদের শেষ হ'ল, যোশী!

—এবং নতুন অধ্যায়ের গোড়াপত্তনও হ'ল, সেন!····যোশী জবাব দিল।

লাঞ্চ্ এর সময় অতিক্রান্ত হইবার পর জাহাজ আবার চলিতে আরম্ভ করিল। এবার জাহাজ সমুদ্রের দোলা খাইতে খাইতে চলিতে থাকিবে চারিদিন—যতদিন না শেষ বন্দর লণ্ডনএ পৌছায়।

মোহিত সেই প্রথম দিনটির মত ডেক্‌চেয়ারে শুইয়া অল্‌ডাস্ হাক্সলির পাতা উল্‌টাইতে ছিল।····বুকের ভিতর কোন্‌খানে ক্ষুদ্র একটা যন্ত্রণা টনটন্ করিতেছিল, ব্যর্থতার যন্ত্রণা নয়, ক্ষুব্ধতার যন্ত্রণা।····সমুদ্রের জলটা যেন হাত বাড়াইয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতেছিল, একসঙ্গে

কোলাহল করিয়া সাগর বুকের প্রত্যেকটি তরঙ্গ যেন তাহাকে বলিতেছিল, একমাত্র আমরাই সত্য, শুভ্র, আর সবই মিথ্যা, আর সবই পঙ্কিল।

বৃত্তাকার চক্রবালের দিকে মোহিত আবার তাকাইল।....অপর্য্যাপ্ত এই চক্রবাল, কোনখানে এতটুকু ছেদ পড়ে নাই, কোনখানে ব্যর্থতার প্রাচীর উঠিয়া অনাদিকালের এই অপরিসীমতাকে এতটুকু ব্যাহত করে নাই।....মোহিতের ভালবাসা ও এমনই অপর্য্যাপ্ত, অপরিসীম, অব্যাহত। শীলা রজার্স তাহার ভালবাসার দাম দিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু মোহিত জানে তাহার জীবনের এই প্রারম্ভ, ফাল্গুন আসিয়াছে, আমের বনে মুকুল ধরিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে তাহার বিরাট বন্ধনহীন ভালবাসা গণ্ডী ছাড়াইয়া সহস্র ধারায় উচ্ছলিত হইয়া পড়িবে পৃথিবীর বুকে, সাগরের ঢেউকেও অতিক্রম করিয়া।

শান্তমুখে অল্‌ডাস্‌ হাক্সলির কাহিনীতে মোহিত মনোনিবেশ করিল।

